আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার ত্রিংশ গ্রন্থ

হিসাব-নিকাশ

আশ্বিন,—১৩২৫

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত
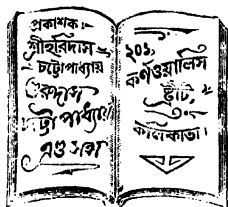
অর্চ্চনা-সম্পাদক

শ্রীকেশব চন্দ্র গুপ্ত এম্, এ বি, এল্

প্রণীত

কনকরেখা

মূল্য ৮৹

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পালিত বি, এল্

ও

শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ বি, এল্

সোদর প্রতিমেষু—

ভাই আশু ও সুরেশ!

তোদের সঙ্গে এত শীঘ্র হিসাব-নিকাশ হ'তে পারে না, তবে এ যৎকিঞ্চিৎ কিস্তি খা'তে।

অর্চ্চনা-কার্য্যালয়
আশ্বিন, ১৩২৫

তোদের—
শ্রীকেশব

"কামার্ত্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু।"

হিসাব-নিকাশ

প্রথম ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

তরণী স্বামী

যে অশ্বত্থ-বৃক্ষের তলায় বসিয়া মুরলীমোহন অনুতাপের তীব্র কশাঘাত সহ্য করিতেছিল, প্রবাদ আছে, সে বৃক্ষটি ব্রহ্মদৈত্য-আশ্রিত। অন্যদিন সন্ধ্যার পর একেলা নির্জ্জন নদী-সৈকতে বসিয়া থাকিতে বলবান্ মুরলীমোহনেরও প্রাণে ভীতি-সঞ্চার হইত, সন্দেহ নাই। আজ কিন্তু তাহার জীবনে অবসাদ আসিয়াছিল। সারা দিনের ভীষণ মানসিক সংগ্রামে যুবক অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার হৃদয়ে আর উত্তেজনা ছিল না, বৈরীনির্যাতনের কঠোর স্পৃহায় এখন আর তাহার বাসনারাশি তাণ্ডব-নৃত্য করিতেছিল না। কেবল একটা অনুতাপের যন্ত্রণা এক একবার তাহাকে বৃশ্চিক-দংশনের যন্ত্রণা দিতেছিল।

হিসাব-নিকাশ

ভীষণ অনুতাপ—তবে পাপ করিয়া লোকে যে অনুতাপ সহ্য করে, মুরলীর অনুতাপ সে শ্রেণীর নহে। তাহার অনুতাপ হইতেছিল—দুর্ব্বলতার জন্য, কাপুরুষতার জন্য। ধনপতি সিংহ তাহার মাতার অবমাননা করিয়াছিল, তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে জুয়াচোর বলিয়াছিল। মুরলী স্বকর্ণে সে কথা শুনিয়া কেন তখনই তাহার মুণ্ডপাত করে নাই? যে সুযোগ গিয়াছে, তাহা তো আর ফিরিবে না। দুর্ব্বৃত্ত তাহাদিগের ভদ্রাসন হইতে তাড়াইবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতেছিল, তাহাদের ক্ষুদ্র সংসারে হলাহল ছড়াইয়া দিয়াছিল। কেন সুবিধা পাইয়া সে নিজহস্তে তাহার মুণ্ডচ্ছেদ করে নাই, যুবক সারাদিন কেবল তাহাই ভাবিতেছিল।

মানুষ চিন্তাশীল জীব, কিন্তু সাধারণ লোক কতক্ষণ এক চিন্তা করিতে পারে? মুরলীমোহনের অবসাদ আসিয়াছিল। সে নির্জ্জন ভাগীরথী-তীরে বসিয়া জাহ্নবী-সলিলে জ্যোৎস্না-কিরণের সন্তরণ দেখিতেছিল। তালে তালে জলের উপর তিনখানি তরণী নাচিতেছিল। সে সেই দিকে চাহিয়াছিল।

শারদীয়া ষষ্ঠী। প্রভাতেই দেবী-অর্চ্চনা। উত্তমপুর আনন্দে বিভোর হইয়াছিল। গ্রামে চণ্ডীদেবীর মন্দিরে নহবৎ বাজিতেছিল। বেহাগের করুণ তান মুরলীর কর্ণে

প্রবেশ করিতেছিল। সকলেই আনন্দে বিভোর ; কেবল তাহারাই দুঃখ-মলিন ; নৃশংস উত্তমর্ণের পৈশাচিক ব্যবহারে জর্জ্জরিত। অনশনে প্রাণত্যাগ না করিয়া কেন তাহার পিতা এমন নৃশংসের নিকট ঋণগ্রহণ করিয়াছিলেন, মুরলী তাহা সিদ্ধান্ত করিতে পারিল না।

গঙ্গার শুভ্রবক্ষে তিনখানি বজরা নাচিতেছিল। কোন ধনী সপরিবারে নবদ্বীপ হইতে ফিরিয়া উত্তরে যাইতেছিল। উত্তমপুরে নৌকা বাঁধিয়া মাঝিরা বিশ্রাম করিতেছিল। প্রথম তরণীখানি মৃগমুখী, সুবর্ণচিত্রিত মৃগশৃঙ্গ, জ্যোৎস্নালোকে ঝলসিতেছিল। তরণী স্বামী সেই তরণীতে ছিলেন। ভৃত্যের দল ছুটাছুটি করিতেছিল। দ্বিতীয় তরণী ময়ূরমুখী। নৌকার গবাক্ষগুলি বহুমূল্যের পর্দ্দায় আবৃত। পুরাঙ্গনাগণ সেই নৌকায় অবস্থান করিতেছিলেন। তৃতীয় বজরা লোক-লস্কর, ভৃত্য, প্রহরীদিগের। সেকালে বিদেশ-ভ্রমণ বিপদ্‌সঙ্কুল ছিল। সশস্ত্র প্রহরী সঙ্গে না লইয়া ধনবান্ জমিদারগণ যাতায়াত করিতেন না।

মুরলীমোহন বজরার শোভা দেখিতেছিল। ভাবিতেছিল, 'পণ্ডিতেরা মুর্খ, তাই তাঁহারা বলেন, অর্থে সুখ নাই। দৈন্যক্লিষ্ট বলিয়াই আজ—'

সহসা কে তাহার স্কন্ধ স্পর্শ করিল। বিস্মিত মুরলী দেখিল, এক ভীমকায় পুরুষ। নিমিষের জন্য এক অব্যক্ত ভীতি

আসিয়া তাহাকে অভিভূত করিল। তখনই আত্মসংযম করিয়া সে বলিল,—"কে তুমি ?"

ভীমদেহ হইতে উত্তর আসিল,—"বিজন বাবুর পাইক।"

"বিজন বাবু? কে বিজন বাবু?"

ভীমকায় পুরুষ লড়িতে পারে, কথা কহিতে পারে না। বিশেষ একটা সামান্য যুবকের সহিত বাক্যালাপে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সে বলিল,—"মোমিনবাগের বাবু। চল। ডাকচেন।"

আবার নির্ধনের উপর ধনীর অত্যাচার! নৌকাস্বামীর কি স্পর্দ্ধা! সে কোন্ দূরদেশ হইতে তাহাদের গ্রামে আসিয়া, তাহার মত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উপর নিজ আধিপত্য-স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে। দেশে একতা থাকিলে, ধনপতি সিংহের মত পশু তাহাদের পল্লী-সমাজে না জন্মিলে, আজ তাহাকে এ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়? মুরলী কৃতান্ত-দূতের উপর কোপদৃষ্টিতে চাহিল।

তাহার চক্ষুর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সহ্য করিতে না পারিয়া, পাইক-প্রবর অজ্ঞাতভাবেই একটু পিছাইয়া গেল। মুরলী-মোহন বলিল,—"কি স্পর্দ্ধা! তোর বাবুর আবশ্যক থাকে, এইখানে আসুক।"

মুরলী দেখে নাই। তরণী-স্বামী ধীরে ধীরে উঠিয়া

আসিয়া তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিলেন। মুরলীর কথা শুনিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন,—"এই যে আমি এসেছি।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নূতন পথে

মুরলীমোহন বিস্মিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিল। বিজনবিহারীকে দেখিয়া মুরলীমোহনের অপ্রতিভ হইবারই কথা। কি সুন্দর রূপ, কি প্রশস্ত বক্ষ, কি গৌরবর্ণ কান্ত দেহ! সে প্রশান্ত মুখের সুন্দর হাসিটুকু মুরলীমোহনকেও অপ্রতিভ করিল। তরণী-স্বামী বলিলেন,—"ক্ষমা করবেন। আমার অপরাধ হয়েছে। স্পর্দ্ধার কথা বটে!"

এ কথার উত্তরে কি বলিতে হয়, মুরলীমোহন অত শীঘ্র তাহা স্থির করিতে পারিল না।

বিজনবিহারী বলিলেন,—"কেন খবর নিতে পাঠিয়েছিলাম, জানেন?"

মুরলীমোহন বলিল,—"কেন?"

তরণী-স্বামী বলিলেন,—"পথে বড় চোর-ডাকাত। দূর

থেকে আপনাকে একেলা ব'সে থাক্‌তে দে'খে একটু সন্দেহ হ'য়েছিল, বুঝ্‌তে পারিনি যে, এমন সুন্দর চেহারা, এমন নির্ভীক প্রাণ একেলা—"

মুরলীমোহন হাসিল। তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, —"হ্যাঁ, সন্দেহ হ'বারই কথা। আমি প্রাণের জ্বালায়—"

যুবক সামলাইয়া লইল। আর বলিল না। বিজন-বিহারীর চক্ষে কিন্তু এক অপূর্ব্ব সহানুভূতির ভাব প্রকটিত হইল। মুরলীমোহন তাহার চক্ষে উৎসাহ পাইল। ঘন অন্ধকারে চপলার ক্ষণিক আলোকে পথভ্রান্ত যেমন নূতন পথের সন্ধান পায়, মুরলীমোহন তাহার সেই চক্ষের ইঙ্গিতে নূতন রাস্তা দেখিতে পাইল। নূতন পথ পত্রপুষ্প-সুশোভিত, ছায়া-শীতল। মন্ত্রমুগ্ধের মত মুরলী বলিয়া উঠিল,—"আপনি ধনী। আপনার অনেক লোক-জন আছে। আমায় একটা চাকুরী—"

বিজনবিহারী হাসিয়া মুরলীর স্কন্ধ ধারণ করিল। বড় মোলায়েম স্বরে পুরাতন বন্ধুর মত বলিল,—"দয়া ক'রে কি নৌকায় যাবেন ?"

মুরলী দ্বিরুক্তি করিল না। ধীরে ধীরে তাহার সহিত মৃগমুখী নৌকায় গিয়া উঠিল। তরণীর প্রথম কক্ষটি বিজন-বিহারীর বসিবার ঘর। প্রকোষ্ঠটি অতি মনোরম, নিখুঁত-ভাবে সজ্জিত। তাহাতে বহুমূল্য পশমী গালিচা বিস্তৃত,

পারসী গালিচা, কি সুন্দর বর্ণ-বিন্যাস। উপাদানগুলিতে স্বর্ণ-সূত্রের কারুকার্য্য। তরণী-কক্ষের চন্দ্রাতপ দেখিয়া মুরলী-মোহনের চক্ষু ঝলসিয়া গেল। নীল চন্দ্রাতপের মধ্যস্থলে রজত-সূত্রের পূর্ণচন্দ্র অঙ্কিত,—চারিদিকে শুভ্রোজ্জ্বল তারকারাশি।

বিস্মিত মুরলীমোহন বিজনবিহারীর পার্শ্বে উপবেশন করিল। একটা ভৃত্য রজত-পাত্রে তাম্বুল রাখিয়া গেল।

বিজনবিহারী বলিল,—"এ গ্রামের নাম উত্তমপুর, না?"

মুরলী বলিল,—"হ্যাঁ।"

বিজনবিহারী বলিল,—"তা হ'লে আমার সঙ্গে যাবেন? দেখ্‌বেন, আমাদের মোমিনবাগ কত সুন্দর দেশ।"

এবার মুরলীমোহন বুঝিল, সে আবেগভরে কি ভীষণ প্রস্তাব করিয়াছিল। জন্মভূমি ছাড়িয়া বিদেশযাত্রা করিতে হইবে—দুঃখিনী জননী, দেবতাপ্রতিম অগ্রজ, স্মিতাননা ভ্রাতৃ-জায়া, গ্রামের সহপাঠী, বাল্যবন্ধু, গাছপালা, তৃণ-গুল্ম, জাহ্নবী-তীর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে—এ চিন্তাটা তাহার পক্ষে আদৌ প্রীতিকর বলিয়া বোধ হইল না। যেমন আবেগভরে সে প্রথম প্রস্তাব করিয়াছিল, ঠিক তেমনই আবেগভরে সে বলিল,—"না, দেশ ছেড়ে যেতে পার্‌ব না।"

এবার বিজনবিহারী আনন্দে হাসিয়া উঠিল। সে বলিল,—"ঠিক কথা। দেশে সুখস্বচ্ছন্দ—"

আবার ভাবপ্রবণ মুরলীমোহন উত্তেজিত হইল। সে বলিল,—"সুখস্বচ্ছন্দ! এখানে সুখস্বচ্ছন্দ কিছুই নাই। কি মনঃকষ্টে দিন কাটাই, আপনি তা কল্পনা করতে পারেন না। না, আপনার সঙ্গে যাব। যদি দয়া ক'রে সঙ্গে নেন।"

বিজনবিহারী বলিল,—"পারবেন না। বোধ হয়, এক-দিনের কষ্টে এক একবার ইচ্ছা হ'চ্ছে—"

বাধা দিয়া মুরলীমোহন বলিল,—"একদিনের কষ্ট? আপনি ধনবান্। আপনার কোন অভাব নাই। আপনি আমাদের দুঃখ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। প্রতিমুহূর্ত্তে কি দুর্বিষহ যাতনা ভোগ করি, তাহা কল্পনা করিবার শক্তি আপনার নাই। কার পাপের জন্য?—পিতা এক নৃশংস ব্যক্তির নিকট ঋণগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া।"

মুরলীমোহন নিস্তব্ধ হইল। একজন অপরিচিতের নিকট নিজ পরিবারের গুপ্ত কথা এতদূর ব্যক্ত করিয়া সে অপরাধ করিয়াছে, এইরূপ একটা ধারণা তাহার মনোমধ্যে উদিত হইল। কিন্তু আবার সেই সহানুভূতির কটাক্ষ, সেই স্নেহের, বন্ধুত্বের, প্রীতির উত্তেজনা। মুরলী বলিল,—"যখন আপনাকে প্রভু বলিয়া মানিতে মনস্থ করিয়াছি, তখন আর এ কথা গোপন রাখিয়া কি করিব? পিতার সৎকুলে জন্ম। এক সময় আমার পূর্ব্বপুরুষ উত্তমপুরের রাজা ছিলেন। পিতা অমিত-

ব্যয়ী ছিলেন; আমোদ-উৎসবে, দানধ্যানে অর্থ নষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সময় আমাদের জন্য সামান্য সম্পত্তি রাখিয়াছিলেন—সে সমস্ত ধনপতি সিংহের নিকট বন্ধক।"

মুরলীমোহন আবার নিস্তব্ধ হইল। বিজন বলিল,—"এই ধনপতি কে?"

মুরলীর চক্ষু হইতে আবার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। সে বলিল,—"কায়স্থ হ'লেও সামান্য তেলের ব্যবসা ক'রে ধনপতি কিছু পয়সা করেছে। পুত্র নাই, কেবল এক কন্যা। লোকের উপর অত্যাচার ক'রে, সুদের সুদে টাকা বাড়িয়ে ধনপতি কিছু অর্থ করেছে। আমি এতদিন তাকে খুন ক'রে ফৌজদারের বিচারে প্রাণত্যাগ কর্‌তাম; কিন্তু কেবল দাদার মুখ চেয়ে আমাকে স্থির থাক্‌তে হয়েছে। না, এ দেশে কিছুতেই থাক্‌ব না। আপনার সঙ্গেই যাব।"

বিজনবিহারী হাসিল। সে বলিল,—"আমার সঙ্গে গেলে দুদিক্ রক্ষা হবে। আমার কাছে কাজ ক'রে তুমি অর্থ সংগ্রহ কর্‌তে পার্‌বে, অথচ ধনপতি তোমার সাম্‌নে আস্‌বে না, তাকে খুন কর্‌বার প্রলোভনের হাত থেকে রক্ষা পাবে।"

মুরলী চিন্তা করিল। ভাবপ্রবণ যুবকের চিন্তা মুহূর্ত্তব্যাপী। সে বলিল,—"বেশ কথা।"

বিজনবিহারী বলিল,—"আজ থেকে তুমি আমার ভাই

হ'লে। ইচ্ছা কর তো এখনি টাকা নিয়ে তার ঋণ পরিশোধ করতে পার।"

মুরলীমোহন স্তব্ধ হইল। আবার চিন্তা করিল। চিন্তার ফল বিজনবিহারীর নিকট ব্যক্ত করিল; বলিল,—"উপার্জ্জন করিয়া ঋণ পরিশোধ করিব, ভিক্ষায় কাজ নাই।"

বিজনবিহারী বুঝিল, এই গর্ব্ব ধনপতি পদদলিত করিয়াছে। সে তাহাকে আর অনুরোধ করিল না।

মুরলী দুই ঘণ্টা পরে মাতৃভূমির নিকট বিদায় লইয়া উত্তরাভিমুখে ভাসিয়া চলিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সে জানিত না যে, এত শীঘ্র তাহার জীবনে এত বড় একটা পরিবর্ত্তন ঘটিবে। মানব অবস্থার দাস। কে বলিতে পারে, কাহার ভাগ্যে কি আছে? মুরলীমোহন বৃথা কল্পনা ছাড়িয়া প্রভুর সহিত প্রাণ খুলিয়া বাক্যালাপ করিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শোক

"বাবা, এ তার কর্ম্ম।"

মাতার করুণ-স্বরে ললিতমোহন বিস্মিত হইয়া শয্যা

ছাড়িয়া উঠিল। তাহার সুন্দরী ভার্য্যা মাধবীও তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইল। ললিতমোহন বলিল,—"কার কর্ম্ম মা?"

"সেই সর্ব্বনেশে মিন্‌ষের।—ধনপতির।"

ধনপতির নামে ললিতমোহন জ্বলিয়া উঠিল। তাহার বড় ধীর শান্ত স্বভাব। সে ক্রোধ চাপিয়া বলিল,—"ধনপতি কি করেছে মা?"

এবার মাতার চক্ষের বাঁধ ভাঙ্গিল। আর তিনি সংযত-ভাবে উত্তর দিতে পারিলেন না। কাঁদিয়া বলিলেন,—"সর্ব্বনাশ করেছে রে বাবা! সর্ব্বনাশ করেছে। বাছাকে খুন—"

বিস্মিত ললিতমোহন বলিল,—"অ্যাঁ!"

তাহার জননী বলিলেন,—"বাবা, মুরলী কা'ল থেকে বাড়ী আসেনি। নিশ্চয় সর্ব্বনেশে মিন্‌ষে একটা কি খেলা খেলেছে।"

চোখ মুছিতে মুছিতে ললিত বাহিরে আসিল। মাধবী অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়া শ্বশ্রূঠাকুরাণীর ক্রন্দনক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। তাহাদের মধ্যে অনেক যুক্তিতর্ক, আলোচনা চলিতে লাগিল। অনাথিনী জননী কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না। তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস, তাঁহাদিগকে নির্য্যাতন করিবার জন্য ধনপতি সিংহ যুবক মুরলীমোহনকে কোথাও বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সে পূর্ব্বদিন তাহাদিগকে

গৃহ ছাড়িয়া উঠিয়া যাইতে বলিয়াছিল। গৃহ ছাড়িয়া না উঠিলে, তাহাদিগের বিষম বিপদ্ হইবে, এ কথাও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিল। এখন সে তাহার কথা কার্য্যে পরিণত করিয়াছে। বলা বাহুল্য, গোলমালে পাড়ার দুই চারি জন বর্ষীয়সী, দুই চারি জন প্রতিবাসী আসিয়া ললিতমোহনের জীর্ণ অট্টালিকায় উপস্থিত হইল। কেহ কেহ সন্দেহ করিল। একজন বিবেচনা করিল, যুবক আত্মহত্যা করিয়াছে; কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তি ললিতমোহনের জননীর সহিত একমত হইল। মুরলীমোহনের অদৃশ্য হইবার সহিত যে ধনপতি সিংহের একটা বিশেষ সংস্রব আছে, তাহাদিগের বুঝিতে বিলম্ব হইল না। সকলে একবাক্যে ললিতমোহনকে কোতোয়ালের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিতে পরামর্শ দিল।

এ দিকে ধনপতি সিংহের বাটীতে এক বিষম বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছিল। মাধুরী ধনপতির একমাত্র কন্যা। বিবাহ দিয়া কিশোরী মাধুরীকে পরগৃহে পাঠাইবার ভয়ে ধনপতি সিংহ চতুর্দ্দশী মাধুরীর বিবাহ দেয় নাই। কোনও কৃতবিদ্য যুবকের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া, জামাতাকে গৃহে প্রতিপালন করিবার জন্য ধনপতি ব্যস্ত ছিল। মাধুরীর অতুল রূপ-রাশি রাজ-প্রাসাদের উপযুক্ত। কিন্তু ধনপতি তাহাকে নিজ গৃহের বাহিরে পাঠাইতে আদৌ সম্মত ছিল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সপ্তমীর প্রভাতে গঙ্গাস্নান করিবার জন্য ধনপতি-গৃহিণী কন্যার দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন। কেহ দরজা খুলিল না। তিনি 'মাধুরী' 'মাধুরী' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। কেহ উত্তর দিল না। গোলমালে ধনপতির নিদ্রাভঙ্গ হইল। স্বামি-স্ত্রী উভয়ে চীৎকার করিতে লাগিলেন, দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন, কন্যার কোনও সাড়া-শব্দ নাই। তাহারা ভীত হইল, ভৃত্যগণ তাড়াতাড়ি উঠিয়া উপরে আসিল। তাহারাও দ্বারে আঘাত করিল, নানা রকম স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল; কিন্তু গৃহের মধ্যে সকলই নিস্তব্ধ। অনন্যোপায় হইয়া ধনপতি দ্বারে পদাঘাত করিতে লাগিল। অমঙ্গল আশঙ্কায় তাহার গৃহিণী বিলাপ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

এবার কপাট ভাঙ্গিল। গৃহে মাধুরী নাই। কক্ষের চারিদিকে সকলে মিলিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল। গৃহের সাজ-সরঞ্জম যথাস্থানে রহিয়াছে; কেবল বাতায়ন মুক্ত। ঠিক গবাক্ষের নিম্নে, উদ্যানে অস্পষ্ট পদচিহ্ন। সকলেই স্তম্ভিত হইল, ভয়ে কাহারও মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। চীৎকার করিয়া এ কথা তাহারা পল্লীমধ্যে রাষ্ট্র করিতে পারিল না। কুলের ভয়—কলঙ্কের ভয়। তাহার এত অর্থ, এত প্রতাপ, এত প্রতিপত্তি, তবু তাহার একমাত্র কন্যা অন্তর্ধান করিল? ধনপতির সন্দেহ হইতে লাগিল—তবে কি অর্থে সুখ নাই?

ধনপতি বাড়ীর চতুর্দ্দিকে সন্ধান করিতে লাগিল। কোথাও কন্যার চিহ্ন পাইল না। কে তাহার সহিত শত্রুতা করিল? কোন্ কালসর্প তাহাকে অকস্মাৎ দংশন করিল? পিঞ্জরাবদ্ধ শার্দ্দূলের মত ধনপতি নিজগৃহে আস্ফালন করিতে লাগিল। তাহার দেশে শত্রুর অভাব ছিল না—কাহার দ্বারা এ অনিষ্ট সম্পাদিত হইল, ধনপতি তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিল। শেষে যখন তাহার নিকট সংবাদ আসিল যে, সন্ধ্যা হইতে মুরলী-মোহন অদৃশ্য হইয়াছে, তখন তাহার সর্ব্ব-শরীর কাঁপিতে লাগিল। মুরলীমোহন! সেই রোষদীপ্ত চক্ষু! মুখে সেই নর-ঘাতকের কাঠিন্য! সেই ভীমের মত দেহ! তাহার অধমর্ণ! ইচ্ছা করিলে সে সপরিবারে তাহাকে পথে বসাইতে পারিত। সেই মুরলীমোহন তাহার স্নেহের পুতলী নবনীতদেহ মাধুরীকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে। এ চিন্তার মধ্যে শত বৃশ্চিক লুক্কায়িত ছিল, শত ফণী ফণা বিস্তার করিয়া তাহাকে দংশন করিতে উদ্যত হইল। ধনপতি কি করিবে, তাহা স্থির করিতে পারিল না। কাজীকে বলিয়া সে কুক্কুর-দংশনে দুর্ব্বৃত্তের প্রাণবধ করিবে। কি স্পর্দ্ধা! কি অধর্ম্ম!

কথাটা বিধিমতে গোপন করিতে চেষ্টা করিলেও, কলঙ্ক-কাহিনীর সনাতন রীতি অনুসারে মাধুরীর সংবাদটি ধনপতির অন্দর-মহল ছাড়িয়া ক্রমশঃ বহির্ব্বাটীতে এবং তথা হইতে

উত্তমপুরের পল্লীতে পল্লীতে ছড়াইয়া পড়িল। এক বৃদ্ধা গৃহিণী স্ব-গ্রামের যুবক-যুবতী উভয়েরই তিরোধানের সংবাদ শুনিলেন। বক্রী সবাই দুইটা সংবাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ-সূত্রটুকু দেখিতে-ছিলেন, ইনিও তাহা দেখিলেন। মনে মনে হাসিলেন। নিজের যৌবনের প্রলোভনগুলা স্মরণ করিলেন—নিজের বৃত্তি-বিজয়ের কথাগুলা আলোচনা করিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিলেন। শেষে মুরলীর মাতার নিকট গিয়া বলিলেন, "এ ভাই, ছুঁড়ীর দোষ।"

ললিতমোহন যখন শুনিল, ভ্রাতার সহিত ধনপতির কন্যা মাধুরী অন্তর্ধান করিয়াছে, তখন তাহার প্রাণে বিষম বেদনা উপস্থিত হইল। সে কোনমতে বিশ্বাস করিতে পারিল না যে, তাহার ভ্রাতা প্রতিহিংসা-পরবশ হইয়া ধনপতির কন্যা অপহরণ করিবে। কিন্তু মুরলীমোহনের চক্ষের সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ স্মরণ করিয়া তাহার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। বড় মর্ম্মপীড়ায় ললিত-মোহন দগ্ধ হইতে লাগিল। পৃথিবীতে অত্যাচার সহ্য করা বরং সুখকর। মুরলীমোহন তাহার মত নীরবে সহ্য করিল না কেন? অত্যাচারের শাস্তি দিবার অধিকার তাহার কোথায়? যুবতী কুমারী! রূপজ মোহ কি ভয়ঙ্কর! ললিত শিহরিয়া উঠিল। ভগবতীকে ডাকিয়া বলিল,—"ভ্রাতা, কুমারীর সতীত্বাপহরণ করিবার পূর্ব্বে যেন—না, না, কি বলিতেছি? ভ্রাতার মৃত্যু-কামনা?" ললিতমোহন কি করিবে বুঝিতে

পারিল না; কি ভাবিবে, তাহা ঠিক করিতে পারিল না; কেবল বালকের মত ক্রন্দন করিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গ্রামের কথা

উত্তমপুরের চণ্ডীমন্দিরে দেবী-আরাধনা। চণ্ডীদেবীর পার্শ্বে দশ-ভুজার মূর্ত্তি বসিয়াছে। গ্রামে কাহারও বাটীতে শাকান্ন রন্ধন হইবে না। গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা দশভূজার প্রসাদ খাইয়া কৃতার্থ হইবে। প্রতিদিন দ্বাদশটি অজবলি হইবে। বালকদের বড় আনন্দ। একদল বালক ছাগলের পাল লইয়া মাঠে ঘাস খাওয়াইতে গিয়াছে। ধর্ম্মের নামে জীবহত্যা হইবে। কাহারও সাধ্য নাই, তাহাদিগকে রক্তলোলুপ নিষ্ঠুর বলিয়া ভর্ৎসনা করে। বিশেষ নবদ্বীপের সন্নিকটবর্ত্তী হইলেও উত্তমপুর শাক্তের দেশ। কতকগুলি বালক দশভূজার পুত্রকন্যার চরিত্র সমালোচনা করিয়া বলিতেছিল—

"কার্ত্তিক ঠাকুর হ্যাঙ্‌লা,
একবার আসে মায়ের সঙ্গে
একবার আসে একলা।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

একদল বর্ষীয়সী কিন্তু তন্ময়চিত্তে মাতৃরূপ দর্শন করিতে করিতে গ্রামের নীতিজ্ঞানের কথা আলোচনা করিতেছিলেন। একজন বলিলেন,—"শুনেছ ঠাকুরঝি, কি রকম দিনক্ষ্যাণ পড়েছে ?"

ঠাকুরঝি মুরলীমোহনের সহিত মাধুরীর অন্তর্ধান হইবার বিবরণ সবিশেষ শুনিয়াছিলেন। তবে দেবমন্দিরে কিরূপে পরের কলঙ্ককথা বলিবেন, তাই বলিলেন,—"না বউ, কেমন ক'রে আর শুন্‌ব বল। আমি কি ছাই পরের কথায়—"

গ্রামের বর্ষীয়সী বধূ বলিলেন,—"আঃ মর্! গ্রাম শুদ্ধ ঢী-ঢীকার পড়্‌লো, আর তুই শুন্‌লিনি ? ওলো মাধুরীর কথা— ধনা সিংগির মেয়ের কথা।"

ঠাকুরঝি বলিলেন,—"কে জানে বউ! তা আর যাবে না ? ও মা, বুড়া মেয়েটাকে আইবুড়ো ক'রে রাখা কি গো ? ছোঁড়ার আর দোষ কি ভাই ?"

"ছোঁড়ারই বা দোষ নেই কেমন ক'রে বলি ? তুই বাপু বিধবার ছেলে—তোর বাপ কত ধার্ম্মিক লোক ছিল—তোর কি কাজটা ভাল হ'ল ?"

"তা ধনা সিংগি ওদের ওপর কি অত্যোচারটাই কর্‌ত"—

"তা হ'লে ভাই, ওর কি কুলে কালি দিতে হয় ? বল্ ত ভাই তিলি বউ।"

তিলি বউ আরম্ভ করিলেন। তিনি বহুদিন জানিতেন। ও সব কি আর গোপন করা যায়? পরের কথায় আন্দোলন নীতি-বিগর্হিত বলিয়াই তিনি এতদিন কাহাকেও সে কথা বলেন নাই।

একে একে আরও সাক্ষ্য জুটিল। শেষে সপ্রমাণ হইল, উত্তমপুরের সকল গৃহিণীই মুরলী ও মাধুরীর গুপ্ত প্রণয়ের কথা বিদিত ছিল।

হিমুর মা বলিলেন,—"ওরে ভাই, সেই চিরকেলে কথা—যার বুকে হাঁড়ি জ্বলে, সেই কেবল টের পায় না!"

কিন্তু ইঁহারা যাহা খুঁজিতেছিলেন, তাহা পাইলেন না। মুরলীর মাতা বা ধনপতির পরিবারের কোন লোক পূজার তিন দিন চণ্ডীতলায় আসিল না।

গ্রামের পুরুষদিগের মধ্যে দুই এক জন আত্মীয়তা করিতে ধনপতির বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইল। সকলেরই প্রাণের হাসি চক্ষে খেলিতেছিল। মুখে সকলেরই বিষাদের ভাব। ঘোষাল মহাশয় ধনপতির সরকারকে বলিলেন,—"ধনপতি কোথা?"

সরকার বলিল,—"বাবুর বড় বিপদ্, তিনি কাটোয়া গেছেন।"

"হ্যাঁ! পূজার সময় কাটোয়া! কি এমন বিপদ্ হ'ল?"

"আজ্ঞে, তাঁর কন্যার—"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সকলে সমস্বরে বলিল,—"আঁা! আঁা, কন্যা! মাধুরী!"

সরকার বুঝিল যে, প্রকৃত কথাটা শুনিবার জন্য তাহাঁদের প্রাণ নাচিতেছে। লোকটা রসজ্ঞ। একটু রঙ্গ করিবার জন্য বলিল,—"জানেন তো, বাবুর ঐ একমাত্র কন্যা—যেমন রূপ, তেমনি গুণ—"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—"হঁ্যা, তার আর কথা আছে! আহা, মাধুরী যেন লক্ষ্মী—সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।"

সরকার বলিল,—"আহা! লক্ষ্মী ব'লে লক্ষ্মী? সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। আর লক্ষ্মীই বা কেন? লক্ষ্মী, সরস্বতী, ভগবতী, কালী, কাত্যায়নী—"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় একটু রসিক। তিনি বলিলেন,—"অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী—"

সেনজা বলিলেন,—"এক কথায় চালচিত্তির। চালচিত্তিরে যত দেবী থাকেন, একাধারে সব।"

সরকার বলিল,—"আহা, সেই মেয়ে—"

জয় জগদম্বা! সকলের হৃদয় নাচিয়া উঠিল। মন আর ধৈর্য্য ধরে না, এইবার শুনিবে। সেই কথা. ধনপতির নিজের সরকারের মুখে। মা চণ্ডী! তুমিই সত্য।

সরকার ইহাঁদের মনোভাব বুঝিল। সে বলিল,—"শুনেছেন, ললিত রায়ের ভাই মুরলী পালিয়েছে—"

জয় কালী! আর এক মিনিট! মন রে, ধৈর্য্য ধর—স্থির হও।

সরকার বলিল,—"যাক্ তার কথা। সে পাষণ্ড—বদমায়েস—"

আগন্তুকেরা সমস্বরে বলিল,—"নরাধম, পাপী—"

সরকার বলিল,—"যাক্ তার কথা—"

সেনজা বলিল,—"হাঁ, যাক্। সে চুলোয় যাক্। কাজ কি পরের কথায়? তা বল্‌ছিলে, সিংগি মশায়ের মেয়ের কথা—মাধুরীর কথা।"

সরকার বলিল,—"হ্যাঁ, আমাদের মাধুরী। মাধুরীকে নিয়ে বাবুর বড় বিপদ্—"

আর এক মুহূর্ত্ত। আগন্তুকেরা অধীর হইয়া উঠিল।

সরকার বলিল,—"বড় বিপদ্। মাধুরী একেবারে মরণাপন্ন—"

সেনজা বলিল,—"হ্যাঁ, মরণাপন্ন!"

সরকার বলিল,—"হ্যাঁ, মরণাপন্ন। শূলের ব্যারাম। বাবু তাঁকে নিয়ে—"

কি ভীষণ নৈরাশ্য! সকলে বুঝিল, সরকার প্রতারণা করিতেছে। মনিবের কুলের কথা কি আর মুখে বলিতে পারে?

সরকার বলিল,—"বাবু তাঁকে নিয়ে কাটোয়ায় চিকিৎসা করাতে গেছেন। তবে এ যাত্রায় মাধুরী রক্ষা পায় কি না সন্দেহ।"

আগন্তুকের দলকে ভগ্নহৃদয়ে ধনপতি সিংহের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতে হইল। ধনবান্ ধনপতি—তাহাদের সকলে তাহার নিকট ঋণগ্রস্ত। কিন্তু এই মিথ্যাকথায় সকলের মনের সন্দেহ অপনোদিত হইল।

সরকার একটি সত্যকথা বলিয়াছিল। প্রকৃতই ধনপতি কাটোয়ায় গিয়াছিল। তবে বৈদ্যের নিকট নহে, ফৌজদারের নিকট। মুরলীর নামে অভিযোগ করিয়া নবাব-সরকারে তাহাকে দণ্ডনীয় করিবার জন্য ধনপতি উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরামর্শ

"স্মরণ করেছ কেন?"

অনুপমা হাসিয়া বলিল,—"কাজ আছে তাই। আগে কিছু ভোজন কর।"

বিজনবিহারী ভোজন করিল। যুবতী অনুপমা বড় যত্নের সহিত স্বামীকে ফল খাওয়াইল, মিষ্টান্ন খাওয়াইল। বিজনবিহারী তৃপ্তির সহিত আহার করিল।

অনুপমা বলিল,—"নৌকা থামাতে বল।"

নাবিকেরা গাহিতে গাহিতে বজরা টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। ভাঁটার টান উজাইয়া নৌকা চলিতেছিল—ঢেউগুলা নৌকার সাম্‌নে তাহার গতিরোধ করিবার জন্য আছাড়িতেছিল—চলৎ-চলৎ করিয়া শব্দ হইতেছিল। নদীর পূর্ব্বদিকের ঘন আমগাছের সবুজ পাতার গোলকধাঁধায় প্রভাতী রবির কিরণগুলা পথ হারাইয়া গিয়াছিল। মাছরাঙ্গাগুলা বিকট চীৎকার করিতেছিল। আমগাছের মগ্‌ডালে বসিয়া হোরিয়াল কপোত ডাকিতেছিল। বন-বেলার মুখের দিকে চাহিয়া ভোম্‌রা ভোঁ ভোঁ করিতেছিল। বাহিরে চাহিয়া বিজনবিহারী বলিল,—"এখানটা বড় জঙ্গল। আর ঘণ্টা খানেকের মধ্যে যাজনপুরে পৌঁছে যাব। সেখানে কালীমন্দির আছে।"

অনুপমা একটু ক্ষুণ্ণ হইল। সে বলিল,—"বেশ কথা।"

তাহার স্বরটা বিজনবিহারীর কানে কেমন বে-সুর বলিয়া মনে হইল। প্রেমিক না হইলে এতটুকু অভিমানের সুর ধরিতে পারে না। তাড়াতাড়ি নৌকার বাহিরে গিয়া বিজনবিহারী সকল নৌকা সেইখানে বাঁধিতে অনুমতি দিলেন।

অনুপমা স্মিতমুখে স্বামীর হাত ধরিয়া তাহার চক্ষের দিকে চাহিল। সুন্দরীর চক্ষের ভিতর দিয়া যেন কৃতজ্ঞতার ভাগীরথী বহিয়া যাইতেছিল। বিজনবিহারী বিচলিত হইল। সে বলিল,—"আচ্ছা, এবার কি হুকুম, বল।"

অনুপমা হাসিল। সে বলিল,—"আমি তোমায় বড় জ্বালাই, নয় ?"

বিজনবিহারী সস্নেহে বলিল,—"বাজে বকো না। এখন কি ব্যাপারটা বল।"

অনুপমা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—"ফিরে যেতে হবে।"

বিজনবিহারী বলিল,—"ফিরে যেতে হবে ? ফিরেই তো যাচ্ছি।"

"না, দেশে না। উত্তমপুরে। কা'ল যেখানে নৌকা বেঁধেছিলে।"

"কেন ?"

যুবতী ইতস্ততঃ করিল। সে স্বামীর মুখে বিস্ময়ের লক্ষণ দেখিল। একটু হাসিয়া বলিল,—"কা'ল তোমার অনুমতি না নিয়ে নির্ব্বোধের মত এক কাজ করেছি।"

বিজনবিহারী বলিল,—"মেয়েমানুষ চিরকাল নির্ব্বোধের মত কাজ করে। আবার আমরা এই নির্ব্বোধের হুকুমও অমান্য কর্‌তে পারি না।"

উভয়ে হাসিল। বিজনবিহারীর চক্ষে অনুপমাকে এবার বড় সুন্দরী দেখিতে হইল। সুন্দরী দেখিতে হইল তাহার চাঞ্চল্যের জন্য। সে শান্তমুখ বড় কমনীয়, বড় স্বর্গীয় প্রভায় উদ্ভাসিত। সে অনিন্দ্য-সুন্দর মুখে পুরুষকে উত্তেজিত করিবার নষ্টামীটুকু ছিল না বলিয়া, এক এক সময় যুবক বিজন-বিহারী অনুপমাকে আদৌ সুন্দরী বলিয়া মনে করিত না। সে বলিত, চাঞ্চল্যই স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য। অনুপমাকে বিধাতা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিয়া গড়িয়াছিলেন; কিন্তু সে পুত্তলিকায় তিনি প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, ইহা ভাবিয়া বিজন-বিহারী সময়ে সময়ে দুঃখিত হইত। সে ভাবিত, অনুপমার রূপ পূজা গ্রহণ করিবার, তাহা প্রাণ মাতাইবার নহে। তাই তাহার চাঞ্চল্য বিজনবিহারীর বড় ভাল লাগিল।

লজ্জায় নানাপ্রকার মুখভঙ্গী করিয়া যুবতী স্বামীকে ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিল। গত রাত্রে ঠিক নৌকা ছাড়িবার কিছু পূর্ব্বেই তিনি দেখিলেন, তাঁহাদের দুইজন অনুচর একটি কিশোরীকে বহন করিয়া নৌকার দিকে লইয়া আসিতেছে। তিনি দাসী দ্বারা তাহাদিগকে ডাকাইয়া মূর্চ্ছিতা কুমারীটিকে আপনার নৌকায় তুলিয়া লইয়াছেন। তিনি অনুচর দুই জনের নিকট শুনিয়াছিলেন যে, একদল দস্যু গ্রামের প্রান্তে বালিকাকে লইয়া পলাইতেছিল, তাহারা তাহাদিগের নিকট হইতে

তাহাকে কাড়িয়া তাঁহারই নিকট লইয়া আসিতেছিল। বালিকা তখন মূর্চ্ছিতা। তাহার শুশ্রূষা করিতে ব্যস্ত ছিল বলিয়া অনুপমা স্বামীকে কোন সংবাদ দিতে পারে নাই।

বিজনবিহারীর মুখ বড় গম্ভীর হইল। সে চিন্তা করিয়া বলিল,—"এত বড় ব্যাপারটা হয়ে গেল, আমায় খবর দিলে না ?"

অনুপমা বলিল,—"কি ক'রে খবর দেব ? তখনই নৌকা ছেড়ে দিলে। আর শুশ্রূষা না করলে মেয়েটা একেবারে মারা পড়্ত।"

বিজনবিহারী বলিল,—"এখন উপায় ?"

অনুপমা বলিল,—"উপায় তার বাপের কাছে তাকে ফেরত নিয়ে যাওয়া।"

অন্যমনস্কভাবে বিজনবিহারী বলিল,—"কোথা তার বাপ ?"

অনুপমা বলিল,—"তার জ্ঞান হ'লে সে বলে যে, তার বাড়ী উত্তমপুরে। বাপেরও নাম বলেছে।"

বিজনবিহারী একটু চিন্তা করিল। অনুপমার মুখ পূর্ব্বের মত শান্তভাব ধারণ করিয়াছিল। সে আপনাকে অপরাধী মনে করিতেছিল। বিজনবিহারী বলিল, "বাপের নাম কি বল্লে ?"

অনুপমা বলিল,—“ধনপতি সিংহ।”

বিজনবিহারী চমকিয়া উঠিল। ধনপতি সিংহ! মুরলীর উত্তমর্ণ দুর্দ্দান্ত ধনপতির একমাত্র কন্যা তাহার তরণীতে বন্দিনী। কি ভাগ্যচক্র, কি বিধাতার লীলা! সে এবার আরও গম্ভীর হইল। তাহার প্রশস্ত ললাটে তিনটি সরল রেখা লক্ষিত হইল। অধর কামড়াইয়া ধরিয়া বিজনবিহারী চিন্তা করিতে লাগিল। স্বামীর এতটা চিন্তার কারণ অনুপমা কিন্তু বুঝিতে পারিল না। সে স্বামীর স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিল,—“যাও, অতটা ভাব্‌বার কোন কারণ নেই।”

বিজনবিহারী যেন স্বপ্নোত্থিতের মত তাহার মুখের দিকে চাহিল। নিমেষে হাসিয়া বলিল,—“এখন উত্তমপুরে ফিরে যাওয়া হ’তে পারে না।”

অনুপমা বলিল,—“কেন?”

বিজনবিহারী তাহাকে কারণ বুঝাইয়া দিল। এখন দক্ষিণে বাতাস কাটাইয়া উত্তমপুরে যাইতে অন্ততঃ দুই দিন সময় লাগিবে। এত দিনে এ ব্যাপার ফৌজদার, কোতোয়ালের কানে উঠিয়াছে। বিদেশে তাহার কোনও প্রতিপত্তি নাই। এখন তাহার নৌকায় বালিকাকে দেখিলে লোকে সন্দেহ করিবে, তাহারা বিপদে পড়িবে। এখন বালিকা মোমিনবাগে চলুক, তাহার পর লোক পাঠাইয়া সংবাদ দিয়া

বালিকার পিতাকে নিজের দেশে আনাইয়া বালিকাকে প্রত্যর্পণ করাই যুক্তিযুক্ত।

বলা বাহুল্য, ইহাতে অনুপমা ঘোরতর আপত্তি করিল। মাধুরী স্বয়ং আত্মীয়-স্বজনকে তাহাদের করুণার কথা জানাইলে, কেন তাহারা বিপদে পড়িবে, তাহা অনুপমা আদৌ বুঝিতে পারিল না। স্বামি-স্ত্রীতে অনেক তর্ক-বিতর্ক হইল। শেষে বিজনবিহারীর রায় বাহাল রহিল। নৌকার নঙ্গর তুলিয়া নাবিকেরা পাল তুলিয়া দিল। দক্ষিণ-বাতাসে নৌকা বেগে ছুটিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সপ্তমী রজনী

সপ্তমীর প্রায় সমস্ত দিন মুরলী বিজনবিহারীর সহিত এক প্রকোষ্ঠে কাটাইল। নানারূপ কথাবার্তা গল্পগুজবে সময়াতিবাহিত করিয়া মুরলী একটু সুস্থ বোধ করিতে লাগিল। শোকের কথা আলোচনা করিয়া, মনের সহিত তর্ক করিয়া কেহ পরিত্রাণ পায় না। শোকের বিষয় হইতে উঠাইয়া লইয়া

মনের বেগ অপর বিষয়ে নিক্ষেপ করিতে না পারিলে, শোকে শান্তি পাওয়া দুরূহ। কেহ শোকের সময় ঈশ্বরে মন সমর্পণ করিয়া শান্তি পায়, কেহ বন্ধু-বান্ধবের সহিত ক্রীড়া-কৌতুকে মনোনিবেশ করিয়া দারুণ শোক ভুলিতে পারে। সমস্ত দিন ভাগীরথী-বক্ষে ভাসিতে ভাসিতে তরণী-স্বামীর সহিত সরল-ভাবে নানা-বিষয়ক কথাবার্ত্তা কহিয়া মুরলী গৃহের কথা এক প্রকার ভুলিয়াছিল। কিন্তু রাত্রে নিজের প্রকোষ্ঠে শয়ন করিতে গিয়া মুরলীমোহন আবার পুরাতন চিন্তার কবলে পড়িয়া দগ্ধ হইতে লাগিল। তাহার উপর তাহার মাতা ও অগ্রজের উপস্থিত শোকের কথা উপলব্ধি করিয়া মুরলী বড় কাতর হইল। কেন যৌবনসুলভ অবিমৃষ্যকারিতার বশবর্ত্তী হইয়া সে এমন কার্য্য করিল? বড় ভীষণ আত্মগ্লানিতে যুবক পীড়িত হইল।

মাধুরী অনুপমার প্রকোষ্ঠে শয়ন করিয়াছিল। অনুপমা নিদ্রা যাইতেছিল। মাধুরীর তরুণ হৃদয় দুরু-দুরু কাঁপিতেছিল। কি যন্ত্রণা! কি বিপদ্! রাত্রের সেই কৃতান্ত-সদৃশ দস্যু দুই-টার কথা স্মরণ করিয়া মাধুরী কাঁপিয়া উঠিল। তাহারা তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া গবাক্ষ দিয়া তাহাকে নামাইতে-ছিল। তাহার পর তাহার সংজ্ঞালোপ হইয়াছিল। জ্ঞান হইলে তরণীতে সে দেবী-মূর্ত্তি দেখিয়াছিল। মাধুরী চাহিয়া

দেখিল, নৌকার গবাক্ষ দিয়া গৃহে চাঁদের আলো প্রবেশ করিতেছিল। কি শান্ত মুখশ্রী! কি স্বর্গীয় আলোকে অনুপমার মুখখানি উদ্ভাষিত। মাধুরীর এ বিপদে একমাত্র অনুপমা বন্ধু রক্ষয়িত্রী, দেবী।

সপ্তমী রাত্রিতে কেবল যে ইহারা দুইজন চিন্তামগ্ন ছিল, তাহা নহে। উদ্যমপুরের জীর্ণ কক্ষে বসিয়া মুরলীর মাতা কাঁদিতেছিলেন। বিধবা নানা কারণে কাঁদিতেছিলেন। তিনি বিচার করিতেছিলেন, মুরলী প্রলোভন দেখাইয়া মাধুরীকে বশীভূত করিয়াছিল, না মাধুরী ইন্দ্রজাল-সাহায্যে তাঁহার নির্মল-চিত্ত যুবক সন্তানকে করায়ত্ত করিয়া দেশত্যাগী হইয়াছিল? অমন পিশাচ পিতার কন্যার পক্ষে কুহক-বিদ্যা আয়ত্ত করা আদৌ অসম্ভব নহে। আর মুরলীর অমন ইন্দ্রের মত রূপ দেখিয়া কেনই বা কুহকিনীর লোভ না হইবে? উঃ! কি পিশাচিনী! কুল-মান ত্যাগ করিয়া, দরিদ্র বিধবার স্নেহের কুমারকে হরণ করিয়া, শেষে তাহাকে অনুতাপ করিতে হইবে, মরণের পরে যম-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, তাহা তিনি বেশ কল্পনা করিতেছিলেন। কিন্তু মুরলীর কেন মতি-গতি এমন হইল? সে অমন বংশে জন্মলাভ করিয়া কেন মাধুরীর রূপ-মোহে আকৃষ্ট হইল? বিধবা আর ভাবিতে পারিলেন না, আর বিচার করিতে পারিলেন না। নয়নের জলে সকল শোক ভাসাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

সপ্তমী রজনীতে ধনপতি সিংহ একমাত্র অনুচর লইয়া কাটোয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল। জ্যোৎস্নালোকে পথ চলিতে চলিতে ধনপতি দেখিল, দুইজন লোক তাহার অনুসরণ করিতেছে। ধনপতির বুক কাঁপিয়া উঠিল। গ্রাম হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে ধনপতি একটু স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তাহার অনুচর ব্যাপারটা বুঝিয়া প্রভুর সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। যাহারা অনুসরণ করিতেছিল তাহারা কিন্তু থামিল না; গম্ভীরভাবে নিকটে আসিয়া ধনপতিকে অভিবাদন করিল। ধনপতি বুঝিল, ব্যক্তিদ্বয় পাঠান। তাহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল।

পাঠানদ্বয় অতি মোলায়েম-ভাবে ধনপতির কুশল জিজ্ঞাসা করিল। বলা বাহুল্য, ধনপতির বাক্যস্ফূরণ হইল না। একজন পাঠান বলিল,—"বাবু, দেরী হ'চ্ছে। পাঁচ টাকা রেখে বাকী যা আছে সমস্ত দিন।"

ধনপাতি ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তাহার অনুচর একটু দৃঢ়তার সহিত বলিল—"যাও, এখনি চীৎকার করিব।"

দ্বিতীয় পাঠানের হস্তের সহিত তাহার স্কন্ধের পরিচয় হইল। ভৃত্য বসিয়া পড়িল। ধনপতি পাঠানদের আজ্ঞা-পালন করিল। মনে মনে শপথ করিল, ইহা সুদ-সমেত মুরলীর নিকট হইতে আদায় করিবে।

দস্যুরা চলিয়া গেল। নবাবী আমলে এরূপ কার্য্য আদৌ বিস্ময়কর ছিল না। কিন্তু ধনপতির ভাগ্যে অমন বিপদ্ পূর্ব্বে ঘটে নাই। তাহার নিয়তি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার উপর শনির দৃষ্টি পড়িয়াছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কারণ-নির্ণয়

হেম পিঞ্জরে আবদ্ধ বিহঙ্গম। কত সোহাগ, কত যত্ন, কত বিভব, কত সৌন্দর্য্য—তবু পক্ষী আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করে না; পিঁজরার ভিতর হইতে মুক্ত আকাশের দিকে চাহিয়া থাকে, নব কিশলয়ের জন্য তাহার প্রাণ কাঁদে, হরিত পুষ্পের হাসিটুকুর জন্য প্রাণ গুমরিয়া উঠে, বর্ষার নদীর ঘোলা জলের কথা মনে হইলে তাহার সুবর্ণ পাত্রের স্বচ্ছ সলিল হলাহল বলিয়া প্রতিভাত হয়। অনুপমার স্নেহ, বজরার সাজসজ্জা ভাগীরথীর কলগীতি-রব মাধুরীর প্রাণে মোটেই শান্তি দান করিল না। মাধুরী যে বন্দিনী সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল না। নৌকা ফিরাইয়া তাহাকে পিত্রালয়ে প্রত্যর্পণ

করিতে গেলে বিজনবিহারীকে বিপদগ্রস্থ হইতে হইবে সে কথা সে কোনপ্রকারে বিশ্বাস করিতে পারিল না। অনুপমা বিজনবিহারীর ষড়যন্ত্রের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ছিল কিনা তাহা সে নির্ণয় করিতে পারিল না। কিন্তু তরণী-স্বামী যে মিথ্যাকথা বলিয়া তাহাকে তরণীর মধ্যে বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছিল, সে ধারণায় সুন্দরীর কুঞ্চিত-কেশদাম-শোভিত মস্তকটি পূর্ণ ছিল। যে দুর্বৃত্তেরা তাহাকে পিতৃগৃহ হইতে বন্দী করিয়া আনিয়াছিল, তাহারা বিজনবিহারীর ভৃত্য কি না, মাধুরী তাহাও বুঝিতে পারিল না। সাত পাঁচ ভাবিয়া মাধুরীর প্রাণের ভিতর হইতে দীর্ঘশ্বাস উঠিল। তাহার সফরীনেত্র অশ্রুভারাক্রান্ত হইল।

মাধুরী ক্রন্দন করিতে পারিল না। অনুপমা আসিয়া তাহার কাঁধ ধরিল। মাধুরী একটু সামলাইয়া বলিল,—"দিদি, এটা কোন্ জায়গা ?"

অনুপমা বলিল,—"নাম তো ভাই জানি না। গ্রামটি কিন্তু বেশ।"

তরণীর গবাক্ষ দিয়া তাহারা গ্রামের গাছপালা দেখিতেছিল। যেখানে তাহাদের নৌকা বাঁধা ছিল, তাহার অদূরে স্নানের ঘাট। গ্রাম্যবধূরা বিজয়া-দশমী উপলক্ষে গঙ্গায় স্নান করিতে আসিয়া তরণীগুলির শোভা দেখিয়া চমৎকৃত

হইল। তাহারা নৌকার সেই ললনা-মূর্ত্তি দু'টি দেখিলে আরও বিস্মিত হইত। অনুপমার পূর্ণ যৌবন—কি শান্ত মধুর রূপরাশি! আর যৌবনের দ্বারে দাঁড়াইয়া বিষাদিনী মাধুরী তেমনি রূপের ডালি মাথায় করিয়া ঝলসিতেছিল।

অনুপমা হাসিয়া বলিল,—"দেখ্ ভাই, ঐ ছোট বউটি কেমন ঘোমটা দিয়ে স্নান কর্‌ছে।"

মাধুরী ক্ষণেকের জন্য হাসিল। সে হাসি বড় উন্মাদক। তখনই হাসি চাপিয়া মাধুরী বলিল,—"আজ বাড়ী থাক্‌লে—"

সম্মুখের পথে চাহিয়া মাধুরী বিস্মিত হইল। তাহার হাত-পা কাঁপিতেছিল। সর্ব্বশরীর হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল। তখন সে বুঝিল—স্পষ্ট বুঝিল, কেন সে বন্দিনী।

অনুপমা তাহার অবস্থা দেখিয়া বড় ভীতা হইল। গবাক্ষ দিয়া সম্মুখে চাহিয়া দেখিল, তাহার স্বামী স্মিতমুখে একটি অপরিচিত যুবকের সহিত কথা কহিতে কহিতে আসিতেছে। মুরলীমোহনকে অনুপমা পূর্ব্বে দেখে নাই। তাহার স্বামীর সহিত এই অপরিচিত যুবককে দেখিয়া অনুপমা একটু বিস্মিত হইল। সে মাধুরীকে ধরিয়া বলিল,—"মাধুরি, মাধুরি—"

মাধুরী কথার উত্তর দিল না। চাঁপাফুলের মত তর্জ্জনীটি লইয়া অধরোষ্ঠ চাপিয়া ধরিল। তাহার দৃষ্টি ছিল মুরলী-মোহনের উপর। দেহের সমস্ত রুধির-স্রোত ছুটিয়া তাহার

মুখখানিকে সিন্দুরবর্ণে রঞ্জিত করিল। বিজনবিহারী ও মুরলীমোহন নৌকার নিকট আসিল।

বিজনবিহারী বলিল,—"যদি এইখানে ধনপতি সিংকে পাও?"

অবশ্য সে সন্দেহ করে নাই যে, নিশ্বাস চাপিয়া দুইজন ললনা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছে।

মুরলী বলিল,—"টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে তাকে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে—"

মাধুরী আর শুনিতে পারিল না। তাহার চক্ষে সমস্ত জগৎটা নাচিতে লাগিল। সুন্দরী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

বিস্মিতা অনুপমা তাহাকে সস্নেহে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কাজীর বিচার

ভাগীরথী-তীরে দাঁড়াইয়া মুরলীমোহন যখন ধনপতি সিংহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিবার সদিচ্ছা প্রকাশ করিয়া তাহার কন্যাকে মূর্চ্ছিত করিল, সে সময় স্বয়ং ধনপতি সিংহ

অক্ষত-দেহে কাটোয়ার ফৌজদারের সহিত মুরলীমোহন সম্বন্ধেই কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। তস্করের অনুগ্রহে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া ধনপতিকে কাটোয়ার বন্ধুর নিকট ঋণ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কি বিধি-বিড়ম্বনা! কন্যাশোক ভুলিয়া ধনপতি ক্রোধে দগ্ধ হইতেছিল। সে যথাসাধ্য উপঢৌকন লইয়া ফৌজ-দার সাহেবের দ্বারস্থ হইয়াছিল। অনেক বাদানুবাদের পর ফৌজদার সাহেব বলিলেন,—"আসামী কোথায় আছে, সে সন্ধান তোমায় আন্‌তে হবে।"

ধনপতি বলিল,—"সেইটাই তো শক্ত কাজ।"

ফৌজদার বলিলেন,—"আমি হুলিয়া ক'রে দিতে পারি। নবাব বাহাদুরের অধীনে যত কোতোয়াল আছে, সকলের কাছে সংবাদ পাঠাতে পারি, গ্রামে গ্রামে প্রচার কর্‌তে পারি যে, তোমার কন্যার সন্ধান পেলে তাকে ধ'রে আন্‌বে, যার অধীনে সে থাক্‌বে, সে লোককেও ধ'রে আন্‌বে।"

কথাটা ধনপতির আদৌ মনোনীত হইল না। ইহাতে তো কেবল তাহার বংশের কলঙ্ক-কাহিনীটা গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হইবে মাত্র। তাহার প্রতিহিংসা-নিবৃত্তির তো ইহা প্রকৃষ্ট উপায় হইতে পারে না। এখন কন্যা অপেক্ষা মুরলীমোহনকে পাইবার বাসনাই তাহার হৃদয়ে অধিক প্রবল হইয়াছিল। কিন্তু কাটোয়ার ফৌজদার সৃষ্টিছাড়া লোক।

সে প্রমাণ ব্যতীত মুরলীমোহনকে গ্রেপ্তার করিবার অনুমতি প্রদান করিতে একেবারে অসম্মতি প্রকাশ করিল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ধনপতি সিংহ ফৌজদার সাহেবের কাছারী ছাড়িয়া কাজী সাহেবের আদালতে সমাসীন হইল।

কাজীর বিচারে ধনপতি আশানুরূপ সুফল লাভ করিল। সুদে ও আসলে মুরলীর পিতার ঋণের আয়তন বেশ পুষ্ট হইয়াছিল। কাজীর বিচারে ধনপতি সিংহের মনের বাসনা পূর্ণ হইল। সে মুরলীমোহনের ভদ্রাসন-বাটী দখল করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইল। সে এতদিন যাহা খুঁজিতেছিল, তাহা পাইল। শোকের উপর প্রতিহিংসা। কি অমোঘ ঔষধ! ধনপতি শোক ভুলিল। নূতন উৎসাহে কাটোয়া ছাড়িয়া স্বীয় গ্রামে যাত্রা করিল।

নবম পরিচ্ছেদ

রমণী-বৃত্তি

অনুপমা জানিত না যে, মুরলীমোহন মাধুরীর এক গ্রামের লোক। কয়েকদিন সে মুরলীমোহনকে নৌকায় দেখিতেছিল

বটে, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে স্বামীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে নাই। এ কয়েক দিন অতি অল্পক্ষণই সে বিজন-বিহারীর সাক্ষাৎ পাইয়াছিল। অকস্মাৎ তাহাদিগকে দেখিয়া কেন মাধুরী মূর্চ্ছিতা হইল, সে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সুস্থা হইয়াও মাধুরী কোন কথা বলিল না। অনুপমা কৌতূহলাক্রান্তা হইল। এ রহস্য ভেদ করিবার জন্য তাহার রমণীহৃদয় বড় অস্থির হইল। কেন যুবতী মূর্চ্ছিতা হইল? তাহার স্বামীকে দেখিয়া? দেবরাজকান্তি বিজনবিহারী তো কাহারও প্রাণে ভীতিসঞ্চার করিতে পারে না। তবে কি তাহার স্বামীর রূপে—না না, তাহা হইতে পারে না। তবু অনুপমার হৃদয়টা যেন স্তম্ভিত হইল। সে মাধুরীর মুখের দিকে চাহিল। মাধুরী অনিন্দ্যসুন্দরী। তাহার রূপ বড় উত্তেজক—পুরুষ মজাইবার। বিজনবিহারী তাহাই চাহে। তবে কি অজ্ঞাতকুলশীলা সুন্দরীকে আশ্রয় দান করিয়া অনুপমা অন্যায় করিয়াছে? সে আবার মাধুরীর নয়নের দিকে চাহিল। অনর্থকর চক্ষু—কিন্তু সরলতায় পূর্ণ। রমণী প্রেমের নিশানা বুঝে, প্রেমের চাহনী ধরিতে পারে। মাধুরী কুরঙ্গিণীর মত ভীত হইয়াছিল। তাহার চক্ষে সন্দেহের ছায়া ছিল। অনুপমা আবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মাধুরি কেন ভয় পেয়েছিস ভাই?"

তাহারও প্রতি যেন মাধুরী, সন্দিগ্ধ। সে বলিল,—"ভয় পাই নি দিদি।"

"ভয় পাস্‌নি? তবে মূর্চ্ছা গেলি?"

"বিজয়া-দশমী! দিদি, তাই বাড়ীর কথা ভেবে।"

অনুপমা তাহার চক্ষের ভিতর দিয়া মাধুরীর হৃদয়ের অন্তস্তল অবধি দেখিতে পাইল। মাধুরী কি একটা কথা গোপন করিতেছিল। কথাটা কি, তাহা সে বুঝিতে পারিল না, পুরুষ হইলে মাধুরীর কথায় সন্তুষ্ট হইত, অন্ততঃ আর তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিত না। কিন্তু স্ত্রীলোক অপর উপাদানে গঠিত। অনুপমা বলিল,—"ছিঃ ভাই মাধুরি! আমার সঙ্গে ছলনা কর্‌ছিস্?"

মাধুরী তাহার কথার উত্তর দিল না, গবাক্ষ দিয়া ভাগীরথীর উর্ম্মিমালার ক্রীড়া দেখিতে লাগিল। অনুপমা তাহার চিবুক ধরিয়া বলিল,—"মাধুরি!"

মাধুরীর চক্ষে জল আসিল; কিন্তু মুখে কথা আসিল না। অনুপমা বলিল,—"ওঁর সঙ্গে ও লোকটি কে ভাই?"

মাধুরী তাহার চক্ষের দিকে চাহিল। একটা অব্যক্ত ভাব তাহার চক্ষে ভাসিতেছিল। প্রেম? অনুপমা বুঝিতে পারিল না। লজ্জা? হইতে পারে। আবার অনুপমা ঠকিল। নারীবৃত্তি তাহার সহায়তা করিল না। কাতরতা? এটুকু অনুপমা বুঝিল,

মাধুরী কাতরা হইয়াছে। কথার উত্তর দিতে তাহার আদৌ বাসনা ছিল না। অনুপমা আবার সস্নেহে বলিল,—"মাধুরি!"

মাধুরী ধীরে ধীরে বলিল,—"কি জানি?"

অনুপমা কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। মাধুরী বুঝিল, অনুপমা বিরক্ত হইয়াছে। সে কেন তাহাকে সকল কথা বলিল না, তাহা সে আপনিই বুঝিতে পারিল না। অনুপমার নিকট মুরলীর পরিচয় দিতে কে যেন তাহাকে নিষেধ করিয়াছিল। অপর দস্যুর হস্ত হইতে অনুপমার ভৃত্যেরা তাহাকে রক্ষা করিয়াছিল, এ কথা মাধুরী বিশ্বাস করিতে পারিল না। তাহার মনে হইতেছিল তাহাদের কৃষ্ণকায় ভৃত্যই যেন তাহাকে পিত্রালয় হইতে চুরি করিয়া আনিয়াছিল। বিজনবিহারী তাহাকে তাহার পিতার নিকট প্রত্যর্পণ করিতেই বা অসম্মত হইল কেন? এত দিন এই সকল প্রশ্ন তাহাকে বড় চিন্তিত করিতেছিল। আজ সে সকল প্রশ্নের উত্তর পাইল। আজ সে বুঝিল, তাহার পিতার সহিত শত্রুতা করিয়া মুরলী বিজনবিহারীর সাহায্যে তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল। অনুপমা তাহার প্রকৃত অবস্থা জানিত কি না, তাহা সে নির্ণয় করিতে পারে নাই। তাহার নিকট এ সকল কথা বলিলে কোনও ইষ্টের সম্ভাবনা নাই। যুবতী কেবল তাহাই বুঝিয়াছিল।

কক্ষান্তরে গিয়া অনুপমা ক্ষান্ত হইল না। অপরিচিতের

সহিত স্বামীর কি সম্বন্ধ, তাহা জানিবার জন্য সে বড় ব্যগ্র হইল। মাধুরীর ব্যবহারে সে বড় ব্যথিত হইল। সে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিল।

মাধুরীর এক একবার সন্দেহ হইল। সামান্য মুরলীর কি সাধ্য বিজন-বিহারীকে হস্তগত করে। হয় ত সে জানে না, বজরায় মাধুরী বাস করিতেছে। পরক্ষণেই সে স্মরণ করিল, মুরলী তাহার পিতাকে পাইলে টুকরা-টুকরা করিতে চাহে। বিজনবিহারী স্বয়ং তাহাকে ধনপতি সিংহের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। আর তাহার সন্দেহ রহিল না।

অনুপমা কিন্তু সে কথাগুলা মনোযোগ দিয়া শুনে নাই। সুতরাং সে কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারিল না।

দশম পরিচ্ছেদ

নিরাশ্রয়া

মানুষ যে স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করে, তাহাকে পাশব বলিলে, পশুজাতির বৃথা নিন্দা করা হয়। এক পশু অপর পশুর বাসস্থান অধিকার করিলে ঢাক-ঢোল

বাজাইয়া আনন্দধ্বনি করে না। ধনপতি সিংহ কিন্তু তাহা করিল, ঢক্কা-নিনাদ করিয়া ললিতমোহনের পরিত্যক্ত ভদ্রাসনের দখল লইল। ক্ষণিক অবসাদে সে কন্যাশোক ভুলিয়া গেল। নিজের কুলের কথা গোপন করিয়া সে কাটোয়া গিয়াছিল; সে কথাও সে একপ্রকার বিস্মরণ হইল। এখন তাহার পয়োমুখ বন্ধুরা তাহার উদ্যমপুর ত্যাগ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তখন সে আনন্দে অধীর হইয়া কাজী সাহেবের পরোয়ানা বাহির করিয়া তাহাদের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া বলিল,—"ফারসী পড়্‌তে পার দাদা? এইবার ঝাড়ে-বংশে ভদ্রাসন ছাড়্‌তে হবে।"

একজন বলিল,—"তবে যে শুন্‌লাম, তোমার মেয়ে—"

আত্মবিস্মৃত হইয়া ধনপতি বলিল,—"অ্যাঁ! অ্যাঁ! খবর পেয়েছ না কি? কোথা? কোথা?"

বন্ধুর আনন্দের সীমা রহিল না। সে যাহা খুঁজিতে-ছিল, তাহা পাইল। সে বলিল,—"মুরলীর খবর পেয়েছি। তা হ'লেই বুঝ্‌ছ তো দাদা!"

ধনপতির শীর্ণ দেহে অসুরের বল আসিল। সে তখনি বন্ধুর সহিত মুরলীর অনুসন্ধানে যাইতে স্বীকৃত হইল। অবশ্য, তাহার গুপ্ত কথা বাহির করিবার জন্য বন্ধু মিথ্যাকথা বলিয়াছিল। সে মুরলীর উপস্থিত সংবাদ দিতে পারিল না

তবে তুই এক দিনের মধ্যে সে পাকা খবর আনিতে প্রতিশ্রুত হইল। ধনপতি দ্বিগুণ উৎসাহে কাজীর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে বদ্ধপরিকর হইল।

ধনপতি যে কার্য্য সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছিল, আমরা তাহা বর্ণনা করিয়া পাঠকের চক্ষে অশ্রুধারা দেখিতে চাহি না। পৈতৃক বাসস্থান ছাড়িয়া মাতা ও সহধর্ম্মিণী সমভিব্যাহারে পথে চলিতে চলিতে ললিতমোহন কতবার আপনার মৃত্যুকামনা করিয়াছিল, তাহার অভাগিনী জননী স্থবিরা হইয়া কিরূপে শুষ্ক চক্ষে স্বামি গৃহ ত্যাগ করিয়াছিল, ললিতমোহনের যুবতী ভার্য্যা কিরূপে চোখের জলে ভাসিয়া আপনার আদরের পিত্রালয়ে যাত্রা করিয়াছিল, সে সকল কথা বর্ণনা করা অপেক্ষা অনুমান করা সহজ। নৃশংস ধনপতি কিন্তু তাহাদিগকে কেবল নয়নজলে গৃহ ছাড়িতে দেয় নাই। সে সেই সময় ঢাক-ঢোল-সানাই-নহবৎ আনিয়া তাহাদের বাটীতে বাজনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। মুরলী গৃহে থাকিলে ধনপতিকে সেই দিনই যমালয়যাত্রা করিতে হইত, ইহাতে সন্দেহ নাই।

অকস্মাৎ গৃহ ছাড়িয়া কোথায় আশ্রয় গ্রহণ করিবে, ললিত-মোহন তাহা স্থির করিতে পারিল না। উদ্যমপুরের কোনও গৃহস্থ তাহাদিগকে আশ্রয়দান করিয়া ধনপতি সিংহের অপ্রীতি-ভাজন হইবে না, সে কথা ললিতমোহন বিলক্ষণ বুঝিত

আর উত্তমপুরে বাস করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হইল না। এত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া সে গ্রামে রক্ত-মাংসের শরীর লইয়াই বা সে কেমন করিয়া বাস করিবে? বাহিরে ঢাকঢোল বাজিতেছিল, মাঝে মাঝে ধনপতি সিংহের গোমস্তা শীঘ্র তাহাদিগকে বাটী ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতেছিল। গ্রাম্যপথে প্রায় একশত নর-নারী, বালক-বালিকা রঙ্গ দেখিবার জন্য দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কাহারও এমন সাহস হইল না যে, দুর্ব্বৃত্ত ধনপতি সিংহের নৃশংসতার প্রতিবাদ করে। তাহাদের মধ্যে অনেকের প্রাণে ঘৃণার উদ্রেক হয় নাই, এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়, মানব-প্রকৃতির অযথা নিন্দা করা হয়। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের সনাতন প্রথানুসারে, অপরের উপর অত্যাচার হইলে, কেহ সহজে আপনার শিরে বিপদ্ টানিয়া লইতে চাহে না। অপরের দুর্দ্দশা দেখিয়া বাঙ্গালী ঘরে বসিয়া অশ্রুপাত করিতে পারে, কিন্তু কেহ অত্যাচারের বিরুদ্ধে হাত তুলিতে চাহে না। সকলে নৃশংস ব্যক্তিকে ঘৃণা করে, কিন্তু সহজে কেহ তাহার শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হয় না। ললিতমোহনকে সপরিবারে নিগৃহীত হইতে দেখিয়া উত্তমপুরের সকলেই ব্যথিত হইল, নীরবে দুই চারিজন ধনপতির দম্ভের জন্য তাহার অধঃপতন কামনা করিল, কিন্তু কেহ মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না যে,

তাহার পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার জন্য নরক নামক স্থানবিশেষে তাহাকে নানারূপ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

ললিত বলিল,—"কি হবে মা ?"

মাতা কোন কথা বুঝিলেন না। কেবল তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার চিন্তাশক্তি লোপ পাইয়াছিল। তিনি স্থবিরা হইয়া পুত্র ও পুত্রবধূর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মাধবী কাঁদিতেছিল। শাশুড়ীর সম্মুখেই স্বামীর গলা ধরিয়া কাঁদিতেছিল।

শারদীয় আকাশে দুই এক টুক্‌রা মেঘ আসিয়া জুটিতেছিল। প্রকৃতি কৃষ্ণবর্ণে আবৃত হইয়া আসিতেছিল। মাধবী বলিল,—"বাবার কাছে চল। আর এ গ্রামে থেকে কি হবে ? কোথায় থাক্‌ব ?"

ললিত বলিল,—"এই জল-ঝড়ে কেমন করেই বা নৌকায় যাই ?"

মাধবী শুনিল না, বাহিরের ঢক্কা-নিনাদ ক্রমশঃ অসহ্য বোধ হইতেছিল। সে স্বামীকে সম্মত করিল। তিনজনে জীর্ণ অট্টালিকা ছাড়িয়া বাহিরে আসিল। কড়-কড় শব্দে বজ্র হানিল। তাহাদের অট্টালিকার এক অংশ ভূমিসাৎ হইল। ঢাকের শব্দ থামিল, সানাইয়ের খাম্বাজ সুর বন্ধ হইল। দর্শক-

বৃন্দ ভয়ে পলাইল। কেবল তাহারা তিনজনে পশ্চাতে না চাহিয়া ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

কল্পনা

আর একদিন পরে বিজনবিহারী স্বগ্রামে পঁহুছিবে। স্বামি-স্ত্রীতে নৌকার প্রকোষ্ঠে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল। উভয়েরই অবসাদ আসিয়াছে; নৌকা হইতে নামিবার জন্য উভয়েই ব্যগ্র।

অনুপমা বলিল,—"আমার বিশ্বাস, মাধুরী মুরলীকে জানে। তুমি কি ঠিক জান, মুরলীর নিবাস নবদ্বীপে?"

বিজনবিহারী বলিল,—এ বিষয়ে আমার কাছে মিথ্যা ব'লে মুরলীর কি লাভ হবে, বল্‌তে পারি না।"

অনুপমা বলিল,—"কিন্তু বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। মুরলীর নামে মাধুরীর ভাবান্তর হয়।"

বিজনবিহারী হাসিয়া বলিল,—"হ'বার কথা। ছোক্‌রার বেশ চেহারা। তোমার অবধি না।—"

অনুপমা বিজনবিহারীর মুখ চাপিয়া ধরিল। কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল,—"ছিঃ, ও রকম জঘন্য রসিকতা—"

বিজনবিহারী বলিল,—"আচ্ছা, আর বল্‌ব না, কিন্তু যদি তোমার অনুমান সত্য হয়, তা হ'লে মুরলীর সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ে দেশে পাঠাব।"

উভয়ে খুব হাসিল। অনুপমার বড় রহস্য-বোধ হইল। উভয়ের ভাবী উদ্বাহে কি ফল হইবে, মাধুরীর পিতা জামাতা সমভিব্যাহারে কন্যাকে দেশে ফিরিতে দেখিলে কিরূপ কৌতুক বোধ করিবে, সে সম্বন্ধে কল্পনা চলিতে লাগিল।

অনুপমা বলিল,—"তুমি কি মুরলীর কাছে মাধুরীর কথা বলেছিলে ?"

"একবার নয়; অনেকবার।"

অনুপমা কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারিল না। তবে কি তাহার সমস্ত অনুমানটা নির্ভুল নহে ? তাহার স্বামী যে তাহার নিকট মুরলীমোহনের মিথ্যা পরিচয় দিয়াছিল, এ ধারণাটা সাধ্বী অনুপমার মস্তিষ্কে আদৌ প্রবেশ করিতে পারিল না। গৃহে পঁহুছিয়া সে স্বয়ং একবার উভয়ের মিলন ঘটাইয়া এ রহস্যের মীমাংসা করিতে মনস্থ করিল।

বিজনবিহারী বলিল,—"দেশে গিয়ে প্রথমেই তোমার

মাধুরীর একটা বন্দোবস্ত করিতে হবে। আমাদের ফৌজ-দারকে ব'লে তাকে নিজের গ্রামে পাঠিয়ে দিতে হবে।"

তাহার পিতাকে প্রথমে পত্র পাঠাইতে হইবে, উভয়ে সেই সিদ্ধান্ত করিল। কাহার দ্বারা পত্র পাঠাইতে পারা যায়, সে কথা লইয়াও বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। নবদ্বীপ হইতে তীর্থ-দর্শন করিয়া ফিরিতেছিল, এ কথা তাহাদিগের কথাবার্ত্তায় মোটেই বুঝিতে পারা যায় নাই। বিলাস-বর্দ্ধিত যুবক-যুবতী, কেবল ভ্রমণ করিবার জন্য তীর্থযাত্রা করিয়াছিল মাত্র। তখন বাঙ্গালী সমাজ দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ ছিল। জমিদারদিগকে প্রজা-রঞ্জন করিবার জন্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইত।

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

সন্ধান

"জয় রাধে! শ্রীরাধে! গৌর! গৌর!"

যুবতী ফিরিয়া চাহিল। বৈষ্ণবটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট সবল-দেহ। যুবতী তাহাকে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া দিল।

বৈষ্ণব বলিল,—"গৌর! গৌর! এখানে একটু আশ্রয় মেলে না?"

যুবতী পরিচারিকা। এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া আবার একটু ঘোমটা টানিয়া দিল। বৈষ্ণব তাহার কৃষ্ণ অধরে একটু হাসির রেখা দেখিল। বৈষ্ণবও একটু হাসিল। হাতের মালাটা ঝুলিয়া পড়িয়াছিল, ঘুরাইয়া মণিবন্ধে জড়াইয়া লইল। আর একবার চারিদিকে চাহিয়া বলিল,—"জয় রাধে! বিদেশী বৈষ্ণব—একটু আশ্রয়—"

পরিচারিকা প্রভুর রুদ্ধদ্বারের কড়া ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

কেন নাড়ে নাই, তাহা ভগবান্ জানেন। সে মৃত্তিকার পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কোথেকে আস্‌ছেন ?"

বাবাজী হাসিয়া বলিল,—"সে কথা পরে হবে এখন। একটু আশ্রয় না পেলে কি হবে ?"

যুবতী উপরের বাতায়নে দেখিল। কড়া নাড়িল না। ঘোমটাটা একটু খুলিয়া বাবাজীর মুখের দিকে চাহিল— "মুখপোড়ার মুখখানা মন্দ নয়।" যুবতী আবার ঘোমটা টানিল। এবার ব্রীড়া-নম্র সুরে বলিল,—"কোথা আছেন ?"

বাবাজী হাসিয়া বলিল,—"আছি এই পাড়ায় মঙ্গলা বৈষ্ণবীর বাড়ী—বেশ নির্জ্জন ঘরে। তা তোমার কাছে একটু দয়া—"

যুবতী বলিল,—"আমি যে পরের বাড়ী কাজ করি।"

বৈষ্ণব হাসিয়া বলিল,—"হরি! হরি! আপন পর মনে।"

গলির মোড়ে একটি লোক আসিল। পরিচারিকা কড়া নাড়িল—ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্। বাবাজী বলিল,—"জয় রাধে! মা গো, দু'টি ভিক্ষা পাই।"

লোকটা চলিয়া গেল। বাড়ীর মধ্যে পদশব্দ শুনা গেল। যুবতী বলিল,—"যাও, যাও এখন।"

বাবাজী হাসিয়া তাহার হস্তে রৌপ্য-মুদ্রা গুঁজিয়া দিল।

বলিল,—"মঙ্গলার বাড়ী। মাখনদাস বাবাজী। একবার এসো। কথা আছে।"

যুবতী ঘাড় নাড়িল। বাবাজী বলিল,—"সন্ধ্যার পর।"

বাবাজী দ্রুতপদে চলিয়া গেল। পরিচারিকা মুক্তদ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ করিল।

গৃহকার্য্য করিতে করিতে যুবতী তুলসী অনেকবার বাবাজীর কথা ভাবিল;—"মুখপোড়া প্রায় পনের দিন ধ'রে আমার সঙ্গ নিয়েছে। মর্ মুখপোড়া! মঙ্গলা মাগী না টের পায়। মর্ মাগী! খ্যাঙ্‌রা মেরে মুখ ছিঁড়ে দিতে হয়।"

তাহার পর তুলসী সুখের স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। পরের বাড়ীর দাসীর কার্য্য কি ভয়ঙ্কর! কি কষ্টের! তবে এ বাড়ীর মনিব ভাল। গৃহিণী রুগ্ন হইয়া শয্যাশায়ী ছিলেন—তবু তাঁহার স্বভাব খিট্‌খিটে নয়। তুলসী কাপড় কাচিতে কাচিতে আবার ভাবিল,—'তা ব'লে কি বাপু চিরকাল খেটে মরা যায়? একবার বিয়ে হয়েছিল—মিন্‌ষেকে দু'দিন বই চোখেও দেখিনি। এ মুখপোড়া কণ্ঠী বদল না ক'রে ছাড়্‌বে না। মর্ মুখপোড়া!'

তুলসী হৃষ্টপুষ্ট কৃষ্ণদেহে পুলক অনুভব করিল। বিবাহের পর তুলসী ছোট-খাট একটি সংসার পাতিবে, তুলসীর নিজের পুত্র-কন্যা জন্মিবে—কি আনন্দ!

"তুলসী! ও তুলসী!" মধুর-কণ্ঠে দিদিমণি তাহাকে ডাকিল। তুলসী উপরে ছুটিল।

মাখনদাস বাবাজী নবদ্বীপের তুই একটা গলি ঘুরিয়া বাসস্থানে ফিরিয়া গেল। তাহারও হৃদয় চিন্তাপূর্ণ, আশার মধুর বীণাধ্বনি তাহারও হৃদয়ে কল্পনার লহর তুলিতেছিল। সে ভাবিল,—"এবার ঠিক্ মেরেছি! বাবা! যাবে কোথা! হৃষ্টপুষ্ট চেহারা! বাড়ী থেকে বেরোয় না। হুঁ! বাড়ীতে একটা ছুঁড়ী আছে গোলাপ-ফুলের মত। এবার মেরেছি বাবা মেরেছি।"

মাখনদাস এক একবার কল্পনায় নৈরাশ্যের ভ্রূকুটি দেখিল—পেয়েছ? তোমার মাথা পেয়েছ। বাড়ীতে আরও লোক আছে। রোজ কবিরাজ কি কর্‌তে আসে? আর তারা বুঝি নবদ্বীপে থাক্‌বে? উত্তমপুরের এত কাছে?

মাখনদাস একটু বিচলিত হইল। এক আধটা নয়, পাঁচ পাঁচ শত মুদ্রা। মাখনদাস একেবারে গৃহস্থ হইতে পারিবে —চাষবাস করিয়া জীবনের স্রোত পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে পারিবে। সে আবার হিসাব করিতে বসিল—'সিঙ্গীর মেয়েটা সুন্দরী। এ মেয়েটা সুন্দরী। মুরলী ছোঁড়াটা হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল—ফুটফুটে চেহারা। এ ছোঁড়াটাও তেমনি ফুটফুটে

মোটা-সোটা। সিন্নীর মেয়ে হারিয়েছে চার মাস। এরা এখানে বাসা নিয়েছে প্রায় তিন মাস। হুঁ! সদাই দরজা বন্ধ! বেশ!'

সন্ধ্যার পূর্ব্বে এ বিষয় কিছু সিদ্ধান্ত হইল না। মাখনদাস তুলসীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সে আসিবে, তাহা মাখনদাস বুঝিয়াছিল। সে চক্ষের ভাষা বুঝিত।

রাত্রি প্রায় দ্বিতীয়প্রহরে তাহার বাটীর দ্বারদেশে মাখনদাস অবগুণ্ঠনবতীর সাক্ষাৎ পাইল। লজ্জায় তুলসী একপদ অগ্রসর হইতেছিল, দুইপদ পিছাইতেছিল। মাখনদাস তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া ঘরে লইয়া গেল। কম্পিতদেহে দুরু-দুরু-হৃদয়ে অভিসারিকা মাখনদাসের গৃহে প্রবেশ করিল। তাহার এই প্রথম অভিসার—সে ভয়ে কাঁপিতেছিল। মাখনদাস তাহাকে বসিবার আসন দিল। চকমকি দিল, কাঠ-কয়লা দিল, তামাক দিল। তুলসী তবু একটা কাজ পাইল—বাবাজীর জন্য তামাক সাজিতে লাগিল।

দুই একটা বাজে কথা কহিয়া বাবাজী বলিল,—"রাধে রাধে! তোমার মনিব-বাড়ী কে কে থাকে?"

তুলসীর পক্ষে সে কথা বলা নিষিদ্ধ। সে বলিল,—"তা সবাই আছে। কেন ডেকেছিলে?"

মাখনদাস বাবাজী মোলায়েম-ভাবে হাসিয়া বলিল,—

"ডাক্‌ব আর কিসের জন্যে? তুলসী! তোমার ও হাতে কি পরের বাড়ীর বাসন মাজা ভাল দেখায়?"

তুলসী লজ্জায় মাথার কাপড় টানিয়া দিল। মনে মনে প্রতীক্ষা করিতেছিল কখন্ "পোড়ারমুখো মিন্‌ষে" বিবাহের প্রস্তাব করে।

মাখনদাস বলিল,—"তুলসী! আর কেন মিছে খেটে মরা, চল, যত শীঘ্র পারি, আখড়ায় গিয়ে কণ্ঠী বদল ক'রে ফেলি।"

তুলসী নিস্তব্ধ রহিল। মাখনদাস একটু সরিয়া তাহার নিকটে বসিল। তুলসী একটু সঙ্কুচিতা হইল। মাখনদাস বলিল,—"কি বলিস্ তুলসী? সাধ হয় না? তোর বাবু কেমন থাকে, বল্ দেখি। আহা! তোদের গিন্নীটিও যেমন টুক্ টুকে।"

তুলসী জিব কাটিয়া বলিল,—"ও মা, ছিঃ ছিঃ! সে কি কথা? ওঁরা যে ভাই বোন্—"

মাখনদাস উচ্চহাস্য করিল। বলিল,—"ভাই বোন, ঠিক বলেছিস্। ভাই বোন্! আমরাও ভাই বোন্। কি বলিস্ তুলসী? ভাই বোন্।"

তুলসী মনে মনে বলিল,—"মর্ মুখপোড়া, বিয়েটা একবার হয়ে যাক্, তখন খেঙ্‌রা মেরে বিষ ঝাড়্‌ব। মুখ্‌পোড়া নেশা করেছে নাকি?"

মাখনদাসের আর সন্দেহ রহিল না। সে বলিল,—"কি বলিস্ তুলসী ? ভাই বোন্। হ্যাঁ ? ভাই বোন্।"

তুলসী বলিল,—"অমন কর তো আমি চ'লে যাব। মনিবদের কথা কইতে বারণ আছে। আমি বল্ছি, ওরা ভাই বোন্।"

মাখনদাস বলিল,—"কাজ কি বাবা পরের কথায় ? আয়, আমরা নিজেদের কথা কই।"

তুলসী তামাক সাজিয়া দিল। মাখনদাস অতি মৃদু-স্বরে তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সংবাদ

ধনপতি সিংহ সভা সাজাইয়া বসিয়াছিল। সে এখন একেলা থাকিতে পারে না। টাকার হিসাব তাহার ভাল লাগে না। টাকার সুদের আর তেমন মোহিনী শক্তি নাই। গ্রামের লোককে নির্য্যাতন করিয়া আর সে শান্তি পায় না। তাহার প্রাণ আর ভরপূর থাকে না; মন আর নানা চিন্তায় পূর্ণ থাকে না। একেবারে বুকজোড়া এক অভাব আসিয়া নৃশংস

ধনপতির অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল। কোন কার্য্যে সাফল্য নাই। কন্যাও ফিরিল না, বৈরি-নির্য্যাতন-স্পৃহাও চরিতার্থ হইল না। ভগবান্ যেন তাহার সহিত বিদ্রূপ করিতেছিলেন। সে যদি না কাজীর পরোয়ানা আনিয়া মুরলীমোহনের ভ্রাতা ও জননীকে গৃহের বাহির করিয়া দিত, তাহা হইলে তো নিশ্চয় বজ্রাঘাতে তাহাদের প্রাণ বাহির হইত। তাহাদের শয়নগৃহ দুইটিই দামিনী-পীড়নে ভূমিসাৎ হইয়াছিল। আর প্রহরেক কাল অপেক্ষা করিলে নারকী মুরলীমোহন পাপের উপযুক্ত প্রতিফল পাইত। কত চেষ্টা করিয়া সে তাহার আশার ফলটি করতলগত করিল। কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য তাহা ভোগে আসিল না। তাহার করতলগত হইয়াই ললিতমোহনের পৈতৃক অট্টালিকা বজ্রাহত হইয়াছিল। প্রকৃতির সংহার-মূর্ত্তিকে কাপুরুষ বড় ভয় করে। সেই অবধি সে ললিতমোহনের অট্টালিকার পথে চলে নাই। সে ভগ্নস্তূপ জীবজন্তুর বাসস্থানে পরিণত হইতেছিল। প্রতিহিংসা-বৃত্তি অপেক্ষা প্রেম বড়। ধনপতি তাহা বুঝিতেছিল। কোথা গেলে স্নেহের কুমারীর সাক্ষাৎ পাইবে, নিশিদিন সে তাহাই ভাবিত। পুরস্কার ঘোষণা করিয়া ধনপতি দূত নিযুক্ত করিয়াছিল। বড় বড় সহরে নানা শ্রেণীর দূত ফিরিতেছিল। নবদ্বীপের মাখনদাসের উপর ধনপতির বড় ভরসা ছিল।

ধনপতি সিংহ সভা সাজাইয়া বসিয়াছিল। এখন সে গ্রামের ভদ্রলোকদিগকে আহ্বান করিত। অধমর্ণের নিকট তেমন জোর করিয়া টাকার তাগাদা করিত না। তবু লোকে তাহাকে ঘৃণা করিত; অনেকে দুর্জ্জন ভাবিয়া তাহাকে দূরে পরিহার করিত; অনেকে সম্মুখে ধনপতির তোষামোদ করিত, অন্তরালে প্রাণ ভরিয়া হাসিত।

ঘোষাল বলিল,—সিঙ্গী মশায় একবার ললিতের শ্বশুর-বাড়ীটার ওপর নজর রাখ্‌লেন না?"

ধনপতি বলিল,—"তা কি আর না রেখেছি। ছোঁড়ার কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—"সে যাই বল সিঙ্গী ললিত জানে, মুরলী কোথায় আছে।"

ধনপতি সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিল। সেনজা চট্টোপাধ্যায়ের কথা অনুমোদন করিল। মুখোপাধ্যায় ধনপতির পক্ষ-সমর্থন করিল। উভয় পক্ষে খুব তর্ক চলিতে লাগিল। অবশ্য, এরূপ তর্কের ফলে কোন বিষয় সিদ্ধান্ত হইল না।

ধনপতি বলিল,—"জানুক আর নাই জানুক, ললিতটি বড় সোজা ছেলে নয়। ছোঁড়া হাড়ে টক্।"

অবশ্য, এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ রহিল না। ধনপতি ব্যতীত সকলেই জানিত, ললিতের মত দেবোপম চরিত্র

সমস্ত উত্তমপুরে কাহারও ছিল না। কিন্তু ধনপতির নিকট কেহ সে কথা ব্যক্ত করিল না। বুঝিবার যাহার সামর্থ্য নাই, তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টায় শক্তি ক্ষয় করিয়া লাভ কি? কেহ তাহার কথার প্রতিবাদ করিয়া অনর্থের ভাগী হইতে সাহস করিল না। বরং সেনজা বলিলেন,—"শুধু তাই না। তুই বাপু একটা রাজা ঘরের লোক, তোর কি শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে বাস করা ভাল দেখায়? শ্বশুর-ঘরে বাস করে কে? —যার তিন কুলে কেউ নেই, যার মান নেই, সম্ভ্রম নেই। না হয়, বাপের দেনার জ্বালায় ভদ্রাসনখানা বিক্রী হয়ে গেছে। তা ব'লে কি শ্বশুর-ঘরে গিয়ে বাস করবি?"

ধনপতি বলিল,—"আমার কাছে কাজ করলে না কেন? আমি ভরণ-পোষণের ভার নিতাম।"

বন্ধুরা পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল। কি সর্ব্বনাশ! ভূতের মুখে রাম নাম। সেনজা একটু রসিকতা করিয়া বলিল,—"আচ্ছা আমার কাকা ওদের গ্রামে চিকিৎসা করতে যান, তাঁকে দিয়ে ব'লে পাঠাব এখন।"

কথাটায় ধনপতির হৃদয় নাচিয়া উঠিল। ক্ষণিক সুখের একটা উত্তেজনা তাহার নৈরাশ্য-বিদগ্ধ প্রাণটাকে মাতাইল। বৈরিনির্য্যাতনের ঢাকের রোল আবার গগনপথে ঘুরিতে লাগিল।

কিন্তু সে আনন্দ ক্ষণিক বলিয়া বোধ হইল। তাহার সঙ্গে যদি মাধুরী ফিরিয়া ঘরে আসিত! গৃহে লোক আসিল। সে কথা বন্ধ হইল।

"এই যে বাবাজী!" মাখনদাস বাবাজী সকলকে অভিবাদন করিল। বাবাজীর মুখ বেশ প্রফুল্ল। এক সঙ্গে সকলে বলিল,—"কি বাবাজী, খবর কি?"

বাবাজী বলিল,—"রাধে! রাধে! গোবিন্দ হে, পার কর।"

উৎকণ্ঠিত ধনপতি বলিল,—"কি বাবাজী, কিছু খবর আছে না কি?"

বৈষ্ণব একটু হাসিল। তুলসীর মুখের দিকে চাহিয়া যে হাসি হাসিয়াছিল, এ সে হাসি নয়; এটুকু মুরুব্বীয়ানার হাসি। সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া বৈষ্ণব-প্রবরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মাখনদাস বলিল,—"দেখ বাবা, এ অধম মাখনদাস যে কাজে হাত দেয়, সে কাজ সিদ্ধ হ'তেই হবে। হ'তেই হবে বাবা, গৌরের কৃপায় হ'তেই হ'বে।"

ধনপতি উঠিয়া দাঁড়াইল। বিস্ময়ে সকলে বাবাজীকে ঘিরিয়া ধরিল।

বাবাজী বলিল,—"বাবা, কোতোয়াল বেটা তো সরকারের মাহিনে খায়, চোর ধরার বুদ্ধি বড় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। যে সে কি আর চোর ধর্‌তে পারে?"

সেনজা মনে মনে বলিল,—"চোর ভিন্ন আর কে কবে চোর ধর্‌তে পেরেছে ?"

ধনপতি বলিল,—"শীঘ্র বল বাবা, শীঘ্র বল, আমার মেয়ের সন্ধান পেয়েছ ?--মাধুরীর সন্ধান।"

মাখনদাস বলিল,—"তা না পেলে কি আর দাসানুদাস—"

অধীর হইয়া ধনপতি বলিল,—"কোথায় ?—কোথায় ?"

মাখনদাস বলিল,—"আর কোথায়—শ্রীধাম নবদ্বীপে। ভাই-বোনের মত বাস কর্‌ছে—ভাই-বোনের মত বাস কর্‌ছে।"

তাহার কথাগুলা ধনপতির কর্ণে প্রবেশ করিল কিন্তু সে তাহার চক্ষের বিদ্রূপটুকু দেখিল না। বৈদ্যরাজ ও ঘোষাল মহাশয় বুঝিল। সেনজা বলিল,—"আহা! তা হ'লে সিঙ্গী মশায়ের কুলমানও বজায় আছে।"

বাবাজী বলিল,—"গৌর! গৌর! তা আর নেই ? একেবারে ভাই-বোন্, ভাইটি আর বোন্‌টি।"

ধনপতি ছুটিয়া গৃহিণীকে সংবাদ দিতে গেল। তাহার সভাসদবৃন্দ বাবাজীকে ঘিরিয়া কলঙ্ক-কথা শুনিতে লাগিল। ধনপতি শীঘ্র দৌহিত্রের মুখ দেখিবে কি না, সে কথা বাবাজী বলিতে পারিল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গুপ্ত-কথা

অনুপমা সন্দেহ করে, কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারে না। স্বামীর সে দিব্য কান্তি, মুখের সে লাবণ্য, যেন দিন দিন ম্লান হইয়া আসিতেছিল। বিজনবিহারী হাসিত; কিন্তু তাহার হাসিতে আন্তরিকতার অভাব পরিলক্ষিত হইত। অনুপমা জিজ্ঞাসা করে, বিজনবিহারী হাসে, এক একদিন বিরক্ত হয়। সে অনুপমার নিকট হইতে কি একটা লুকাইতে চাহে—সীমন্তিনী সে কথা বুঝিতে পারে, কিন্তু গুপ্তভাবটাকে ধরিতে পারে না। সে স্বর্ণ-লতিকাও যেন একটু রসহীন হইয়া পড়িতেছিল।

বিজনবিহারী পালঙ্কে শয়ন করিয়াছিল। ফুলের মধুর সুবাস সুসজ্জিত গৃহটিকে আমোদিত করিতেছিল। বাহিরে নিঝুম অন্ধকার—বাগানে কেবল জোনাকী পোকার দল আমগাছের চারিদিকে ঘুরিয়া উজ্জলবর্ণের রসালের কঙ্কাল আঁকিতেছিল। অনুপমা গৃহে প্রবেশ করিল; সুপ্ত

স্বামীর দিকে চাহিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিল; বাতায়ন-পথে অন্ধকারের ভিতর দৃষ্টি চালাইবার চেষ্টা করিল। কেমন এক অজানা ভীতিতে যুবতীর প্রাণ কাঁপিতেছিল।

যুবক নিদ্রা যায় নাই। মিছামিছি চক্ষু মুদিয়া শুইয়াছিল। সাধ্বীর দীর্ঘ-নিশ্বাস তাহার মর্ম্মে প্রবেশ করিল। সে মাথা তুলিয়া অনুপমার উদাস ম্লান চক্ষু দুইটি দেখিতে পাইল। বিজনবিহারী শিহরিয়া উঠিল। সে পরক্ষণেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। অনুপমা প্রথমে বিস্মিত হইল; শেষে কনক অধরে হাসিল।

বিজনবিহারী বলিল,—"কেমন ঠকিয়েছি, আমি ঘুমাই নাই।"

যুবতী অপ্রতিভ হইয়াছিল; একটু মধুর হাসি হাসিয়া তাহা ব্যক্ত করিল। যুবক উঠিয়া তাহার হাত ধরিল। জানালার নিকট অন্ধকারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিল,—"অনু, আজ কি বিষম অন্ধকার।"

অনুপমা বলিল,—"জ্যোৎস্নার চেয়ে আমার অন্ধকার লাগে ভাল।"

বিজনবিহারী হাসিল। সে বলিল,—"জানি—"

তাহাকে বাধা দিয়া অনুপমা বলিল,—"আর রঙ্গে কাজ নেই। মুরলী ফিরেছে?"

বিজনবিহারী বলিল,—"সে ফেরেনি। বোধ হয়, আর ফিরবে না। মাধুরীকে বিয়ে ক'রে—"

তাহার কথায় অনুপমা সন্তুষ্ট হইল না। সে বলিল,—"একটা ভুল হয়েছে। মাধুরীকে জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল যে, তার নৌকার তত্ত্বাবধান করবে মুরলীমোহন। তা' হ'লে সে যেতে রাজি হ'ত না। সে নিশ্চয় ওকে চেনে।"

বিজনবিহারী বলিল,—"রাজি হ'ত না, সুখে প্রাণটা নেচে উঠ্‌তো। আগুন আর জল কি আর একসঙ্গে থাকতে পারে?"

অনুপমা বলিল,—"কখনও না। তার নাম শুনলে, তার গলার স্বর শুনলে, মাধুরী চম্‌কে উঠ্‌ত।"

বিজনবিহারী খুব ছোট একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিল। অনুপমা তাহা লক্ষ্য করিল, কিন্তু বিজনবিহারী তাহা বুঝিল না। সে ব্যঙ্গ করিয়া বলিল—'প্রেমের ঐ লক্ষণ।'

অনুপমা বলিল,—"তিন তিন মাস হ'লো, কোন খবর নেই। কাজটা ভাল হ'ল না। তুমি ঠিক জান, মুরলীর বাড়ী ভিন্ন গ্রামে?"

বিজনবিহারী বলিল,—"নবদ্বীপে। তার সঙ্গে বুড়ী গেছে, বৈষ্ণবী দাসীটা গেছে—"

অনুপমা হাসিয়া বলিল,—"তুলসী। মাগীর নাম

মনে হ'লে আমার হাসি পায়। লোক ভাল। কিন্তু বড় বিয়ে-পাগ্‌লী—"

বিজনবিহারী হাসিল, বলিল,—"মাগী ঠিক যেন পাঠান, আর তেমনি প্রভুভক্ত।

অনুপমা বলিল,—"মাধুরীকে খুব ভালবাসে। তার দিদি-মণির বাড়ীর কাছে নবদ্বীপ কি না, তাই।"

আবার বিজনবিহারীর মুখে সেইরূপ চিন্তাশীলতার লক্ষণ দেখা দিল। অনুপমা একাগ্রচিত্তে তাহার ললাটের রেখা-গুলির অর্থ বোধ করিতে চেষ্টা করিল। খোকাবাবু বৃহৎ পুস্তকের দিকে তাকাইয়া যেমন গ্রন্থের অর্থবোধ করিতে চেষ্টা করে, অনুপমা তেমনি আগ্রহের সহিত সেই দুর্ব্বোধ রেখাগুলার দিকে চাহিয়া রহিল। ক্ষণকাল উভয়েই স্থির হইয়া রহিল। হঠাৎ বিজনবিহারী স্বপ্নোত্থিতের মত উঠিয়া অনুপমার হাত ধরিল। বড় স্নেহের স্বরে বলিল,—"অনু, রাত হ'য়েছে, আর জেগে কাজ নাই।"

অনুপমা আপত্তি করিল না। পালঙ্কে শয়ন করিল। বিজনবিহারী স্থির হইয়া রহিল। অনুপমা বলিল,—"আজ আবার জিজ্ঞেস কর্‌ব ?"

বিজনবিহারী বলিল,—"কি ?"

"সেই কথা। বিরক্ত হ'য়ো না। আমি তোমার স্ত্রী।"

আজ বিজনবিহারী বিরক্ত হইল না। সে বলিল,—"নিশ্চয়, আমি তো বলিনি যে, তোমার ভগ্নী আমার স্ত্রী। তুমি আমার—"

অনুপমা বলিল,—"আচ্ছা, রঙ্গ রাখ। সত্যি ক'রে বল, তোমার কি হয়েছে? যেন সদাই অন্যমনস্ক, যেন কি একটা লুকাতে চাও, যেন কোন কাজে ঝোঁক নেই—"

বিজনবিহারী বলিল,—"যেন অপর দিকে তাকিয়ে থাকি, মেঘের দিকে যেমন চাতক। মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলি—"

বাধা দিয়া যুবতী বলিল,—"সত্যই ত। আমি তোমায় যত লক্ষ্য করি, তুমি নিশ্চয় তত কর না। যে যাকে ভালবাসে—"

বিজনবিহারী বলিল,—"সে তাকে খুব লক্ষ্য করে।"

"সত্যই ত।"

"তা হ'লে তুমি আমাকে ভালবাস?"

"আবার রঙ্গ? সত্যি বল দেখি, কি হয়েছে?"

বিজনবিহারী বলিল,—"কাকেও বল্‌বে না? খুব গোপনে বল্‌ছি। আগে প্রতিশ্রুত হও, কাকেও বল্‌বে না?"

স্বামী ব্যঙ্গ করিতেছে কি না, অনুপমা ঠিক তাহা বুঝিতে পারিল না। সে বলিল,—"হ্যাঁ, প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি।"

বিজনবিহারী মহা-সমারোহে তাহার কর্ণের নিকটে মুখ

লইয়া গিয়া বলিল,—"প্রেমে পড়েছি। তোমার কাছে অপরাধ করেছি। কিন্তু কি করব—"

অনুপমা বিশ্বাস করিল না। অভিমান করিল। স্বামী মান-ভঞ্জন করিল। প্রতিশ্রুত হইল, তিন দিন পরে সকল কথা খুলিয়া বলিবে। বিষয়-সম্পত্তির কথা, বুঝিতে অনেক সময় লাগিবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জয়-পরাজয়

প্রভাতে উঠিয়া বিজনবিহারী বড় চঞ্চল-হৃদয়ে অশ্বশালায় গমন করিল। প্রভাতেই প্রাণের মধ্যে সমরানল জলিয়া উঠিয়াছিল—প্রবৃত্তি ও সংযমের দ্বন্দ্ব। প্রবৃত্তি চাহিতেছিল উত্তরদিকে যাইতে, সংযম বিজনবিহারীকে ধরিয়া টানিতেছিল; বলিতেছিল, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম যে দিকে ইচ্ছা হয় যাও, কিন্তু উত্তরদিকে ঘোড়া ছুটাইও না। এ কয়েক দিন প্রত্যহ প্রভাতে তাহাকে এইরূপে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত। একদিকে অনুপমার অযাচিত প্রেম, অপর দিকে প্রত্যাখ্যান, উপেক্ষা। যাহা পাইবার নহে, তাহার জন্যই লোকে উন্মত্ত হইয়া উঠে। যে ধন করতলগত, তাহার জন্য আবার ভাবিবার কি আছে?

অশ্ব প্রস্তুত ছিল—ধপ্‌ধপে সাদা ঘোড়া। গ্রীবা বাঁকাইয়া অশ্ব একবার প্রভুর চিন্তাপূর্ণ মুখের দিকে চাহিল; দক্ষিণপদে মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিল, একটু গম্ভীর অর্দ্ধস্ফুট হ্রেষারব করিল। বিজনবিহারী সস্নেহে তাহার পৃষ্ঠে হাত দিল, মুখচুম্বন করিল। অশ্ব আনন্দ লাভ করিল, প্রভুর গায়ে মাথা ঘষিতে লাগিল।

রাজপথে পড়িয়া বিজনবিহারী উত্তরদিকে যাইতে চাহিল; অশ্ব জোর করিয়া দক্ষিণে যাইবার চেষ্টা করিল। বিজনবিহারী আবার লাগাম ধরিয়া টানিল, ঘোড়া আবার মুখ ফিরাইয়া লইল। বিজনবিহারী ভাবিল;—'আমি তো মন জয় করেছি, একটু দক্ষিণদিকে যাইতে দোষ কি? নূতন দীঘির পাশ দিয়ে পশ্চিমে যাব। সেখানে কখনই যাব না,—যাব না,—যাব না।'

নূতন দীঘির ধারে আসিয়া বিজনবিহারী অশ্বের গতিরোধ করিল—বাসনা, পশ্চিমপথে নদীর দিকে যাইবেন। পুষ্করিণীতে গ্রাম্যললনাগণ স্নান করিতেছিল; তাহাকে দেখিয়া শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। বিজনবিহারীর সে পথে যাওয়া হইল না। বিশেষ ফিরিবার সময় মুখে রৌদ্র লাগিতে পারে। কে বলিতে পারে, এ সকল বাধার মধ্যে একটা গুপ্ত কারণ নাই? আশায় বিজনবিহারীর প্রাণ ভরিয়া উঠিল। অশ্ব ছুটিল। প্রবৃত্তির জয় হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঘোড়া ছুটিতেছিল, বিজনবিহারী মনেরও লাগাম ছাড়িয়া দিয়াছিল। উভয়ের লক্ষ্য এক ঠাঁই। চারিদিকের মাঠে নানা জাতীয় রবিশস্যের ছোট ছোট ফুলগুলি দেশের অধিপতির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; সরিষা-ক্ষেত্রের ভিতর হইতে বাঘের গন্ধের মত আঘ্রাণ আসিল; কত-ঘুঘু হাড়ভাঙ্গা করুণ স্বরে ঘু ঘু ঘু বলিয়া ডাকিল; বুলবুলির তো কথা নাই। কিন্তু কোন দিকে তাহার মন ছিল না। সে দূর হইতে দেখিতে পাইল, সেই প্রমোদ-উদ্যান—যেখানে তক্-তকে পুকুরে কাকের চোখের মত জল—পরিষ্কার আঁকা-বাঁকা পথ—সুন্দর লতাকুঞ্জ। কিন্তু যাহার প্রণয়-লাভ করিলে এই সব পথঘাট, লতাকুঞ্জ ধন্য হইবে, সে তাহাকে কোনমতে নিকটে আসিতে দিত না। কই, সে একেলাও তো এ সব সুখ উপভোগ করে না। মাঝের বিলাস-হর্ম্ম্য তাহার অধিবাসীনির মতই গম্ভীর নীরব ভাবে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দুরু দুরু হৃদয়ে বিজনবিহারীও প্রমোদোদ্যানের দ্বারে আসিল।

উদ্যানের দ্বার রুদ্ধ ছিল; বিজনবিহারী অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। তাহার হৃদয় স্পন্দন করিতেছিল, দ্রুত নিশ্বাস পড়িতেছিল। ফটকের উপর হস্ত রাখিয়া উৎকণ্ঠিত যুবক বাটীর দিকে তাকাইয়াছিল, ভক্ত অত আগ্রহে মন্দিরের দিকে চাহে না, বুভুক্ষু অত লোভলোলুপ দৃষ্টিতে আহার্য্যের প্রতি

চাহিয়া থাকে না। কি করিবে, বিজনবিহারী ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। যে কার্য্য পাষণ্ডের মত আরম্ভ করিয়াছিল, সে কার্য্যের পরিসমাপ্তির জন্য সে কেন এত দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করিতেছিল? স্ত্রীর ভয়ে? সেকালে কোন্ জমিদার একাধিক রমণী উপভোগ না করিত? রাজপুরুষেরা যে নীতি প্রবর্ত্তন করিয়াছিল, অর্থবান্ সকলেই সেই নীতির অনুমোদন করিত। একাধিক স্ত্রী তো শতকরা নব্বই জন ধনাঢ্যের গৃহে বিরাজ করিত। তবে এ সামান্যা ললনা কেন তাহাকে দাসানুদাস করিবার জন্য ব্যস্ত ছিল, কেন ক্ষণিক উপেক্ষার কুটিল ভঙ্গিমায় সে তাহাকে পাগলের মত ঘুরাইতেছিল? এ কার্য্যে আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম কি? সমাজ যে বিধির অনুমোদন করে, তাহার অনুষ্ঠানে আবার অধর্ম্ম হইবে কেন? বলে যে ললনাকে সে অপহরণ করিয়া আনিয়াছে, বলে সে তাহার উপর আধিপত্য স্থাপন করিবে। নিজের দুর্ব্বলতা স্মরণ করিয়া বিজনবিহারী হাসিল। সে দ্বারে আঘাত করিল।

অনুপমার মুখ ভাসিয়া আসিয়া তাহার মনোমধ্যে উদিত হইল। বিজনবিহারী তাহাকে অপসারিত করিল। তখনও ভৃত্য আসিয়া দ্বার খুলিল না। এবার বিজনবিহারী আবার জোর করিয়া দ্বারে আঘাত করিল। দেবভাব তিরোহিত হইয়া তাহার মুখে এক পৈশাচিক ভাব আসিয়াছিল। ছুটিয়া ভৃত্য

দ্বার খুলিয়া দিল। বিজনবিহারী তাহার নিজের কক্ষে গিয়া উপবেশন করিল।

আবার দ্বন্দ্ব হইল। কি সুললিত দেহলতা, কি মানসিক তেজ! এ পদার্থ পশু-বলে জয় করিলে আপনার পরাজয়। তাহার আপনার কন্দর্প-কান্তি লইয়া, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া একটা যুবতীর হৃদয় অধিকার করিতে না পারিলে বিজনবিহারীর পক্ষে ভীষণ পরাজয়। বলে অভিভূত করিয়া যুবতীকে বারবিলাসিনী করিতে চেষ্টা করা পশুর কার্য্য হইবে —তাহাতেও তাহার আত্মমর্য্যাদার বিশেষ হানি হইবে। বিজন-বিহারী অপেক্ষা করিল না, অশ্বারোহণ করিয়া আপনার গৃহাভিমুখে ছুটিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মুরলীর দূত

প্রভাতের ভানু-কিরণ ভাগীরথী-বক্ষে নাচিতেছিল, এক একটা রশ্মি ভাঙ্গিয়া নানা ভাগে বিভক্ত হইতেছিল। উদ্যম-পুরের ঘাটে কেবল দুই চারি জন বর্ষীয়সী স্নান করিতে-

ছিলেন। জাহ্নবী-সলিলে নিমজ্জিত হইয়া তাঁহারা জপ করিতে-ছিলেন—মাঝে মাঝে পরস্পরের সহিত দুই একটা সংসারের কথা কহিতেছিলেন। কোকিল ডাকিতেছিল, নবীন বসন্তে আমের মুকুল, লেবুর ফুল, চাঁপার কলি মধুর সুবাসে নদীর কূল আমোদিত করিতেছিল।

ধীরে ধীরে ধনপতি সিংহ ঘাটের দিকে আসিতেছিল—প্রাণে বিষম চাঞ্চল্য। ধনপতি কাটোয়ার ফৌজদারের নিকট লোক পাঠাইয়াছিল। বাবাজীর সহিত বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী পাঠাইয়াছিল—যেন মুরলী নবদ্বীপ ছাড়িয়া পলাইতে না পারে। এ তিন দিন সে বড় বিষমরূপে উত্তেজিত হইয়াছিল। কত চিন্তা, কত কল্পনা তাহার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়াছিল, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? এখন সে বুঝিল, শুভক্ষণেই ললিত-মোহন ও তাহার জননী বজ্রাঘাতের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। এখন তাহারা স্বচক্ষে পিশাচ মুরলীমোহনের নির্য্যাতন দেখিতে পাইবে—ফৌজদারের কঠোর শাস্তির তীব্রতা অনুভব করিবে। স্মিতমুখে ধনপতি ঘাটের ধারে আসিয়া পঁহুছিল—আজ প্রভাতে কাটোয়া হইতে সংবাদ আসিবার কথা।

জপ করিতে করিতে চট্টোপাধ্যায়-গৃহিণী ধনপতিকে দেখিতে পাইল। তাহার উপর তিলি-গৃহিণীরও নজর পড়িল।

চট্টোপাধ্যায়-ঘরণী বলিলেন—"মর্ মুখপোড়া! ভোরের

বেলায় পোড়ার মুখ পাঁচ জনকে না দেখালেই নয়। তারা! তারা!"

তিলি-গৃহিণী বলিল,—"ঠিক বলেছ বামুন দিদি। জপে রয়েছি, আর কি বল্‌ব। মুখপোড়া, মেয়েটার নাকি সন্তান পেয়েছে?"

বামুন দিদি সকল সমাচার রাখিতেন, তিনি বলিলেন,—"ও মা, বলিস্ কি গো? কি কেলেঙ্কারীর কথা দিদি।"

বৈদ্য-গৃহিণী নাসিকা টিপিয়া ন্যাস করিতেছিলেন। এ সময় কথা কহিতে পারেন না। তিনি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন,—"উঁ! উঁ!"

অপর ব্রাহ্মণ-বধূ বলিলেন,—"আবার শুনছি নাকি মেয়েটাকে ঘরে নেবে। আর জাত-বিচার রাখ্‌লে না। বৈরিগীদের বা কি বল্‌ব, কায়েতদের ঘরে যখন—"

তিনি বসুজার বিধবার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন,—মুখে কিছু বলিলেন না। তাঁহার স্বামীর পৈতৃক ব্রহ্মোত্তরে বসুজা একবার দাবী করিয়াছিলেন। কায়স্থ-গৃহিণী সমর-ভেরীর শব্দ বুঝিলেন। তিনিও রণ-দুন্দুভি বাজাইলেন। তিলি-গৃহিণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"আমাদের কায়েতের সমাজে তো ভাই ধনপতিকে নেবে না—বামুন হ'লে জাতে চ'লে যেত।"

অপরাপর ব্রাহ্মণ-কন্যারা রণরঙ্গে মাতিয়া উঠিল। কায়স্থে ব্রাহ্মণে বিবাদ হইলে বৈদ্য প্রায়ই ব্রাহ্মণের দলে মিশিয়া যায়, —কবিরাজ-গৃহিণীও জপ-পরায়ণা ব্রাহ্মণ কুলাঙ্গনাদের সহিত বসুজ-ঘরণীর সহিত কলহ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তিলি-গৃহিণী ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করিতেছিল। কিন্তু ব্রহ্ম-শাপের ভয়ে সে কোন কথা বলিল না। শেষে পরাস্ত হইয়া বসুজ-ঘরণী বলিল,—"জানা আছে গো সব জানা আছে—বামুন-বদ্দির কথা কইতে গেলে ঘেন্নায় মুখ ঢাকতে হয়।"

ইহার পর আর ঘাটে থাকা চলে না। বসুজ-পত্নী গৃহাভিমুখে ছুটিল। বলা বাহুল্য, অপর মহিলাগণ কায়স্থ-সমাজের মুণ্ডপাত করিতে লাগিল।

ঘাটে কোনও নৌকা ছিল না। উত্তরদিক্ হইতে একখানি ছিপ তীরবেগে উত্তমপুর অভিমুখে আসিতেছিল। একাগ্রচিত্তে ধনপতি তাহার গতি লক্ষ্য করিতেছিল। ঘাটে কত নারী আসিয়া জুটিল। কত নারী স্নান করিয়া, পূজা করিয়া, গঙ্গোদক লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। ধনপতি সিংহ চঞ্চল-নয়নে সেই তরণীর দিকে চাহিয়াছিল। ছিপ আসিয়া উত্তমপুরের ঘাটে লাগিল।

ধনপতি নামিয়া ছিপের সন্নিকটে আসিল। পুরাঙ্গনারা তরণীর দিকে চাহিয়া দেখিল। অপরিচিত মাঝির দল। ছিপের গঠনও একটু নূতন রকম।

এক কৃষ্ণকায় লোক জৃম্ভণ করিতে করিতে নৌকা হইতে ঘাটে নামিল। সম্মুখে ধনপতিকে দেখিয়া সে বলিল,—"বাবু, ললিত বাবুর বাড়ী কোন্‌টা?"

বিস্মিত ধনপতি বলিল,—"কোন্ ললিত বাবু?"

কৃষ্ণদেহ বলিল,—"ললিত চৌধুরী, মুরলী চৌধুরীর ভাই।"

একজন পুরাঙ্গনা বুঝিল, লোকটা মুরলীর দূত। সে হাত নাড়িয়া ইঙ্গিতে ধনপতির সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে দূতকে নিষেধ করিল। কৃষ্ণদেহ একটু হাসিয়া ঘাড় নাড়িল। ধনপতি তাহা বুঝিতে পারিল না। ধনপতি বলিল,—"কেন, ললিত বাবুর জন্যে খবর এনেছ?"

কৃষ্ণদেহ ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"হ্যাঁ। মুরলী বাবুর কাছ থেকে খবর এনেছি।"

পুরাঙ্গনা আবার ঘাড় নাড়িল। ইঙ্গিত করিল। কৃষ্ণদেহ তাহা দেখিল, কিছু বলিল না। পুরাঙ্গনা মনে মনে বলিল,—"মিন্‌ষে ঠিক যেন যমদূত। এখনি সিঙ্গী সব কথা বার করে নেবে।"

যমদূত বলিল,—"মহাশয় কি ললিত বাবু?"

ধনপতি সিংহ সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল,—"এস, সঙ্গে এস।" দূত তাহার সঙ্গে চলিল। ধনপতি এবার চারি-

দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। কাটোয়ার নৌকার কোনও চিহ্ন নাই। সে শত্রুপক্ষের দূতটাকে লইয়া নিজ গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরাজিত

মাখমদাস বাবাজী আজ বড় পরিপাটী রকম বেশবিন্যাস করিয়াছিল। বাবাজী আজ ধুতি ছাড়িয়া এক লম্বা আলখাল্লা পরিধান করিয়াছিল—নানা রঙের আলখাল্লা। সমস্ত আলখাল্লাটি ছোট ছোট বিচিত্র রঙিন কাপড়ে নির্ম্মিত। অনেক রঙের কাপড়ের টুকরা—রামধনুকে অত রঙ্ আছে কি না সন্দেহ। বাবাজীর মাথায় গেরুয়া রঙের উষ্ণীষ, কাঁধে ঝুলী —লোকে পরিহাস করিয়া ইহাকে বলে শ্রীঝুলী। ঝুলীর মধ্যে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পট আছে, খরতাল আছে, তালের আঁটির ছোট হুঁকা আছে, চকমকি আছে, আরও নানা রকম পদার্থ আছে।

ভগবান্‌চন্দ্র ধনপতির কর্ম্মচারী। শ্রীধামে আসিবার পর

তাহার নিদ্রার একটু আধিক্য হইয়াছিল। প্রভাতে সাজ-সজ্জা করিয়া বাবাজী নিদ্রিত ভগবান্‌চন্দ্রকে ডাকিল। তখন লোকে চা-পান করিত না। প্রভাতে উঠিয়া তাম্রকূট সেবন করিত। বাবাজী ভগবান্‌চন্দ্রকে ডাকিল—"দাদাঠাকুর, ও দাদাঠাকুর। গৌর গৌর। জয় রাধে শ্রীরাধে। দাদাঠাকুর!"

দাদাঠাকুর উঠিল। সসম্ভ্রমে বাবাজী তাহাকে গুড়ুক সেবন করাইল। দাদাঠাকুর হাসিয়া বলিল,—"কি, বাবাজী আজ যে বড় সেজেছ।"

বাবাজী হাসিল, বলিল—"গৌর গৌর! বাবাজীর আবার সাজ গোজ।"

দাদাঠাকুর বলিল,—"আহা! তবুও? ব্যাপারখানা কি বল দেখি।"

বাবাজী বলিল,—"দাদা ঠাকুর, কাজটায় লাভ হ'ল না। খতিয়ে দেখ্‌তে গেলে একরকম লোকসানই হ'ল।"

দাদা ঠাকুর এ কথার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মাধব-দাস বলিল,—"দাদা ঠাকুর, ফকির বৈষ্ণব একেলা থাকলেই থাকে ভাল, পাঁচ বাড়ী গেল, দুমুটো আন্‌লে, নিলে, খেলে। যখন যে কাজ হাতে পড়্‌লো, কর্‌লে—দু'পয়সা পেলে, ক্ষীর সর ননী খেয়ে উড়িয়ে দিলে, আবার যে ভিখিরী সেই ভিখিরী। তা না, ঘরসংসার নিয়ে, বৈষ্ণবী নিয়ে, ছেলে-মেয়ে

নিয়ে, জড়িয়ে পড়্লে কি আর ধর্ম্মকর্ম্ম হয়? রাধে! রাধে!”

দাদা ঠাকুর দশনপংক্তি বাহির করিয়া হাসিল বটে, কিন্তু মাখমদাসের কথার অর্থ বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। মাখমদাস বলিল,—“এই ধর না দাদা ঠাকুর, এ কাজটা ক'রে কত টাকা পাব?”

ভগবান্ বলিল,—“ধর পাঁচশ টাকা।”

বাবাজী বলিল,—“গৌর গৌর! আচ্ছা, ধর পাঁচশ টাকা। কিন্তু এই কাজের জন্যই তো ছুঁড়ীর মায়ায় প'ড়ে গেলাম।”

ভগবান্ বলিল,—“কোন্ ছুঁড়ীর আবার মায়ায় পড়্লে বাবাজী?”

“কেন, তুলসী ছুঁড়ীর। দাদা ঠাকুর, এই বয়সে কত বৈষ্ণবী দেখ্লাম, কত আখ্ড়া ঘুর্লাম, কত সেবা দাসীর সঙ্গে—ওর নাম কি গৌর গৌর—কিন্তু দাদা ঠাকুর, এ ছুঁড়ী যেমন মায়ায় ফেলেছে, এমনটি আর কেউ পারেনি।”

ভগবানচন্দ্র তিন দিন নবদ্বীপে বাস করিতেছিল, তুলসীকে দেখে নাই। মুরলীর বাটী দেখিয়া আসিয়াছিল, তথায় নিজের চোখে মুরলী বা মাধুরী কাহাকেও দেখে নাই। সে বলিল,—“বল কি বাবাজী?”

বাবাজী বলিল,—"আর কি বল্‌ব দাদা ঠাকুর। ছুঁড়ী নিশ্চয় গুণ করেছে। তবে হ্যাঁ, দেখ্‌বার মতন বটে। কালো-কোলো, মোটা-সোটা।"

ভগবান্ হাসিল। সে বলিল,—"তা ত হ'ল। আজ এমন সাজ কেন?"

বাবাজী বলিল,—"আজ একটু সাজবার তাৎপর্য্য আছে। তুলসী তার দিদিমণিকে ব'লেছিল—দিদিমণি—বুঝ্‌লে দাদা ঠাকুর—দিদিমণি, ভাইবোন—ভাইটি আর বোনটি,—গৌর গৌর—কেবল বৈরিগী বেটারাই ধরা পড়েছে—ভাই বোন। ভাইটি আর বোনটি।"

ভগবান্ বলিল,—"তা ত হ'ল। তা এমন সাজবার তাৎপর্য্য কি?"

মাখমদাস গুড়ুক টানিতে টানিতে বলিল,—"তাৎপর্য্যিই তো বল্‌ছি। তুলসী তার দিদিমণিকে বলেছে—দিদিমণি আমাকে দেখ্‌তে চেয়েছে। তাই—গৌর গৌর—একটু সেজেছি।"

ভগবান্‌চন্দ্র উঠিয়া বসিল। সে বলিল,—"বাবাজী, বেশ হয়েছে। কিন্তু বল্‌ছিলাম কি, আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল।"

মাখমদাস একটু চিন্তিত হইল। সে বুঝিল, বলিল,—"কথাটা ঠিক বলেছ দাদা ঠাকুর। আমরা যে এত বড়

কাণ্ডটা করছি, এখনও কিন্তু ঠিক্ ক'রে তোমাদের মেয়ের সনাক্ত হয়নি। মুরলীও তো রাস্তায় বেরোয় না যে, তাকে চিনিয়ে দে'ব।"

উভয়ে অনেক পরামর্শ করিল। শেষে স্থির হইল যে, তাহারা উভয়ে তুলসীর বাটীর দিকে অগ্রসর হইবে। বাবাজী রাস্তায় দাঁড়াইয়া দিদিমণিকে রূপ দেখাইবে। দূর হইতে সেই অবসরে ভগবান্ মাধুরীকে দেখিয়া লইবে।

হাতের একতার লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের নাম স্মরণ করিয়া মাখমদাস বাবাজী গৃহের বাহির হইল। জয় করিতে গিয়া পরাজিত হইয়াছিল, বাবাজীর ইহা মস্ত আক্ষেপ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বন্দী

মুরলী দূত-হস্তে ভ্রাতার নিকট পত্র ও অর্থ পাঠাইয়া দিয়াছিল। যাহাতে সে ধনপতি সিংহের হস্ত হইতে রক্ষা পায়, সে বিষয়ে মুরলী দূত রমানাথকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিল। ঘাটে নামিয়া রমণীর ইঙ্গিতেই রমানাথ বুঝিয়াছিল

যে, সে শত্রু-হস্তে পড়িয়াছে। সে ধনপতি সিংহের অন্নব্যঞ্জনের স্বাদগ্রহণ করিবার জন্য তাহার সহিত গৃহে যাইতে অসম্মত হইল না। মুরলীমোহনের ভ্রাতার সন্ধান করিতে বিলম্ব হইবে না, দূত তাহা বুঝিয়াছিল।

রমানাথ নীরবে ধনপতির সহিত পথ চলিল; ধনপতিও তাহার সহিত কোন কথা কহিল না। তাহার বাটীর ফটকে ঢুকিয়া রমানাথ চমকিত হইল। সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—তাহার হৃদয় কাঁপিতেছিল। কৌতুক করিতে গিয়া সে ধীরে ধীরে সিংহ-বিবরে প্রবেশলাভ করিতেছিল, এ ধারণায় তাহার হৃৎকম্প হইল। যদি ধনপতি সিংহ জানিতে পারে—অসম্ভব। ইহা যে ধনপতি সিংহের বাটী, সে বিষয়েও সন্দেহ ছিল। সে স্বয়ং ধনপতি সিংহ, সে কথাও নির্দ্ধারিতরূপে রমানাথ বুঝিতে পারিল না। মাধুরী যে এই বাটীর কন্যা, কেবল সে তাহাই বুঝিল। মুরলীর জাত-শত্রু ধনপতি সিংহ যে মাধুরীর পিতা, তাহা সে জানিত না। কিন্তু এখন তাহার মনে সে সন্দেহ হইতেছিল। মাধুরী ধনপতির কন্যা—মুরলীর শত্রু-কন্যা! বিস্ময়ের কথা বটে!

ধনপতি রমানাথকে সযত্নে বসিতে বলিল। তাহার নিকট হইতে মুরলীর পত্র চাহিল।

রমানাথ বলিল,—"আজ্ঞে, বাবু তো চিঠিপত্র কিছু দেন নি?"

ধনপতি বুঝিল, দূত সতর্ক হইতেছে। সে বলিল,—"ওঃ! মুরলী তো জানিয়েছিল যে, সে নবদ্বীপে আছে।"

রমানাথ তাহার মুখের দিকে চাহিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

ধনপতি বলিল,—"তবে তুমি উত্তরদিক্ থেকে এলে?"

"আজ্ঞে, কাটোয়ায় একটু কাজ ছিল।"

ধনপতি আর জেরা করিল না। লোকটা ভয় পাইতে পারে। সে বলিল,—"মুরলী ভাল আছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ!"

"আর মাধুরী?"

রমানাথ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—"আজ্ঞে হ্যাঁ!"

ধনপতির মুখের ভাব দৃঢ় হইতেছিল। ধূর্ত্ত রমানাথ বলিল,—"শুনেছি, মাধুরী এই বাড়ীরই মেয়ে—মহাশয়ের নাম?"

"ধনপতি সিংহ।"

রমানাথ চমকিয়া উঠিল। ধনপতি বলিল,—"মাধুরী আমার কন্যা। তুমি মুরলীর পত্রবাহক। তোমার কি হবে বুঝেছ?"

রমানাথ তাহা অনুমান করিয়াছিল। সে বলিল,—"যে আজ্ঞে।"

ধনপতির ভৃত্যগণ তাহাকে কারারুদ্ধ করিল। ফৌজদারের লোক আসিলে তাহাকে মুরলীর সন্ধান দেখাইয়া দিতে হইবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিস্ময়

সকলে বিস্মিত হইল। হামিদ্‌পুর পরগণার নায়েব মুরলীমোহন মোমিনবাগের সদরে আসিয়া কেন উপস্থিত, তাহা কেহ নির্ণয় করিতে পারিল না। বিজনবিহারীর জমিদারীর মধ্যে হামিদ্‌পুরই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পরগণা। সকলে অনুমান করিল, সেখানে কোনও বিপদ্ ঘটিয়াছে। কেহ সাহস করিয়া মুরলীমোহনকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না, অকস্মাৎ মোমিনবাগে তাহার শুভাগমন হইল কেন?

"বাবু কোথায়?"

তখনও তাহার অশ্বের মুখ হইতে ফেন নিঃসৃত হইতেছিল। হামিদ্‌পুর মোমিনবাগ হইতে প্রায় একশত

মাইল হইবে। অশ্বটি অন্ততঃ আট ক্রোশ পথ ছুটিয়া আসিয়াছিল। মুরলীমোহন হাঁফাইতেছিল।

"বাবু কোথায় ?"

সকলে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল। কেহ কোন কথা বলিল না। সকলেই বিস্মিত। মুরলীমোহন বিরক্ত হইয়া বলিল,—"তোমরা সব বোবা হ'য়েছ নাকি ? বাবু কোথায় ?"

প্রকৃত কথা বলিবার কাহারও অধিকার ছিল না। বাবু প্রভাতে অশ্বারোহণে সেই বাগান-বাটীতে গিয়াছিল। সে স্থলে কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না। তাহার ত্রিসীমায় গমন করা সকলের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। তাই সকলে জানিত, সে বাটীতে বাবুর বিলাসের সামগ্রী আছে, বাবুর দ্বিতীয় সংসার আছে। তাই অবসর পাইলেই বিজনবিহারীর কর্ম্মচারীর দল কল্পনা-চক্ষে তথাকার আদ্যোপান্ত দর্শন করিত, সেই উদ্যানবাটীর কথা কহিত, বাবুর অধঃপতনের উল্লেখ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিত। বিজনবিহারীর শাসনের ভয়ে প্রকাশ্যে কেহ সে কথা মুখে আনিত না। সেই গ্রামের ভিতর দিয়া কাহারও যাইবার আবশ্যক হইলে, সে পাঁচ মাইল অধিক হাঁটিত, তবু সে গ্রামের ভিতর দিয়া যাইতে সাহস করিত না। কেহ বলিত, বাবু সেখানে শব-

সাধনা করেন; কেহ বলিত, বাবু সেখানে বসিয়া পিতল হইতে সোনা নির্ম্মাণ করেন; কেহ বলিত, বাবু ভৃত্যদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য ঐরূপ কঠোর আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন, প্রকৃত পক্ষে তথায় কিছু নাই। কিন্তু মনে মনে সকলে জানিত, প্রমোদ কাননে বাবু একদল সুন্দরী রাখিয়া দিয়াছেন। অনুপমার ভয়ে নিজের ক্রিয়াকলাপ গোপন করিয়া রাখিতেন।

মুরলী বড় বিরক্ত হইল। সে একজন ভৃত্যকে ধরিয়া কশাঘাত করিল। বলিল,—"পাজি বেটা, শুন্‌তে পাও না?"

ভৃত্য হঠাৎ বলিয়া ফেলিল,—"বাগান-বাটী।"

কালবিলম্ব না করিয়া মুরলীমোহন দক্ষিণদিকে ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া দিল। কদমবাজ ঘোড়া লাফাইতে লাফাইতে ছুটিল। ভৃত্যটা ভয়ে কাঁপিতেছিল। সে কেন এ কথা মুখ ফুটিয়া বলিল, তাহা বুঝিতে পারিল না। সকলে তাহাকে ঘিরিয়া দরবার করিতে লাগিল। বাবু আসিয়া তাহাকে শূলে দিবেন না বুকে পাথর বাঁধিয়া নদীর জলে নিক্ষেপ করিবেন, সকলে তাহা লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল।

বাড়ীর ভিতর অনুপমার কর্ণে সংবাদ পঁহুছিল যে, মুরলীমোহন মোমিনবাগে আসিয়াছে। তিনি বড় উৎকণ্ঠিত-প্রাণে স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

প্রমোদোদ্যানের দ্বারে আসিয়া মুরলীমোহন ঘোড়া থামাইল। একটা ভৃত্য বিজনবিহারীর অশ্বের বল্গা ধরিয়াছিল। মুরলীমোহন তাহার হস্তে অশ্ব সমর্পণ করিয়া একেবারে বাটীর দিকে অগ্রসর হইল।

বাটীর বাহিরে একটা বৃদ্ধা ও একটি বলিষ্ঠ যুবতী দাসী বিস্মিত-নেত্রে চাহিয়া ছিল। মুরলীমোহনের বড় কৌতূহল হইল। সে এ অভিনয়টার কিছু বুঝিল না। বাটীর ভিতর হইতে একটা কাতর স্বর আসিতেছিল—'বাবা, বাবা, আপনি পিতা, ধর্ম্ম আছে, ভগবান্ আছে—'

স্পষ্ট বামা-কণ্ঠ—বড় কাতর কণ্ঠ—মুরলী স্থির থাকিতে পারিল না। ছুটিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। এককোণে এক সুন্দরী বসিয়া জোড়হস্তে বলিতেছিল,—'ভগবান আছে—ইহকাল-পরকাল আছে—

বিজনবিহারী পশুর মত তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। বিজনবিহারী—দিব্যকান্তি, সুঠামবপু বিজনবিহারী—তাহার অন্নদাতা বিজনবিহারী—ধর্ম্মপ্রাণ জমিদার বিজনবিহারী—পশুর মত সতীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। জীবনে এরূপ বিস্ময় পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলে ভীষণ পাপের অনুষ্ঠান হইত। সে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত লাফাইয়া বজ্র-মুষ্টিতে বিজনবিহারীকে ধরিল। নরপিশাচ

বিজনবিহারী এতক্ষণ কিছু বুঝে নাই, শ্যেনপক্ষীর মত সে কেবল শীকারের দিকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছিল। বাধা পাইয়া বিজনবিহারী বিস্ময়ে পশ্চাতে চাহিল। কি বিধি-বিড়ম্বনা! মুরলী! সে বলিল,—"মুরলী!"

মুরলী বলিল,—"আপনার দাস! এ কি ব্যবহার?"

বিজনবিহারী কিছু বলিল না। ক্রোধে তাহার সর্ব্বশরীর ফুলিতেছিল। সে বলিল,—"মুরলী, প্রভুর অঙ্গ ছাড়?"

মুরলী হাসিল। বলিল,—"প্রভুর অঙ্গ ছাড়িব, যদি প্রভু ভদ্রলোকের মত ব্যবহার করেন।"

বিজনবিহারী প্রাণপণে তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা করিল। মুরলীমোহন তাহাকে ছাড়িল না। সে সময় তাহাকে ছাড়িলে তাহার নিজের কি পরিণাম হইবে, তাহা বুঝিতে মুরলীর বিলম্ব হইল না। সে সিংহ-বিক্রমে তাহাকে ধরিয়া রহিল।

ক্রোধে বিজনবিহারীর বাক্যস্ফুরণ বন্ধ হইয়াছিল। তাহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল। কি স্পর্দ্ধা! কি কৃতঘ্নতা! তাহাকে পথ হইতে কুড়াইয়া বিজনবিহারী অন্নবস্ত্র দান করিয়াছিল, আপনার জমিদারীতে শ্রেষ্ঠপদ প্রদান করিয়াছিল, সোদর-নির্ব্বিশেষে আজ কয়েক

মাস ধরিয়া তাহাকে পালন করিতেছিল, আর সেই অকৃতজ্ঞ সর্প-শিশু তাহার উপর বল প্রকাশ করিয়া তাহার বহুদিনের সাধে বাদ সাধিল। সকল পাপের মার্জ্জনা আছে, কিন্তু এ পাপের মার্জ্জনা নাই। স্থির হইয়া নরশার্দ্দূল নিজের অবস্থা স্মরণ করিতেছিল।

মুরলী ধীরে ধীরে তাহাকে ছাড়িয়া দিল। তবু বিজনবিহারী নড়িল না। মুরলী বলিল,—"প্রভুর অঙ্গস্পর্শ করেছি, অন্নদাতা আশ্রয়দাতার দেহে বল প্রকাশ করেছি ব'লে, আমায় যে শাস্তি দিতে চান দিন্; কিন্তু আপনাকে প্রলোভনের হাত থেকে বাঁচিয়েছি ব'লে আমার পাপ কতকটা লঘু হ'বে। আমি আপনার এ অবস্থা দেখ্‌লাম ব'লে আমার ভক্তি এক তিল কম্‌বে না। চলুন, গৃহে চলুন।"

বিজনবিহারী তবুও কথা কহিল না। তাহার সংযম অসাধারণ। হাসির নিম্নে হলাহল লুক্কায়িত রাখা তখনকার প্রধান বিষয়বুদ্ধি বলিয়া পরিগণিত হইত। মিথ্যা কহিতে না পারিলে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া হইত না। এতাবৎকাল মধুর হাসি হাসিয়া বিজনবিহারী তাহার প্রাণের অগ্নি লুকাইয়া রাখিয়াছিল। সে যে একটা অতি ভীষণ পাপের অনুষ্ঠান করিতে পারে, তাহার হাস্যময় মধুর প্রকৃতি দেখিয়া কিছুই বুঝিতে পারা যাইত না। সে হাসিমুখে

পিতৃ-অঙ্ক হইতে পশুবলে ঐ যুবতীকে হরণ করিয়া আনিয়াছিল, তাহা দুইজন পিশাচ ভৃত্য ব্যতীত কেহ জানিত না। উদ্যমপুরের ঘাটে বিজনবিহারী তাহাকে স্নান করিতে দেখিয়াছিল মাত্র। অমনি অদম্য-বাসনার উত্তেজনায় সে দুইজন ভৃত্যের সাহায্যে তাহাকে ধনপতি সিংহের গৃহ হইতে হরণ করিয়া আনিয়াছিল। দুই জন পিশাচের মধ্যে সিংহ-বিবরের বন্দী রমানাথ প্রধান। কেবল তাহারা অন্ধকারে ভুলক্রমে মাধুরীকে অনুপমার ময়ূরমুখী বজরায় উঠাইয়া দিয়াছিল। উপস্থিত-বুদ্ধি পশুদ্বয় অনুপমার নিকট মিথ্যাকথা বলিয়া আপনাদের পাপ গোপন করিয়াছিল।

বিজনবিহারী জানিত, মাধুরী তৃতীয় বজরায় উঠিয়াছে। তাই সে অনুপমার মুখে মাধুরীর কথা শুনিয়া ক্ষণিক বিচলিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার সেই ভণ্ডামীর মুখোসে মনোভাব গোপন করিয়া সে স্ত্রীকে প্রবঞ্চিত করিয়াছিল। অনুপমার প্রতি বিজনবিহারীর যথেষ্ট স্নেহ ছিল। কিন্তু নিজের সুখের জন্য প্রমোদোদ্যানে গোপনে একটি যুবতী রাখিয়া দিলে যে স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্যের ক্রটি হয়, এ ধারণা সে সময় বঙ্গদেশে আদৌ ছিল না বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয় না।

সেই মধুর হাসির মুখোস পরিয়া বিজনবিহারী অনুপমাকে

প্রবঞ্চিত করিয়া ছিল। সে হামিদপুরের নায়েব নিযুক্ত করিয়া মুরলীমোহনকে মোমিনবাগ হইতে বিদায় দিবার দিন এক উপায় উদ্ভাবন করিল। সে হাসি মুখে অনুপমাকে বলিল, 'আজ মাধুরীকে দেশে পাঠাইবে।' মাধুরী অনুপমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া শিবিকা আরোহণ করিল। কিন্তু শিবিকা তাহাকে প্রমোদোদ্যানে আনিল, সে বন্দিনী হইল। তাহার সহিত অনুপমা যে দুইজন পরিচারিকা পাঠাইয়াছিল তাহারা সাহস করিয়া কিছু করিতে পারিল না।

মুরলীর কথা শুনিয়া বিজনবিহারী মনে মনে তাহার অধঃপতনের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইল। তাহার সংযম ফিরিয়া আসিল। তাহার চক্ষের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তিরোহিত হইল। আবার একটা মধুরতার আবরণ আসিয়া তাহার ইন্দ্রকান্তিকে উদ্ভাসিত করিল। এমন কি তাহার অধরে হাসির রেখা প্রকটিত হইল। সুতরাং মুরলীমোহন যখন নতজানু হইয়া তাহার চরণ ধরিল, তখন সে স্নেহের ভঙ্গিমায় তাহার হাত ধরিয়া তুলিল। এখন সে আপনার আসুরিক প্রবৃত্তিটাকে একেবারে আয়ত্তাধীন করিয়া লইয়াছিল। সে বলিল—"মুরলী আমি তোমার নিকট চিরকাল ঋণী থাকব। কিন্তু আমাকে পাপের হাত থেকে বাঁচিয়ে তুমি তোমার একজন চিরশত্রুর এতদূর উপকার করলে কেন?"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মুরলী বুঝিল না। বিজনবিহারী হাসিয়া বলিল—"দেখ দেখি ঐ সুন্দরীটিকে চেন ?"

মুরলী মাধুরীর দিকে চাহিল। তখনও যুবতী কাঁপিতে-ছিল। সুন্দরীটিকে চেন ? মুরলী বিস্মিত হইল। মুরলীর বাক্যরোধ হইল। সে একবার দুইবার তিনবার তাহার দিকে চাহিল—কিছুতেই আপনার দৃষ্টিকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। সে একবার বিজনবিহারীর কপট হাসি দেখিল, একবার সুন্দরী মাধুরীর ভীত কুরঙ্গিনী-লোচনের দিকে চাহিল। এ রহস্যের কথা সে কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে ? সে অজ্ঞাতসারে জিজ্ঞাসা করিল—"মাধুরী ! তুমি এখানে ?"

মাধুরী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। কনকলতিকা কত সহ্য করিতে পারে ?

তৃতীয় ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিপদ

যে দিন মুরলীমোহন বিজনবিহারীর প্রমদোদ্যানে মাধুরীর সন্ধান পাইল, সেই দিন গোয়েন্দা-বাবাজী তুলসীর দিদিমণিকে রূপ দেখাইতে চলিল। মাধুরীর সহিত অনুপমা যে দাসীটিকে পাঠাইয়াছিলেন তাহারও নাম তুলসী। তবে সে তুলসী গোয়েন্দা বাবাজীর তুলসীর মত মনে মনে সকলকে মুখপোড়া বলিত না। আজ তুলসী তাহার দিদিমণির কাছে বসিয়া মনে মনে ভাবিতেছিল—"মুখপোড়াকে দেখে দিদিমণি কি বল্‌বেন কে জানে?" তাহার দিদিমণি বড় সুন্দরী। যুবক বিপিনবিহারী তাহার সহোদর। সে বিদ্যাশিক্ষা করিবার জন্য নবদ্বীপে আসিয়াছিল, স্নেহের ভগ্নিটিকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। দিদিমণির নাম গৌরী। গৌরী পরিণীতা।

নবদ্বীপে তাহাদের সহিত এক বৃদ্ধা আত্মীয়া আসিয়া পীড়িতা হইয়াছিলেন বলিয়া এখনও বিপিনবিহারী পড়াশুনার বন্দোবস্ত করিতে পারে নাই। তাহারা পিতৃমাতৃহীন—প্রচুর

ধনের অধিকারী—শান্তিপুরে তাহাদের গৃহ। তখনকার ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য পণ্ডিতেরা কায়স্থকে সংস্কৃত শিক্ষা দিতে চাহিত না, তাই স্বগ্রাম ছাড়িয়া বিপিনবিহারী নবদ্বীপে শিক্ষালাভ করিতে আসিয়াছিল। নবদ্বীপের বাহিরে জাহ্নবী তীরে সে এক মনোরম উদ্যানবাটী ক্রয় করিয়াছিল। আত্মীয়া আরোগ্য হইলে অচিরে তথায় গিয়া বাস করিবে মনস্থ করিয়াছিল।

গৌরী গৃহে বসিয়া তুলসীকে লইয়া রঙ্গ করিতেছিল। বাহিরে শব্দ হইল—"জয় রাধে! শ্রীরাধে! গৌর! গৌর!"

তুলসী ইঙ্গিত করিল। তাড়াতাড়ি মুক্ত বাতায়ন পথে মুখ বাহির করিয়া গৌরী আলখালা-পরিহিত মাখনদাস বাবাজীকে দেখিতে উঠিল।

দূরে ভগবানচন্দ্র দাঁড়াইয়া ছিল। সে দেখিল বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিল। এ সংবাদে ধনপতি কিরূপ বিপদগ্রস্থ হইবে তাহা স্মরণ করিয়া ভগবানচন্দ্র বড় চিন্তিত হইল। বাবাজীর নাচগান তাহার মোটেই ভাল লাগিল না।

বাবাজী বাসায় ফিরিয়া যখন শুনিল তাহার সকল শ্রম পণ্ড হইয়াছে তখন তাহার বিপদের পরিসীমা রহিল না।

কি ভীষণ নিরাশা! ধনপতি সিংহ বাবাজীকে গালি

দিল, ভৃত্যদের কটু-কাটব্য করিল, কিন্তু কিছুতেই তৃপ্তি হইল না। ফৌজদারের লোকজন আসিয়া কয়েকদিন তাহার গৃহে ষোড়শোপচারে পূজা গ্রহণ করিতেছিল আর তাহারা প্রত্যহ এক একবার মুরলীর দূত রমানাথকে ধরিয়া মুরলী-মোহন ও মাধুরী সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু কৃষ্ণবপু নানা প্রকার অসংলগ্ন কথা বলিত, নির্য্যাতন সহ্য করিত, মিথ্যা কথা বলিত, সত্য সংবাদ প্রদান করিত না। মুরলী ভ্রাতাকে যত অর্থ পাঠাইয়াছিল, কারাগার গৃহে রমানাথ লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছিল, ফৌজদারের লোক তাহার সন্ধান পায় নাই। ধনপতি সিংহ তাহাকে প্রলোভন দেখাইত, শূলে চাপাইবার ভয় দেখাইত, কখনও ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া তাহাকে কাষ্ঠ পাদুকা প্রহার করিত তবু ভীমকায় রমানাথ কোন কথা বলিত না। সে কেবল মনে মনে বুঝিত এ কার্য্যের পূর্ব্বাপর তাহার গ্রহ অপ্রসন্ন। প্রথমে মাধুরীকে হরণ করিয়া ভ্রম-ক্রমে সে তাহাকে অনুপমার বজরায় উঠাইয়া দিয়াছিল বলিয়া সুবিধা মত বিজনবিহারী তাহাকে একশত পঁচিশবার বেত্রাঘাত করিয়া-ছিলেন। উদ্যমপুরের রমানাথ তাহাকে প্রথম বিজনবিহারীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ডাকিয়াছিল বলিয়া মুরলীমোহন আদর করিয়া তাহাকে হামিদপুরে নিজের কাছারীর জমাদার করিয়া রাখিয়াছিল। সেখানে মুরলীমোহনের ধর্ম্মের শাসন—

রমানাথ কাহারও উপর অত্যাচার করিতে পারিত না, কাহারও কিছু কাড়িয়া খাইতে পারিত না। শেষে যখন মুরলীমোহন তাহাকে বিশ্বাস করিয়া উদ্যমপুরে পাঠাইল, তখন সে কতকটা আশ্বস্থ হইল। তখন সে ভাবিল উদ্যমপুর হইতে মোমিনবাগে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় ভাগীরথী তীরের দুই একখানা গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া কতকটা বিমল আনন্দভোগ করিবে। কিন্তু বিধাতা তাহার সাধে বাদ সাধিলেন। উদ্যমপুরের ঘাটে নামিয়াই সে স্বয়ং ধনপতি সিংহের হস্তে পড়িল। ঘাটের স্ত্রীলোকের ইঙ্গিতে তাহা বুঝিয়াও সে ভাবিয়াছিল তাহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। ধনপতির সহিত ছলনা করিয়া সে তাহার গৃহ হইতে কিছু ধনরত্ন অপহরণ করিয়া লইয়া আসিবে। কিন্তু ভাগ্যদোষে ধনপতি তাহাকে অবিশ্বাস করিয়া কারারুদ্ধ করিল।

আজ সদলবলে ফৌজদার সাহেবের লোকের প্রত্যাবর্ত্তন করিবার দিন। মিথ্যা সংবাদ দিয়া নবাব সাহেবের কর্ম্মচারীকে কষ্ট দিয়াছিল বলিয়া ধনপতি সিংহকে যথেষ্ট নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল। মুরলীমোহনের দূতের বিপক্ষে কোন প্রমাণ ছিল না। তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে অবশ্য কর্ম্মচারী স্বীকৃত হইল না। মিছামিছি একটা গলগ্রহ সঙ্গে লইয়া গিয়া কোন লাভ নাই। তবু ধনপতি সিংহের

অনুরোধে রাজ-কর্ম্মচারী একবার রমানাথের সহিত শেষ বাক্যালাপ করিতে স্বীকৃত হইল।

কারাগৃহ হইতে আসিবার সময় রমানাথের বামনয়ন স্পন্দন করিতেছিল। আবার নির্যাতন ভোগ করিতে হইবে। রমানাথ নবাব সরকারের সকল কর্ম্মচারীকে গালি দিল। ধনপতি সিংহের মৃত্যু কামনা করিল। নিজের অদৃষ্টের দোষ দিল। তবু তাহার মনে হইল না যে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে; আজন্ম সে যত অত্যাচার করিয়াছে, যত অধর্ম্মের বীজ রোপন করিয়াছে, তাহার সামান্য মাত্র ফলভোগ করিতেছে।

ফৌজদারের কর্ম্মচারী রমানাথকে অনেক লাঞ্ছনা করিল, নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করিল, স্বহস্তে বেত্রাঘাত করিল। এবার রমানাথ স্বীকৃত হইল। সে বলিল—"হুজুর মহাদেবের মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করেছি যে মাধুরীর সন্ধান কাকেও বল্‌ব না। বলব না হুজুর, তবে দেখিয়ে দিতে পারি।"

আবার ফৌজদারের লোক স্বহস্তে তাহাকে বেত্রাঘাত করিল। কিন্তু তাহার মনে বড় আনন্দ হইল। যে স্বয়ং কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে সফলতা যে নিশ্চিত সে বিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। রমানাথ কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে স্বীকৃত হইল না। সে বলিল—"হুজুর শূলে

দিন আর মেরে ফেলুন, বাবার মাথায় হাত দিয়ে যে পিরতিজ্ঞে করিছি তা' ভাঙ্গব না। আমি দেখিয়ে দেব।

ফৌজদারের লোক তাহাতেই স্বীকৃত হইল। বজরা আরোহণ করিয়া ফৌজদারের লোক সদলবলে ধনপতিকে লইয়া রমানাথকে লইয়া যাত্রা করিতে সম্মত হইল। ধনপতির প্রাণে আবার নূতন আশা জাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সমস্যা

মনে মনে বিজনবিহারী মুরলীকে শাস্তি দিতে কৃতসংকল্প হইল! কি স্পর্দ্ধা! কিন্তু সে তাহার প্রতি মৌখিক সৌজন্য প্রকাশ করিতে বিরত হইল না। অকস্মাৎ মুরলীর সহিত প্রকাশ্য-ভাবে দ্বন্দ করিলে কথাটা অনুপমার কানে পৌঁছিতে পারে বিজনবিহারী সেই আশঙ্কায় আপনার অধীর চিত্ত-বৃত্তি সংযত করিল। দুইজনে অশ্বারোহণে উত্তমপুরের দিকে চলিল। মুরলী কিন্তু স্থির থাকিতে পারিল না। কি ভীষণ বিস্ময়কর ব্যাপার! সে বিজনবিহারীর চরিত্রটা মোটে বুঝিয়া উঠিতে

পারিল না। এদেশে ধনপতি সিংহের কন্যা মাধুরী কি প্রকারে আসিল, সে প্রশ্নের কোন উত্তর সে মনের মধ্যে পাইল না। ভগবানের সৃষ্টি-মাধুর্য্যও তাহাকে একটু বিস্মিত করিল। তাহার দ্বারা কেন জগদীশ্বর তাহার চিরশত্রু ধনপতি সিংহের এত বড় উপকার সাধন করিলেন তাহাও বিস্মিত যুবকের বোধগম্য হইল না। ধনপতি সিংহ তাহার চিরশত্রু হইলেও সে তাহার এতবড় বিপদে বিচলিত হইল। তাহার কন্যার জীবনের বড় সঙ্কটময় সময়ে সে বিজনবিহারীর প্রমোদোদ্যানে পৌছিতে পারিয়াছিল বলিয়া মুরলীমোহন বিধাতাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিল। তাহার মনে এক তিল নীচ চিন্তা আসিল না, ধনপতি সিংহের অধঃপতন স্মরণ করিয়া তাহার প্রাণের তার একবারও আনন্দের তানে ঝঙ্কৃত হইল না। সে বিস্ময়ে সমস্ত ব্যাপারটা জানিবার জন্য ব্যস্ত হইল।

বিজনবিহারী তাহাকে লক্ষ করিতেছিল। সে তো তাহার সামান্য ভৃত্য মাত্র; তাহার নিকট সত্য কথা বলিতে দ্বিধাবোধ করিল না। সে বলিল—"বড় আশ্চর্য্য বোধ করছ, নয়?"

মুরলী বলিল—"সত্যই কিছু বুঝতে পারছি না। প্রথমতঃ আমার গ্রামের মেয়ে আপনার বাগানবাটীতে এলো কেমন ক'রে। তার পর যে দৃশ্য দেখলাম সে দৃশ্য দেখে অন্নদাতা

প্রভুর গাত্র স্পর্শ করলাম সে দৃশ্যের অর্থবোধ হ'ল না। আপনাকে চিরদিন দেবতা জ্ঞান করতাম, আপনি যে এ রকম—"

বিজনবিহারী বলিল—"পশুর মত ব্যবহার করতে পারি তা' তুমি বুঝে উঠতে পার নি। মুরলী, পত্নী অনুপমাকে খুব ভালবাসিতাম। অন্যান্য জমিদারের মত বহু বিবাহ করিনি বা বাটীর মধ্যে গণিকা পুষে রাখি না। কিন্তু তবু রক্ত মাংসের শরীর। লোভ বড় ভয়ঙ্কর জিনিষ।"

উভয়ে নীরব হইল। মুরলী বলিল—"কিন্তু মাধুরী এদেশে—"

বিজনবিহারী বলিল—"কেন? শুনবে? তোমার কথা শুনে দয়া হয়ে'ছিল। কিন্তু যদি দয়া না হ'ত যদি তুমি উত্তমপুরের ঘাটে তোমার তেজস্বী প্রাণের পরিচয়টুকু না দিতে তা' হ'লেও তোমাকে তখন বজরায় বন্ধ করে রাখতাম। দু'একদিন বাদে রাস্তার মাঝে নামিয়ে দিতাম।"

মুরলী কথাটা বুঝিল না। বিজনবিহারী বলিল—"শুনবে? ঘাটে প্রভাতেই মাধুরীর মুখখানা দেখি। যেন পদ্মফুলের মত ফুটে ছিল। প্রাণে বাসনা হ'ল যুবতীটিকে হরণ করে নিয়ে আসব। একবার তর্ক করলাম না, কারও সঙ্গে

পরামর্শ করলাম না। সন্ধান নিলাম—যুবতী কোন্ বাড়ীর কন্যা। রমানাথকে আদেশ করলাম। সন্ধ্যার পর সে আমারই কার্য্যে যাচ্ছিল। তোমাকে ঘাট থেকে সরিয়ে ফেলা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করলাম। কৌশলে তোমায় বজরায় আনলাম। তার পর তোমার গল্প শুনে বিশ্বাস হ'ল তুমি আমার অনিষ্ট করবে না—বরং শত্রুর বিপদে আনন্দ লাভ করবে। কিন্তু—"

মুরলী বলিল—"শত্রুতা তার সঙ্গে। তা' ব'লে ধর্ম্ম আছে—ইহকাল পরকাল আছে—ছেড়ে দিন—যুবতীকে মুক্তি দিন।"

বিজনবিহারী অন্তরে শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু তাহা নিমেষ মাত্র। আবার তাহার পশুবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। সে বলিল—"আচ্ছা গল্পের শেষটা শোন।"

মুরলী শুনিল। রমানাথ ভুলক্রমে মাধুরীকে অনুপমার বজরায় উঠাইয়া দিয়াছিল। মাধুরী মুরলীকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিত; ভাবিত তাহারই কুপরামর্শে বিজনবিহারী তাহাকে হরণ করিয়া আনিয়াছে। অনুপমা জানিত না মাধুরী ও মুরলীমোহন এক গ্রামের। অনুপমা বুঝিত মাধুরী মুরলী-মোহনের প্রেমাভিলাষিণী।

মুরলী লজ্জিত হইল। বিজনবিহারী আবার গল্পের

শেষাংশ বিবৃত করিল। মাধুরীর জন্য মুরলীমোহন তাহার সহিত মোমিনবাগে আসিয়াছিল। আবার মাধুরীর জন্যই সে হামিদপুরের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। অবশ্য বিজনবিহারী তাহাকে কোনও সন্দেহ করে নাই। তবু মাধুরীর জন্যই তাহার পদবৃদ্ধি—বিধাতার বিচার। তাহার পিতার অত্যাচারে তাহারা হৃতসর্ব্বস্ব। তাহার জন্য যে সে হামিদপুরের নায়েব। বিজনবিহারী হাসিতে লাগিল।

মুরলী বলিল—"বুঝতে পারলাম না।"

বিজনবিহারী বুঝাইল। অনুপমা মাধুরীকে দখল করিয়া বসিয়াছিল। তাহার কবল হইতে মাধুরীকে উদ্ধার করা অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। সে অনুপমাকে বলিল—"মুরলীর সহিত মাধুরীকে উত্তমপুরে পাঠাইবে। মুরলীমোহনকে মোমিনবাগের বাহিরে প্রেরণ করা তাহার ইষ্টসিদ্ধির পক্ষে একান্ত আবশ্যক বিবেচিত হইল। কাজেই মুরলী হামিদপুরের নায়েবি পাইল। যে দিন মুরলী হামিদপুর ত্যাগ করিল, কৌশলে বিজনবিহারী সেইদিন মাধুরীকে আনিয়া প্রমোদো-দ্যানে রাখিল।

মুরলী তাহাকে আপাদমস্তক লক্ষ করিতে লাগিল। তাহার সৌজন্য, তাহার দয়া, তাহার আন্তরিকতা, তাহার হাসি মুরলীকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। কি

ভীষণ প্রতারণা! মুরলী তাহার প্রকৃত চরিত্রের এবং তাহার বাহ্যিক আচরণের সমন্বয় করিতে পারিল না। কি জটিল সমস্যা!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সারাদিন অনুপমা স্বামীর দর্শন পাইল না। মুরলীমোহনের নিকট হইতে মাধুরীর সংবাদ পাইবার জন্য অনুপমা বড় ব্যস্ত হইলেন। স্বামীর সহিত তাহাকে অশ্বারোহণে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখিয়া সুন্দরীর প্রাণ বড় অধীর হইল। উভয়েরই মুখ গম্ভীর, উভয়ের মুখে চিন্তার রেখা, বহুদিন পরে উভয় বন্ধুর সম্মিলনে কাহারও মুখে অনুপমা হাসি দেখিতে পাইলেন না ইহা বড় বিস্ময়ের কথা। বিজনবিহারী সম্বন্ধে তাহার সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইল। বিজনবিহারী তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছে, তাহার হাসির অন্তরালে একটু বিরক্তি লুক্কায়িত রাখিতেছে, তাহার স্নেহ যত্ন যেন কোনও একটা গর্হিত কার্য্যকে গোপন করিতেছে;

এ সন্দেহে অনুপমা প্রত্যহই বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা সহ্য করিত! আজ তাহার মুখ দেখিয়া রমণী প্রমাদ গণিল। তাহার পর যখন সারাদিন স্বামী তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল না তখন তাহার চক্ষের কোণে জল আসিল। কি কুহকে পড়িয়া তাহার দেবোপম স্বামী তাহার অগাধ বুকভরা ভালবাসা উপেক্ষা করিল, কিরূপে তাহাদের প্রেমবৃক্ষে বিষময়ফলের অঙ্কুর উদ্গত হইল যুবতী তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। তাহার স্বামী অপরের প্রণয়ভাজন হইয়াছিল, অপরের প্রণয়ের প্রত্যাখ্যানে তাহার স্নেহময় স্বামী জ্বলিতেছিল এইরূপ সন্দেহের ছায়া যুবতীকে বড় শশব্যস্ত করিল। সে শয্যায় শুইয়া অন্ধকারের মধ্যে উপাদানে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল—ভগবানকে ডাকিল, অদৃষ্টকে গালি দিল। ধীরে ধীরে যখন বিজনবিহারী গৃহে প্রবেশ করিল তখন সে কিছু বুঝিল না।

বিজনবিহারী বলিল—"ঘর এত অন্ধকার কেন?"

সতীর চমক ভাঙ্গিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া গৃহে দীপ জ্বালিল। বিজনবিহারী চমকিত হইয়া বলিল—"কি হয়েছে? তুমি কাঁদছিলে?"

স্বামীর কণ্ঠস্বর রূঢ়! তাহার প্রাণের কিঞ্চিত বিরক্তির ভাব তাহার কণ্ঠস্বরে প্রকটিত হইল। অভিমানের উপর

রূঢ়স্বর, অনুপমা ধৈর্যচ্যুত হইল। একেবারে তাহার দুই চক্ষু বহিয়া আবেগাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল।

বিজনবিহারী আরও বিরক্ত হইল। আরও রূঢ়স্বরে বলিল—"একি ব্যাপার! আমি যাচ্ছি যুদ্ধে। হয়ত আর ফিরব না, তোমার এই ব্যাপার—"

যুবতী স্তম্ভিত হইল। তাহার অশ্রুবেগ বাধা পাইল। সে আর্দ্রকণ্ঠে বলিল—"যুদ্ধে!"

বিজনবিহারী বলিল—"হাঁ! যুদ্ধে! মুরলী হামিদপুরে এক কাণ্ড বাধিয়ে এয়েছে—"

বিজনবিহারী অসাবধানতা বশতঃ বলিয়া ফেলিল—"হাঁ হামিদপুরের নায়েব মুরলী। তিন চার মাসে বেশ শাসন করেছিল। শেষে চড় নিয়ে পাশের জমিদার মোল্লাদের সঙ্গে দাঙ্গা বাধিয়েছে, তারা সদলবলে চড় দখল করতে আসছে, কাছারি লুটতে আসছে। ভোরেই আমাদের রওনা হ'তে হবে।"

তিন চারি মাস ধরিয়া মুরলীমোহন হামিদপুরে পরগণা শাসন করিতেছিল, চড় লইয়া দাঙ্গা বাধাইয়াছে! তবে মুরলীমোহন মাধুরীকে লইয়া যায় নাই। তবে কি?—

যুবতী বুঝিল। একেবারে সমস্ত সত্যকথা তাহার সম্মুখে ঝলসিতে লাগিল। স্বামীর নিষ্ঠুর আচরণ তাহার দেবোপম

স্বামীর পৈশাচিকতা ব্যবহার, তাহার মিথ্যা গল্প, রমণী আর কত সহ্য করিবে? তাহার মাথা ঘুরিতেছিল। সমস্ত গৃহ সরঞ্জাম তাহার চক্ষের সম্মুখে নাচিতেছিল। তাহার স্বামী নাচিতে লাগিল, দীর্ঘ হইল। তাহার কেবল মুখখানা বাড়িয়া ভীষণ আকার ধারণ করিল। তাহার দেহ লম্ববান হইল। এক স্বামীর দেহ দুইভাগ হইল, ছায়া পড়িল। রমণী মূর্চ্ছিত হইয়া শয্যায় পড়িয়া গেল।

বিজনবিহারীর পশু-হৃদয় বিচলিত হইল না। সে আরও বিরক্ত হইল। পরিচারিকাকে ডাকিয়া সে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিরহে

নিদারুণ মর্ম্মবেদনা! সারারাত্রি অনুপমা কত দুঃস্বপ্ন দেখিল—স্বপ্নে কত রাক্ষসী মুখ ব্যাদান করিয়া তাহাকে ভক্ষণ করিতে আসিল—কত পিশাচ তাহাকে জ্বালাইবার জন্য দীপ সলাকা লইয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল—ভয়ে যুবতী ছুটিল, স্বামীর দিকে ছুটিল,—স্বামী মাধুরীকে আলিঙ্গন করিয়া বসিয়া

ছিল তাহাকে দেখিয়া উভয়ে অট্টহাস্য করিল, লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে আপনাদের নিকট আসিতে দিল না। যুবতী প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল, কেহ শুনিল না,—কেহ কথার উত্তর দিল না, কেহ একটা মিষ্ট কথা বলিল না। মধ্য রাত্রিতে যখন অনুপমার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন সে শয্যায় স্বামীকে দেখিতে পাইল না। প্রভাতে উঠিয়া বুঝিল সারারাত্রি সে একেলা মর্ম্ম যাতনায় দগ্ধ হইয়াছে।

প্রভাতে উঠিয়া অনুপমা দাস দাসী কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। বাটী নিস্তব্ধ। বাহিরের কাছারী-তেও কোন গোলমাল নাই। প্রাসাদ শিখরে উঠিলে অশ্বশালা দেখিতে পাওয়া যায়,—যুবতী দেখিল অশ্বশালা শূন্য। স্বামী চলিয়া গিয়াছে—মুরলীমোহনের সহিত হামিদপুরে যুদ্ধ করিতে গিয়াছে। আর এক নূতন আশঙ্কা আসিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিল। কি করিবে কোন উপায় নাই। অনুপমা বহু কষ্টে সারাদিন অতিবাহিত করিল।

দ্বিতীয় দিবস সংবাদ আসিল। হামিদপুরের জমি লইয়া বিজনবিহারীর সহিত মোল্লাদিগের তুমুল সংগ্রাম হইবে। প্রতি পক্ষে অনেক লোক জুটিয়াছে। নানারূপ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া উভয় পক্ষের লোক জমি দখল করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। সে সংগ্রামে প্রতিপক্ষে অনেক লোক নিহত হইবে। কে

বলিতে পারে কাহার কাল পূর্ণ হইয়াছে? কে বলিতে পারে মুরলীমোহন মরিবে না? কে বলিতে পারে বিজনবিহারী—

সতী শিহরিয়া উঠিল। বিজনবিহারী—কুটিল, লম্পট, বিশ্বাসঘাতক বিজনবিহারী—বিষকুম্ভ-পয়োমুখ বিজনবিহারী—নিষ্ঠুর—নৃশংস বিজনবিহারী—সতীর সতীত্ব অপহরণ—কিন্তু বিজনবিহারী স্বামী! সতী শিহরিয়া উঠিল। অরুণোদয়ে যেমন নীহার বিন্দু বাষ্পে পরিণত হয় তেমনি তাহার মন হইতে সকল অভিমান সরিয়া গেল। যাহাই হউক বিজনবিহারী তাহার স্বামী, তাহার সকল আশা, সকল গর্ব্ব বিজনবিহারীতে কেন্দ্রীভূত, একদিনের জন্যও বিজনবিহারী তাহাকে অযত্ন করে নাই, কোন দিন বিজনবিহারী তাহাকে রূঢ় কথা বলে নাই। সংগ্রামে যদি বিজনবিহারীর অমঙ্গল হয়? এবার অনুপমা কাঁদিল—স্বামীর কাপট্য স্মরণ করিয়া নহে, স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া। একাকিনী বসিয়া অনুপমা কাঁদিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সাক্ষাৎ

মাধুরী যুদ্ধ বিগ্রহের কথা কিছুই জানিত না। সাতদিন ধরিয়া বিজনবিহারী তাহাকে প্রলোভিত করিতে আসে নাই, সাতদিন ধরিয়া আতঙ্কে তাহার প্রাণ দুরু দুরু কাঁপে নাই সেই শান্তিতে সুন্দরী আপনার সোণার পিঞ্জরায় বসিয়া নানা কথা ভাবিত। মুরলীমোহন তাহাকে বিজনবিহারীর হস্ত হইতে রক্ষা করিতেছিল সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল না। এ সাত-দিন মুরলীমোহনের অনুগ্রহে বিজনবিহারী তাহাকে নির্য্যাতন করিতে আসে নাই, সে কথাও তাহার প্রাণে জাগিতেছিল। মুরলীমোহন তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল—সে বিস্ময় যে প্রকৃত, তাহাও যেন সুন্দরী একপ্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। বিজনবিহারী যে পিশাচ, বিজনবিহারী যে হাসির পিছনে হলাহল লুকাইয়া রাখিত, সে বিষয়ে মাধুরীর ধারণা নির্ভুল। মাধুরী ভাবিল তবে কি মুরলীর অজ্ঞাতে এই পিশাচ তাহাকে পিতৃগৃহ হইতে অপহরণ করিয়া আনিয়াছিল। তাহা সম্ভবপর হইলেও মাধুরী একটা কথা বুঝিতে পারিল না। তাহাদের

নৌকায় মুরলীমোহন আসিল কোথা হইতে? তাহাকে রক্ষা করিবার সময় ভগবান মুরলীমোহনকে পাঠাইলেন কোথা হইতে? যুবতী অনেক ভাবিল, কিছু বুঝিল না। মুরলীর উপর তাহার সঞ্চিত বিদ্বেষ-ভাব মাথা তুলিয়া দল বাঁধিয়া দাঁড়াইল কিন্তু তাহার একমুহূর্ত্তের দেবভাব সে গুলাকে তাড়াইয়া দিল। এক মুহূর্ত্তের দেবভাব—বংশগত বৈরীভাবকে ছেদন করিল—এক মুহূর্ত্তের উপকার—চিরদিনের অসদ্ভাব রহিত করিল। মাত্র এক মুহূর্ত্ত—কিন্তু কি শুভ মুহূর্ত্ত! তাহার জীবনে অমন মুহূর্ত্ত আর কখনও আসে নাই—যদি সেই মুহূর্ত্তে মুরলী না আসিত—যদি সে মুহূর্ত্তে পিশাচ জয়লাভ করিত! সে মুহূর্ত্তের উপর তাহার ইহকাল পরকালের সুখ শান্তি নির্ভর করিতেছিল। মাধুরী মুরলীকে দেবতা জ্ঞান না করিয়া থাকিতে পারিল না। তাহাদিগের উপর পিতার অত্যাচার স্মরণ করিয়া স্নেহের পিতাকে নিষ্ঠুর না ভাবিয়া থাকিতে পারিল না। যদি কখনও মুক্তিলাভ করিতে পারে, যদি আবার উত্তমপুরের পথ ঘাট ঘর বাড়ীতে মাধুরী প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে, তাহা হইলে প্রথম সে মুরলীর জননীর পদচুম্বন করিবে, মুরলীর লজ্জাবনতমুখী ভ্রাতৃজায়াকে আলিঙ্গন করিবে। যদি মুখ ফুটিয়া পিতাকে বলিতে পারে তাহা হইলে সে চিরকাল তাহাদের সংসারে—ছিঃ ছিঃ! তাহা কি হইতে পারে?

মাধুরী পরিচারিকা তুলসীর সহিত গল্প করিত, উদ্যানের মধ্যে এক একবার ঘুরিত, কোন শব্দ হইলে চকিতা কুরঙ্গিনীর মত চাহিত—সর্ব্বদা ভীতা ত্রাস্তা, সন্দেহমানা। কিন্তু সাত-দিনে আশঙ্কার কতকটা নিবৃত্তি হইয়াছিল তাহার উপর যে ভগবানের কৃপা আছে সে কথা সে বুঝিয়াছিল।

সাতদিন কাটিয়াছে বটে কিন্তু কেমন করিয়া মাধুরী এ পিঞ্জর হইতে মুক্ত হইবে, তাহা নির্ণয় করিতে পারিল না! সে তুলসীর সহিত বাজে কথা কহিতেছিল। অকস্মাৎ গৃহের দ্বার খুলিল। মাধুরী বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া দেখিল—অনুপমা। অনুপমার নেত্রে বিস্ময়,—মুখ শুষ্ক।

যুবতীদ্বয় পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ক্ষণ-কাল কাহারও বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হিসাব-নিকাশ

"আর কতদূর ?"

"আজ্ঞে দেখিয়ে দ'ব। মুখে বলব না। বলেছি তো হুজুর বাবার মাথায় হাত দিয়ে পিরতিজ্ঞে করেছি বলব না। তবে দেখিয়ে দ'ব।"

তিন দিন বজরায় কালাতিপাত করিতেছিল, ধনপতি সিংহের আতিথ্যে উত্তমরূপ আহার্য্যের সদ্গতি করিতেছিল বলিয়া ফৌজদারের কর্ম্মচারী মোটেই বিরক্ত হয় নাই। এমন তো প্রতিদিন ঘটে না। তবে ধর্ম্মের অনুরোধে সে এক একবার রমানাথকে জিজ্ঞাসা করিত—"আর কতদূর ?" রমানাথও এক উত্তর দিত। এ কয়দিন তাহারও চলিয়াছিল ভাল। আশায় তাহাকে সকলে যত্ন করিতেছিল, সকলে উত্তম আহার্য্য দানে তাহাকে পরিপুষ্ট করিতেছিল। মাঝে মাঝে ধনপতি বলিত—"দেখিস্ বাবা শেষে যদি না দেখাতে পারিস ফৌজদারের লোক তোকে প্রাণে না মেরে ছাড়বে না।" রমানাথ অতি বিনয় সহকারে কালো মুখে একমুখ হাসিয়া বলিত—"আজ্ঞে বাবু তাও কি হয় ?"

কিন্তু রমানাথ কি করিবে তাহা স্থির করিতে পারে নাই। তখন প্রাণের দায়ে সে বলিয়া ফেলিয়াছিল যে মাধুরীর সন্ধান বলিয়া দিবে। সে মাধুরীর সন্ধানও জানিত। কিন্তু সদলবলে ফৌজদারের লোককে বিজনবিহারীর মোমিনবাগ রাজত্ব লইয়া গেলে তাহাকে আর এক মুহূর্ত্ত বাঁচিতে হইবে না সে কথা রমানাথ বিলক্ষণ বুঝিল। আর তাহার মত পাপী মূর্খ লোকের একটা সুবৃত্তি সর্ব্বদা হৃদয়ে বিরাজ করিত। প্রভুভক্তি তাহার মজ্জায় মজ্জায় গ্রথিত ছিল। সে পাপ

করিয়াছিল প্রভুর জন্য। কষাঘাতের ভয়ে রমানাথ ফৌজদারের লোককে মাধুরীর সন্ধান বলিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। তাহাদিগকে সে গঙ্গার উপর দিয়া উত্তর দিকে লইয়া চলিয়াছিল। কি উপায়ে সে যমদূতের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া মুরলীমোহনের ভ্রাতার হস্তে মুরলীপ্রদত্ত স্বর্ণমুদ্রাগুলি প্রদান করিবে, রমানাথ সেই চিন্তা করিতে লাগিল।

চতুর্থ রাত্রিতে রমানাথ সুযোগ বুঝিয়া ধীরে ধীরে স্ফীতা জাহ্নবীর বক্ষে নামিয়া পড়িল। একজন প্রহরী সংবাদ পাইয়া সোর গোল তুলিল। ফৌজদারের লোকের কাণে সংবাদ পঁহুছিল। ধনপতি সিংহ ক্ষোভে আপনার প্রবীন শিরে করাঘাত করিতে লাগিল। ফৌজদারের লোক ভাসমান রমানাথের উপর গুলি চালাইতে আজ্ঞা প্রচার করিল।

রমানাথ প্রাণপণে সন্তরণ করিতেছিল। এখনি নৌকা আনিয়া সকলে তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে, গুলি মারিয়া তাহারা তাহাকে হত্যা করিবে, সে কথা তাহার মনে হইল। রমানাথ প্রাণপণে তরঙ্গের সহিত যুঝিতে লাগিল। কি বিড়ম্বনা! কেন সে জীবনে এত পাপ অর্জ্জন করিয়াছিল, কেন সে তাহার পিতার মত, ভ্রাতার মত, আত্মীয় স্বজনের মত জমি চষিয়া কৃষি-শিল্পের দ্বারা জীবন যাপন করে নাই। বজরার দিক হইতে ছোট ডিঙ্গি তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছিল। এখনি

তাহারা রমানাথকে ধরিবে। এখনি তাহারা তাহার প্রাণবধ করিবে। তাহার জীবনের সমস্ত পাপ-চিত্রগুলা তাহাকে বিভীষিকা দেখাইতে লাগিল। পবিত্র গঙ্গাবক্ষে ভাসিতে ভাসিতে জ্ঞানহারা দিশাহারা হইয়া রমানাথ সন্তরণ করিতেছিল আর মনে মনে শপথ করিতেছিল যে সে এ যাত্রায় রক্ষা পাইলে আর জীবনে পাপ কার্য্যে লিপ্ত থাকিবে না। কিন্তু আজিকার রাত্রিতে নিস্তার পাইবার সে কোন উপায় দেখিল না। তরণী বড় নিকটবর্ত্তী হইতেছিল।

তরণী হইতে এক ব্যক্তি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক তুলিল। সর্ব্বনাশ! রমানাথ জোরে সাঁতার কাটিল। কে তাহার পা চাপিয়া ধরিল। নূতন বিপদ্! রমানাথ পা ঝাড়িল। প্রাণপণে সন্তরণ করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাকে যমে ধরিয়াছিল। ভিতর হইতে কে তাহাকে গঙ্গাগর্ভে টানিতেছিল। রমানাথ ক্ষিপ্তের মত হাত চালাইতে লাগিল। বুঝিল তাহাকে কুমীরে ধরিয়াছে।

কুম্ভীরে ও মানবে যে অত ভীষণ যুদ্ধ হইতেছে নৌকার লোকে তাহা বুঝিল না। তাহারা গুলি চালাইল। লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া তাহারা আবার গুলি চালাইল। শাপে বর হইল। আবার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া তাহারা কুমীরের গায়ে গুলি মারিল। কুমীর রমানাথকে ছাড়িয়া ডুবিয়া পড়িল। রক্তে নদীবক্ষ

রঞ্জিত হইল। রমানাথ নিশ্চেষ্ট হইয়া ভাসিতে লাগিল। হাত পা নাড়িল না।

নৌকার রক্ষীগণ আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহারা বুঝিল রমানাথ মরিয়াছে। একজন চীৎকার করিয়া বলিল,—"লাস ?"

ফৌজদারের লোক বলিল—"জলে পচুক। ফিরে এস।"

বীরের দল রণজয়ী হইয়া বজরার দিকে তরী বাহিয়া চলিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বন্ধুগৃহে

এ কয় মাস ললিতমোহনের মাতা পুত্র লইয়া গঙ্গাতীর-বর্ত্তী বামুনডাঙ্গা গ্রামে বাস করিতেছিলেন। বিষাদের সহিত তাহাদের এক প্রকার রফা রফিয়ত হইয়া গিয়াছিল। ঠিক তাহাদের গৃহ ত্যাগের পরই গৃহে বজ্রাঘাত হইয়াছিল বলিয়া ললিতমোহনের প্রাণে দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে জগদীশ্বরের সমস্ত ক্রীড়া মানবের হিতের জন্য সাধিত হইয়া থাকে। বামুনডাঙ্গায় তাহার শ্বশুর গৃহ। ধনী শ্বশুর, জামাতার বিশেষ

তাহার মাতার আত্মসম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাহাদিগকে একটি বিভিন্ন বাটী দান করিয়াছিলেন। ললিতমোহনও তাঁহার নিকট কর্ম্ম করিয়া বেতন গ্রহণ করিতেন, তাহাতে তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। আপনাকে শ্বশুরের গলগ্রহ মনে করিয়া হীনতা স্বীকার কারতে হইত না। প্রবৃত্তির বশে মানুষ চলে। সম্ভ্রমের জন্য মানুষ লালায়িত। মনকে একটা বুঝাইতে পারিলে মানুষ প্রাণে সুখ অনুভব করে।

শোকের সহিত ও তাহাদের একটা রফা রফিয়ত হইয়াছিল। তাহার মাতা কতকটা সুস্থ হইয়াছিলেন। সুন্দরী মাধবী একত্রে পিতাকে ও স্বামীকে পাইয়া বড় সুখে কাল কাটাইতে ছিল। উত্তমপুরের জন্য এক একবার ললিতমোহনের প্রাণ কাঁদিত। তাহা[illegible]না যৌবনের সুখের দিন গুলা স্মরণ করিয়া উত্তমপুরের জন্য এক একবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিত। কিন্তু যুবতী সাধ্বী উত্তমপুরের নামে শিহরিয়া উঠিত। কি ভীষণ দেশ! কি ভীষণ মর্ম্মবেদনার স্মৃতি!

প্রভাতে উঠিয়া অভ্যাসমত ললিতমোহন জাহ্নবীতীরে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিল। বালারুণের স্নিগ্ধ রশ্মিতে যুবক নদীসৈকতে যে দৃশ্য দেখিল তাহাতে সে শিহরিয়া উঠিল। একটা কৃষ্ণকায় অসুরের ন্যায় লোক মৃতের মত বালুকার উপর পড়িয়াছিল। তাহার বামপদের অর্দ্ধেকটা কে কাটিয়া

লইয়াছে। লোকটা মূর্চ্ছিত হইবার পূর্ব্বে আপনার বস্ত্রের প্রান্ত ভাগ দিয়া ক্ষত স্থান বাঁধিয়াছিল বলিয়া রক্ত বন্ধ হইয়াছিল। তাহার অনতিদূরে একটা মৃত কুম্ভীর পড়িয়াছিল। কুম্ভীরের দেহের একাধিক স্থল হইতে শোণিত নির্গত হইতেছিল।

ললিতমোহন তাড়াতাড়ি অপরিচিতের নাড়ি পরীক্ষা করিল। তখনও লোকটা বাঁচিয়া ছিল। ললিত তাহার মুখে দুই গণ্ডুষ গঙ্গাজল দিল। রমানাথ একবার চক্ষু মেলিল। অর্দ্ধ সংজ্ঞাহীনের দৃষ্টি—সে চাহনী দেখিয়া কোমল-হৃদয় ললিতমোহন বড় বিচলিত হইল। সে ধীরে ধীরে আর্ত্তের মুখের নিকট মুখ লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'জল দ'ব।'

রমানাথ আবার চক্ষু চাহিল। ব[illegible] মুরলী বাবু?"

ললিত বিস্মিত হইল। বলিল—"তোমার নাম কি? আমি মুরলীর ভাই—"

ধীরে ধীরে রমানাথ বলিল—"ললিত বাবু আপনার টাকা—"

রমানাথ কোমরে হাত দিল। বিস্মিত ললিতমোহন তাহার কোমর হইতে টাকার থলি খুলিয়া লইল। তাহার ভিতর পত্র ছিল। জলে অক্ষর ধুইয়া গিয়াছিল। এক একটা অক্ষর দেখা যাইতেছিল। মুরলীর অক্ষর। মুরলীর

হস্তাক্ষর! ললিতমোহন কাঁপিতেছিল, নাচিতেছিল। খঞ্জের গলা জড়াইয়া ধরিতেছিল।

রমানাথের সংজ্ঞা হইতেছিল। সে ব্যাপারটা বুঝিল। তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

আনন্দে ললিতমোহন রমানাথকে স্কন্ধে লইয়া গৃহের দিকে ছুটিল। রমানাথ কাতরভাবে নিষেধ করিল। ললিত-মোহন শুনিল না। গ্রাম্য পথ দিয়া সে ক্ষিপ্তের মত ছুটিতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শয়তান্

উভয়পক্ষে তুমুল সংগ্রামের আয়োজন হইয়াছিল। তখন নবাবের তেমন শাসন ছিল না। ফৌজদার সামান্য শক্তি লইয়া প্রতাপবান জমিদারদিগের সহিত বলক্ষয় করিতে অগ্রসর হইত না। মোমিনবাগে বিজনবিহারীর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ছিল। তাহার বিপক্ষ আসান মোল্লাও খুব শক্তিশালী। সামান্য চড় লইয়া বিবাদ হইতেছিল বটে কিন্তু কোনও পক্ষের আয়োজনের অভাব ছিল না। হাতী ঘোড়া,

ঢাল তরবারি লাঠি সড়কি, বন্দুক, পিস্তল সকল প্রকার অস্ত্রের আয়োজন ছিল, বিজনবিহারীর লোকজন চড়ের উপর দখলীকার ছিল। মাঝে সামান্য মাত্র নদী। নদীর ওপারে আম গাছের বাগানে দলে দলে মোল্লার লোক আক্রমণ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। বিজনবিহারীর কতক লোক চড়ের উপরে বাগানে লুক্কায়িত ছিল।

উভয় পক্ষই ইতস্ততঃ করিতেছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে কি ফল ফলিবে কে বলিতে পারে? অধিক লোক ক্ষয় হইলে নবাব ছাড়িবেন না—জমিদারদিগকে শাস্তি দিবেন। তাঁহার অর্থের প্রয়োজন, উভয় পক্ষের নিকট হইতে অনেক অর্থ শোষণ করিয়া লইবেন। বিজনবিহারী সম্মুখে আয়োজন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু গোপনে মোল্লা সাহেবের সহিত কলহ নিষ্পত্তি করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। সে কথা উভয় জমিদার ব্যতীত অপর কেহ জানিত না।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছিল। স্থানে স্থানে মশাল জালিয়া দুই একজন প্রহরী জাগ্রত থাকিয়া শত্রুর সংবাদ রাখিতেছিল। লোকজন সব নিদ্রামগ্ন। মুরলীমোহন ধীরে ধীরে বাগানের ভিতর অন্ধকারে ঘুরিয়া দেখিতেছিল প্রহরীরা কিরূপ কর্ত্তব্য পালন করিতেছে। আপনাদের

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শিবিরের কিয়ৎদূর অগ্রসর হইয়া সে পরিভ্রমণ করিতেছিল। সে দেখিল অন্ধকারে একজন লোক নদী পার হইতেছে।

নিশ্বাস বন্ধ করিয়া মুরলীমোহন লোকটাকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। সে পার হইয়া বাগানে উঠিল। মুরলীমোহন তাহার পিছনে চলিল। একটা বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নে আলো জ্বলিতেছিল। অন্ধকারে আগন্তুক সেই দিকে চলিল।

মুরলীমোহন একটা গাছের ঝোপে লুকাইয়া দেখিল অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নে গালিচা পাতিয়া স্বয়ং বিজনবিহারী কাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। আগন্তুক ধীরে ধীরে তাহার নিকট আসিল। বিজনবিহারী দাঁড়াইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিল। সর্ব্বনাশ! আগন্তুক আসান মোল্লা! উভয় বৈরী মধ্যরাত্রে বনের মধ্যে গোপনে মিলিত হইল কেন মুরলী তাহা বুঝিল না। সমস্ত দৃশ্যটা তাহার নিকট স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

উভয় জমিদার পরস্পরের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিল। রূপার আতরদান হইতে উভয়ে আতর গ্রহণ করিল। উভয়ে জরির তবক মোড়া তাম্বূল গ্রহণ করিল। একটা ভৃত্য দুইটা বহুমূল্য গুড়গুড়িতে সুগন্ধী তামাক

আনিয়া দিল। উভয়ে যেন কতদিনের পুরাতন বন্ধু—উভয়ের মধ্যে যেন কোনও বাদ-বিসম্বাদ বর্ত্তমান ছিল না।

বিজনবিহারী বলিল—"আপনার শুভাগমনে আমি আপনাকে ধন্য বিবেচনা করিলাম। আমাদের উভয় পরিবারের মধ্যে বহুদিনের সখ্য। মিছামিছি লড়াই দাঙ্গা করিয়া জীব হত্যায় লাভ কি মোল্লা সাহেব?"

মোল্লা সাহেব বলিল—"মশায় লড়াই করা কি আমার সখ্! সামান্য চড়ে আপনার বা আমার কাহারও লাভালাভ নাই। কিন্তু ইজ্জতের জন্য আমাদিগকে এসব সাজ-সরঞ্জাম করিতে হইয়াছে।"

বিজনবিহারী বলিল—"তুচ্ছ চড়। আপনি তো জানেন যখন নদীর ওপারে ভাঙ্গন হ'য়েছে তখন এদিকে চড়া পড়লে চড় আমার।"

মোল্লা বলিল—"তা' জানি। নদী ওপারে অনেকদূর অবধি ভেঙ্গেছে, অনেক গরীব গৃহশূন্য হ'য়েছে। তারা আপনার নায়েবের কাছে অনুমতি নিয়ে চড়ে ফসল করতে চেয়েছিল মাত্র। আপনার নায়েব তাদের তাড়িয়ে দেন। তারপর আমি স্বয়ং লোক পাঠাই। প্রস্তাব হ'য়েছিল যে লোকগুলাকে চড়ে ফসল করতে দেওয়া হ'ক। ফসল হ'লে

ওরা আপনার সরকারে খাজনা দেবে। তবে ওরা গোড়ায় কিছু বন্দোবস্ত করতে পারবে না।"

বিজনবিহারী বলিল—"এতো বেশ প্রস্তাব ; আমি এখনও সম্মত আছি।"

মোল্লা বলিল—"কিন্তু তখন আপনার নায়েব ব'লে পাঠিয়েছিলেন—চড়ের মালিক বিজনবিহারী, মোল্লার হুকুমে কাজ করবার কোন ধার ধারিনা। তাতে আমার দূতের সঙ্গে তাঁর বচসা হয়। তিনি আমার দূতকে বিশ কোড়া লাগিয়ে বিদায় দেন আর বল্লেন—"

ক্রোধে যুবক আসান মোল্লা কাঁপিতেছিল। বিজন-বিহারীর মুখে সহানুভূতি ও ক্রোধের মুখোস দেখিয়া মুরলী মোহন জ্বলিতেছিল। তাহার দূতটা মুরলীমোহনকে অপমান করিয়াছিল বলিয়া মুরলীমোহন তাহার কাণে ধরিয়া কাছারী হইতে বহির্গত করিয়া দিয়াছিল মাত্র। সে আপনার প্রভুর নিকট গিয়া মিথ্যা অভিযোগ করিয়াছিল।

মৌল্লা বলিল—"আমার দূতকে বলিল তোর মনিবেরও এই দশা হ'বে। তাই আমি চড় দখল করিবার অভিপ্রায় করেছিলাম।"

বিজনবিহারীর আপনার সহোদর ভ্রাতাকে কেহ অব-মাননা করিলে তাহার মুখভাব যেরূপ ভাব ধারণ করা কর্ত্তব্য

এক্ষেত্রে তাহার মুখভাব সেইরূপই আকার ধারণ করিল। সে অতি বিনয় সহকারে মোল্লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। এ সকল কার্য্য যে তাহার অজ্ঞানে হইয়াছে সে সম্বন্ধে অনেক শপথ করিল। যাহাতে ভবিষ্যতে এরূপ কাণ্ড না ঘটিতে পারে সে সম্বন্ধে সে স্বয়ং লক্ষ্য রাখিতে প্রতিশ্রুত হইল। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে মুরলীমোহনকে মোল্লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে প্রেরণ করিলে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই সে কথা ব্যক্ত করিল।

মোল্লা কিন্তু সহজে সন্তুষ্ট হইল না। বিজনবিহারীর কথাবার্ত্তায় মুরলীর উপর তাহার ক্রোধটা দ্বিগুণ হইল।

বিজনবিহারী বলিল—"আমি তাকে এ কার্য্যে আর রাখিব না প্রতিশ্রুত হ'তে পারি।"

মোল্লা তাহাতেও সম্মত হইল না।

বিজনবিহারী বলিল—"প্রকাশ্যে তাহাকে শাস্তি দিলে আমার মান-সম্ভ্রম একেবারে নষ্ট হ'বে। গোপনে কেহ তাহাকে হত্যা করলেও আমার ক্ষতি নাই।"

তাহার শাস্তির জন্য নানাপ্রকার প্রস্তাব উপস্থাপিত হইল। তাহাকে সন্ধির ছল করিয়া মোল্লার নিকট পাঠাইলে মোল্লা যদি তাহাকে অপমান করে তাহা হইলে বিজনবিহারীর লোকজন ক্রুদ্ধ হইবে, তাহাকে মান-সম্ভ্রম জলাঞ্জলি দিতে

হইবে। শেষে স্থির হইল আজই রাত্রে মোল্লা সাহেব কতকগুলি বিহারী লোক পাঠাইয়া তাহার শিবির হইতে মুরলীমোহনকে চুরি করিয়া লইয়া যাইবেন, তাহার পর তিনি তাহাকে কিছু দিন বন্দী রাখিয়া নিগৃহীত করিয়া ছাড়িয়া দিবেন। বিজনবিহারী আপনার লোকজনের নিকট প্রচার করিবেন যে, মুরলীমোহন পলাইয়াছে। শেষে সন্ধি করিয়া গৃহে ফিরিবেন। তাহার পর মুরলী প্রত্যাগমন করিলে তাহাকে মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসঘাতক, প্রভৃতি বলিয়া নিজ জমিদারী হইতে বিদায় করিয়া দিবেন।

ক্রোধে ও ঘৃণায় মুরলীমোহন কাঁপিতেছিল। যে দিন সে তাহার পাশব আক্রমণ হইতে মাধুরীকে রক্ষা করিয়াছিল সে সেই দিনই বুঝিয়াছিল, কপট বিজনবিহারী তাহাকে অল্পে ছাড়িবে না। কিন্তু তাহার পাশবিকতার মাত্রা যে এতদূর হইতে পারে তাহা সে উপলব্ধি করিতে পারে নাই। কি কপট ব্যবহার! কি ভীষণ কুটিলতা! সে দেখিল বিজনবিহারীর তুলনায় ধনপতি সিংহ দেবতা।

বিদায় লইয়া মোল্লা স্বস্থানে প্রস্থান করিল। বিজনবিহারি চলিয়া গেল। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল সেই ঝোপের ভিতর থাকিয়া মুরলীমোহন প্রকৃতিস্থ হইল। তাহার হৃদয়ের বহ্নি কতকটা প্রশমিত হইল, মোহ-ঘোরটা কাটিয়া গেল। সে

তখন শিরে হাত দিয়া বিচার করিতে বসিল। অনেকক্ষণ ভাবিয়া সে আপনার কর্ত্তব্যপথ স্থির করিয়া লইল—বিজন-বিহারীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ স্মরণ করিল, তাহার দেব-মূর্ত্তি মনে হইল, তাহার সহানুভূতির কটাক্ষ তাহাকে এতদূর আনিয়াছিল। আর আজিকার কটাক্ষ, আজিকার ষড়যন্ত্র! ক্ষিপ্তের মত মুরলীমোহন উঠিল। তাহার প্রাণের ভিতর হইতে স্বর উঠিল—সয়তান্।

নবম পরিচ্ছেদ

বিদায়

অনুপমা সকল কথা শুনিল, সকল কথা বুঝিল। মাধুরীও সকল কথা শুনিল। সে অনুপমার উপর বৃথা সন্দেহ করিয়াছিল, অনুপমাও তাহার উপর বৃথা সন্দেহ করিয়াছিল। তাহারা নারীবুদ্ধির প্রভাবে সে কথা বুঝিল। অনুপমা প্রাণ দিয়া তাহাকে বাঁচাইতে প্রতিশ্রুত হইল, স্বামীর অপ্রিয়ভাজন হইয়া তাহাকে বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে সম্মত হইল। নিজের ভাগ্যে কি ঘটিবে তাহা বিচার না করিয়াই

সে মাধুরীকে নিজগৃহে লইয়া চলিল। স্বামীর উপর তাহার বিশ্বাস ছিল।

দুইজনে প্রভাতে উঠিয়া গল্প করিতেছিল। বাগানের ভিতর সূর্য্যালোক সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই। স্থানে স্থানে লতাবিতানে তখনও অন্ধকার ছিল।

তাহারা কহিতেছিল নানা কথা—কথা হইতেছিলও নানা ছাঁদে। প্রভাতের অস্থির মলয় যেমন অলস-সিথিল ভাবে ফুলের কাণে কাণে কথা কহিয়া যায় তাহারাও তেমনি ভাবে কথা কহিতেছিল। আবার এক একবার প্রাণের আবেগে বেশ মেশামিশি হইতেছিল—যেমন বুক্ বুক্ বুক্ করিয়া উঠিয়া একটা উৎস অপর প্রস্রবণের জলের সঙ্গে অঙ্গ মিলাইয়া দেয়। তাহাদের চমক ভাঙ্গিল যখন একজন ভৃত্য আসিয়া বলিল—মা, হামিদপুরের নায়েব বাবু এসেছেন, তিনি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান, বড় জরুরি কথা আছে। বাধা মানবেন না, ভিতরে আসতে চান।

যুবতীদ্বয় আশ্চর্য্যবোধ করিল। মুরলী কখনও অনুপমার কাছে আসে নাই। অবশ্য একটা কিছু অত্যাবশ্যক কথা না থাকিলে সে অন্দরে প্রবেশ করিতে চাহিবে না। যুবতী অমঙ্গল আশঙ্কা করিল। স্বামীর বিপদ কল্পনা করিয়া মর্ম্মাহত

হইল। কি সর্ব্বনাশ! তবে কি দাঙ্গা-হাঙ্গামায় স্বামী আহত হইয়াছেন! তাহার চক্ষে জল আসিতেছিল। মাধুরী বুঝিল। সে বলিল—"দিদি ভয় করছ কেন? যাও, বাবুকে বসবার ঘরের বারান্দায় নিয়ে এস।"

যুবতীদ্বয় গৃহের ভিতরে প্রবেশ করিল। ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে মুরলী বাহিরে আসিয়া অনুপমাকে উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল। মাধুরী ধীরে ধীরে গৃহের বাহিরে আসিল।

মুরলী বলিল—"মাধুরী! তোমার সন্ধান করতে বাগান-বাটিতে গিয়েছিলাম। মা কোথা?"

মাধুরী বুঝিল। বলিল—"তিনি ঘরে আছেন। বাবুর কোন অমঙ্গল হয়নি ত?"

মুরলী বলিল—"না।"

অনুপমা আশ্বস্ত হইল। মুরলী বলিল—"মাধুরী, মাকে বলেছ?"

মাধুরী ঘাড় নাড়িল। মুরলী বলিল—"মা, সব শুনেছেন। ভাববেন না দাস আপনার স্বামীর নিন্দা করতে এসেছে। তিনি আমায় অন্নদান করেছেন। কিন্তু মাধুরীর সেই ঘটনার জন্য তিনি গত রাত্রে আমাকে যমের হাতে সঁপে দিয়েছিলেন।"

মুরলী সংক্ষেপে সকল কথা বলিল। সে বলিল—"মা,

আমি আর শিবিরে প্রবেশ না ক'রে পালিয়ে এসেছি। এখনি দেশে পালাব।

মাধুরী তাহার দিকে চাহিল। সে বলিল,—"মা একটা কথা আছে। মাধুরীর পিতা আমাদের শত্রু। কিন্তু মাধুরী বালিকা, আমরা ছেলেবেলায় এক সঙ্গে খেলা করেছি—ভাইবোনের মত। যদি মাধুরী আমার সঙ্গে যেতে চায়—"

মাধুরীর হৃদয় স্পন্দিত হইতেছিল। আবার ঘরে ফিরিবে, আত্মীয়-স্বজনের মুখ দেখিবে, কি আনন্দ!

মাধুরী অনুপমার মুখের দিকে চাহিল। মাধুরী বলিল—"উনি হুকুম দিয়েছেন। কিন্তু—"

মুরলী বলিল—"ঠিক ফিরতে পারব ধরা পড়ব না।"

মুরলী সোজা হইয়া দাঁড়াইল, তাহার গণ্ডস্থল লাল হইল, বুক বাড়িল। সে বলিল—"মাধুরী যতক্ষণ বেঁচে থাকব কেহ তোমায় ছুতে পারবে না। আমি মলে তখন তুমি আপনাকে রক্ষা করতে পারবে। এই জিনিষ নাও।"

মন্ত্রমুগ্ধের মত মাধুরী হাত বাড়াইল। তাহার জ্ঞান ছিল না। সে বীরের রূপ বংশগত বিদ্বেষ জঞ্জাল ধুইয়া মুছিয়া যুবতীর প্রাণের মধ্যে আপনার ছায়া ফেলিল, সেই তেজের কথা, সেই মহানুভবতার কথা যুবতীর কর্ণের ভিতর দিয়া

প্রবেশ করিয়া তাহার শিরায় শিরায় মদিরার নেশার মত ছুটাছুটি করিতে লাগিল। যুবতী মজিল। বিজনবিহারী অর্থ বলে, রূপে যাহা করিতে পারে নাই মদনদেব বংশগত শক্রতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া, কৌমার্য্যের জড়তা মুছিয়া সে কার্য্য সম্পাদন করিল। মাধুরী প্রাণের মধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় সুখ অনুভব করিল। সে মন্ত্রমুগ্ধের মত হাত বাড়াইল।

মুরলী বলিল—"এ বিষ। সঙ্গে সঙ্গে রাখ। যখন দেখবে আর উপায় নেই তখন খাবে। বুঝলে?"

মাধুরী ঘাড় নাড়িল। বুঝিল মাথা-মুণ্ড। কবাটের অন্তরাল হইতে অনুপমা তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিল। সে মনে মনে হাসিতেছিল। মুরলী আবার বলিল—"এই নাও পিস্তল। এটাও কাছে রাখবে। যখন আবশ্যক বোধ করবে এই রকম করে ঘোড়া টানবে; বুঝলে।"

মাধুরী ঘাড় নাড়িল। তাহার হস্ত হইতে পিস্তল গ্রহণ করিল। বলিল—"এখনই যেতে হ'বে?"

মুরলী বলিল—"হ্যাঁ।"

সে অনুপমাকে উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল। বলিল—"মা তোমার পুণ্যে এ সংসার মাঝে স্বামীকে ধর্ম্মপথে চালিও।"

সে বাহিরে গেল। অনুপমা মাধুরীকে ধরিয়া বলিল—"মাধুরী আমার চোখের দিকে তাকা দেখি।"

মাধুরী তাহার দিকে চাহিল। এক করে বিষের পাত্র অপর করে পিস্তল।

অনুপমা বলিল, "মাধুরী মরেছিস্? তোর বাপ যদি শত্রুর সঙ্গে বিয়ে না দেন"

মাধুরীর চমক ভাঙ্গিল। সে লজ্জায় চোখ ফিরাইল, পলাইবার চেষ্টা করিল।

অনুপমা তাহাকে ধরিল। বলিল—"আর মুরলীর মা যদি তোকে না নেয়?"

মাধুরী শিহরিয়া উঠিল। বিষের পাত্রের দিকে চাহিল। লজ্জায় ভয়ে সে খুব কাঁদিল।

অনুপমা তাহাকে যতই সান্তনা করিতে চেষ্টা করিল সে ততই কাঁদিল।

দশম পরিচ্ছেদ

পরাজয়

প্রভাতে উঠিয়া বিজনবিহারী নায়েব মুরলীমোহনকে তলব করিল। দূত আসিয়া বলিল—"নায়েব বাবু শিবিরে নাই।"

বিজনবিহারী বড় আনন্দিত হইল। সে আপনি উঠিয়া

মুরলীর শিবিরে গমন করিল। জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড, সর্ব্বত্র দস্যুতার চিহ্ন। বিজনবিহারী আনন্দে অধীর হইল। এক ঢিলে দুই পাখী বধ হইল, কি বুদ্ধির প্রাখর্য্য! কেবল লোক দেখাইবার জন্য দুই একদিন শিবিরে বাস করিয়াই সে মোল্লার সহিত সন্ধি করিয়া গৃহে ফিরিতে পারিবে। এখন সে মাধুরীর সেই গর্ব্বস্ফীত সুন্দর মুখ দেখিতে পাইবে, সবলে তাহাকে আপনার করিবে। তাহার ভৃত্য মুরলী আর তাহার কার্য্যে বাধা দিতে পারিবে না। মুরলী যদি তাহার প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার না করিত, মুরলী যদি তাহাকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিত, তাহা হইলে বিজনবিহারী চিরদিন তাহাকে গৌরবদান করিত, চিরদিন তাহার হস্তে আপনার বিষয় সম্পত্তির ভার অর্পণ করিত। তাহার সততা আর নির্ভীক ব্যবহারের জন্য বিজনবিহারী তাহাকে শ্রদ্ধা করিত। কিন্তু কামাভিলাষী লম্পট বিজনবিহারী তাহার একদিনের পাপের জন্য গোপনে তাহাকে শত্রুহস্তে অর্পণ করিবার অসাধু সংকল্প করিয়াছিল। প্রকাশ্যে তাহার সহিত বৈরিতায় প্রবৃত্ত হইতে বিজনবিহারী সাহস করে নাই।

সে রাষ্ট্র করিল যে মুরলী পলায়ন করিয়াছে। লোকজন সে কথা সহজে বিশ্বাস করিল না। কিন্তু যখন দুই দিন তাহার কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন সকলের বড় রহস্যবোধ হইতে লাগিল। বিজনবিহারী প্রতিমুহূর্ত্তে মোল্লার

প্রকাশু দূতের জন্ম অপেক্ষা করিতে লাগিল। তৃতীয় দিবস সূর্য্যাস্তের সময় বিজনবিহারী বড় বিচলিত হইল। তাহার ভয় হইল মুরলীমোহন যদি মোল্লার সহিত মিলিয়া তাহার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করে। সে তাহার গুপ্তচরকে গোপনে মোল্লার নিকট প্রেরণ করিল। দূত আসিয়া বিজনবিহারীর হস্তে মোল্লার পত্র দিল। তাহাতে মাত্র দুইটি কথা লিখিত ছিল—"কালপ্রভাতে"।

প্রভাতেই নদীর পরপার হইতে কাড়ানাকড়া বাজিয়া উঠিল। সানাই বাঁশরী হইতে ভৈরবী সুর উঠিল। মাঝে মাঝে "দীন্" "দীন্" "হর" "হর" শব্দ হইল। দলে দলে মোল্লার লোক নদী পার হইয়া বিজনবিহারীর শিবিরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

এ-পক্ষে সাজ-সরঞ্জাম শিথিল হইয়াছিল। বিজনবিহারী শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়াই দেখিল মোল্লার লোক তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। সে তাড়াতাড়ি সকলকে প্রস্তুত হইতে বলিল। আপনি বেশভূষা করিল। শিরে উষ্ণীষ, কটিদেশে তলোয়ার বাঁধিল। সম্মুখে বন্দুকচী দাঁড় করাইল। উভয়পক্ষে গুলি চলিতে লাগিল। বন্দুকচীর আড়ালে থাকিয়া সকলে সাজিল। কিন্তু আক্রমণের কারণ বিজনবিহারী কিছু বুঝিল না।

কোন পক্ষের লোক মরিল না, কিন্তু বন্দুকের শব্দ হইতে

লাগিল। ক্রমশঃ মোল্লার সৈন্য অগ্রসর হইতেছিল। বিজন-বিহারীর লাঠিয়ালের দল প্রস্তুত হইয়া নদীরতীর ছাড়িয়া বাগানের উপর উঠিল। অশ্বারোহণে বিজনবিহারী স্বয়ং তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছিল। তাহারা ঘুরিয়া মোল্লার লোকদিগকে আক্রমণ করিবে, বিজনবিহারীর এই উদ্দেশ্য।

তাহাকে বাগানে প্রবেশ করিতে হইল না। মোল্লার একদল মুসলমান পাইক সে পথে গোপনে শিবির লুটিতে আসিয়াছিল। তাহারা বিজনবিহারীর লাঠিয়ালদিগকে আক্রমণ করিল। ভীষণ সংগ্রাম হইল, বন্দুকের শব্দ বন্ধ হইল। উভয় পক্ষ নিকটে আসিয়া যুঝিতে লাগিল।

এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বিজনবিহারী যুদ্ধ দেখিতেছিল। তাহার লোকেরা খুব লড়িতেছিল। লাঠি সড়কির সকল আক্রমণ প্রতিরোধ করিতেছিল। মোল্লার দলের হিন্দু পাইকেরা খুব যুঝিতেছিল। এ পর্য্যন্ত অনেক আহত হইয়াছিল। কিন্তু কেহই নিহত হয় নাই।

মোল্লা স্বয়ং অশ্বারোহণে বিজনবিহারীর দিকে ছুটিয়া আসিতেছিল। বিজনবিহারী সাবধান হইল। একটু হাসিয়া বলিল—"মোল্লা সাহেব, শপথ ক'রে এ আবার কি?"

মোল্লা ক্রোধে কাঁপিতেছিল। সে বলিল—"কাফের

বদমায়েস! আমার সঙ্গে কথা ক'য়ে নায়েবকে মোমিনবাগে পাঠিয়েছ?”

বিজনবিহারী প্রতিবাদ করিল। মোল্লা শুনিল না। সে অসিহস্তে তাহাকে আক্রমণ করিল।

উভয়েই বলবান। উভয়েই অস্ত্র চালনায় নিপুণ। ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল। মোল্লার জয় হইল। বিজনবিহারী আহত হইল। তাহার দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধ কাটিয়া ভূমে নিপতিত হইল। বিজনবিহারী সংজ্ঞাশূন্য হইয়া অশ্ব-পৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

তীরবেগে তরণী দক্ষিণ দিকে ছুটিতেছিল। ছোট তরণী একটানা ভাটার স্রোতে নাচিতে নাচিতে ছুটিতেছিল। মুরলী-মোহন নৌকায় অনেক অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। প্রতি-মুহূর্ত্তে সে বিপদের আশঙ্কা করিতেছিল। দূরের প্রত্যেক পদার্থ তাহার প্রাণে বিভীষিকার সৃষ্টি করিতেছিল। বিজনবিহারী তাহাদিগকে ধরিবার জন্য লোকজন প্রেরণ করিবে, এমন কি,

তাহাদিগের প্রাণবধ করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না, মুরলীমোহন তাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। সে প্রাণভয়ে পলাইতেছিল—আপনার শুভাশুভ, ইষ্টানিষ্টের কথা সে একবারও ভাবে নাই। সে মাধুরীকে পিতার হস্তে সমর্পণ করিবার জন্ম এত আয়োজন করিতেছিল।

মাধুরী কিন্তু একবারও বিপদের কথা ভাবিত না। মুরলীমোহন তাহাকে নিশ্চয় পিত্রালয়ে পৌছাইয়া দিবে, তাহা সে বেশ বুঝিয়াছিল। মুরলীর সহিত একত্রে গঙ্গার উপর তরণীতে ভ্রমণ করিতে সে বেশ সুখবোধ করিতেছিল। সে মুরলীর সহিত অনেক কথা কহিত, মুরলী যখন উৎসুক নয়নে পিছনে চাহিত তখন সুন্দরী হাসিয়া মুরলীকে বিরক্ত করিত। এক একবার মুরলী যখন বিশ্রাম করিত, তখন মাধুরী বলিত, "পিছনে একখানা নৌকার মত কি দেখছি না?"

মুরলী অমনি শশব্যস্ত হইয়া উঠিত। মাধুরী তখন হাসিত। যখন তাহার সেই সুন্দর মুখের হাসিটুকু মুরলীর ভাল লাগিত তখন সে আপনাকে ধিক্কার দিত, আপনার উপর তাহার সন্দেহ হইত, মনকে খুব আড়ম্বরের সহিত প্রশ্ন করিত যে, সে অসহায়া যুবতীর প্রতি কি আকৃষ্ট হইতেছে? সে আবার গম্ভীর হইত, মাধুরীর প্রতি চাহিত না। কিন্তু দুষ্ট চক্ষু দুইটা গোপনে আবার মাধুরীর মুখের দিকে চাহিয়া ফেলিত। তখন মুরলী ভাবিত

কি সর্ব্বনাশ! ইহাকে একবার ইহার বাপ মার হাতে সঁপিয়া দিতে পারিলে যে বাঁচি।

একদিন মুরলী বলিল—"মাধুরী, বলছিলাম কি একটা কথা—ওর নামকি ?"

মাধুরী বলিল—"হ্যাঁ একটা কথা ওর নাম কি আমিও তাই ভাবছিলাম। একেবারে গ্রামে প্রবেশ করা উচিত না। দূরে নেমে খবর নিয়ে—"

মুরলী ঠিক সেই কথাই ভাবিতেছিল! অবশ্য মাধুরী আরও বুদ্ধিমতী। মুরলী বলিল—"হ্যাঁ দেশের লোক কে কি বলে জেনে—"

মাধুরী হাসিল। মুরলী লজ্জিত হইল। শেষে সিদ্ধান্ত হইল যে, তাহারা নবদ্বীপে যাইবে। মুরলী গোপনে ধনপতি সিংহকে সকল সংবাদ দিবে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বিশ্ববিজয়ী প্রেম মাখনদাস বাবাজীকে গৃহী করিয়াছিল। দৌত্যকার্য্যে অর্থোপার্জ্জন করিতে গিয়া মাখনদাস তুলসীর রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহার নিকট আত্মবিক্রয় করিল। তাহার

দৌত্যকার্য্য বিফল হইল, কিন্তু তাহার নিজের প্রেম বিফল হইল না। ধনপতি সিংহের কন্যা উদ্ধার করিয়া দিয়া সে অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিল না বটে কিন্তু তাহাকে অশেষ প্রকারে অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইল।

মনস্বী বিপিনকুমার ভগ্নীকে লইয়া জাহ্নবী তীরে নূতন ভবনে স্থানান্তরিত হইল। তাহার নিকট মাখনদাস বাবাজী আসিয়া একদিন 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলিয়া করজোড়ে দাঁড়াইল। বিপিন বলিল—"হরি! হরি! কি চাও বাবাজী!"

বাবাজী শরীরের নানাস্থান কণ্ডূয়ন করিয়া বলিল—"আজ্ঞে বল্‌ছিলাম কি আমি সামান্য বৈষ্ণব মাত্র। গরীব বৈষ্ণব। গৌর! গৌর!"

বিপিন তাহাকে সাহস দিয়া বলিল—"দারিদ্রেই বৈষ্ণবের গৌরব।"

বাবাজী একটু সাহস পাইয়া বলিল—"আজ্ঞে বল্‌ছিলাম কি, বড়ই দরিদ্র বৈষ্ণব। তার ওপর সংসারের জ্বালা অর্থাৎ সংসার না থাকার জ্বালা।"

বিপিন একটু হাসিয়া বলিল—"বাবাজী, কথাটা ঠিক বুঝলাম না। কি মত্‌লবটা বল দেখি।"

বাবাজী বলিল—"কি জানেন, বাবা, শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায়

একেলা থাকা হয়, বাবা, নিছক্ একেলা—একেলা ভিক্ষা, একেলা ঘোরা, একেলা রাঁধা, একেলা থাওয়া—"

বিপিন বলিল—"বল কি বাবাজী ?"

বাবাজী বলিল—"হ্যাঁ বাবা! নিছক্ একেলা! তাই ভাবছিলাম বাবা, একটু সংসার করি। শ্রীহরির নাম স্মরণ করে, একটি সেবার লোক—"

বিপিনের বেশ আনন্দ বোধ হইতেছিল। সে বলিল—"বেশ সাধু সঙ্কল্প। তা বাবাজী সকালবেলা এ অধীনের সঙ্গে প্রাণের কথাটা হ'চ্চে কেন ?"

বাবাজী একটু হাসিয়া বলিল—"কেন জানেন বাবা ? তা বাবা আপনাকে আর বল্‌তে কি বাবা! কথাটা হ'চ্চে অর্থাৎ মানে হ'চ্চে কি না—"

বিপিন হাসিয়া বলিল—"বাবাজী আসল কথাটা না ব'লে যে একেবারে মানে বলতেই ব্যস্ত হ'লে।"

বাবাজী বলিল—"বাবা, আসল কথা আপনাদের দাসী তুলসীর সঙ্গে বিয়ে হ'বে ঠিক্ হয়েছে যদি আপনি না কিছু আপত্তি করেন।"

বিপিন হাসিয়া অনুমতি দিয়াছিল। তাহার ভগ্নীর বড় আনন্দ হইয়াছিল। বিবাহ করিয়া মাখনদাস নব পরিণীতা বধু লইয়া স্থানান্তরে যায় নাই। সে ভিক্ষা বৃত্তি পরিত্যাগ

করিয়াছিল। বৈষ্ণব দম্পতি বিপিনকৃষ্ণের বাগানের এক কোণে কুটীর বাঁধিয়া বাস করিত। এবং তুলসী পূর্ব্বের মত দিদিমণির পরিচর্য্যা করিত। মাখনদাস বিপিনকৃষ্ণের সেবা-শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা উভয়ে পণ্ডিত বিপিনকৃষ্ণের চাকুরী করিয়া বেশ সুখে কালাতিপাত করিতেছিল।

একদিন প্রভাতে স্বামী-স্ত্রী কুটীরের বাহিরে বসিয়া রসসম্ভাষণ করিতেছিল। তুলসী, বাবাজীর জন্ম তামাক সাজিতেছিল, বাবাজী গঙ্গার উপর নৌকা দেখিতেছিল।

বাবাজী বলিল—"তুলসী, তোর কিন্তু ভাই মুখের কথা বড় মিষ্টি, যেন মিছ্‌রির মত।"

তুলসী মিছ্‌রি-ভাষার একটু পরিচয় দিয়া বলিল—"মর্‌ মুখপোড়া! সকালবেলা ন্যাকড়া হ'চ্চে?"

বাবাজী এই ভাষাতে তুষ্ট হইয়াই তাহার সহিত গৃহস্থ হইয়াছিল। সে বলিল—"আহা! যেন কোকিল ডাক্‌ছেরে। আঃ গেল! ঐ নৌকা খানা আমাদেরই বাগানের দিকে আসে যে।"

তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইল। নৌকা তাহাদেরই ঘাটে আসিল। নৌকার ভিতর হইতে বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট একটী যুবক বাহির হইল। তুলসী ঘোম্‌টা টানিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। মাখনদাস অগ্রসর হইয়া নৌকার সন্নিকটে গমন করিল।

যুবক বলিল—"এটা নবদ্বীপ না ?"

মাখনদাস বলিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ! এটা নবদ্বীপের একটু বাহিরে বিপিনকৃষ্ণবাবুর বাটী।"

যুবক বলিল—"মাধুরী! ও মাধুরী! কেমন কুটীরখানি দেখ।"

সংসারী মাখনদাস বাবাজীর সুপ্ত দৌত্য-বৃত্তি আবার জাগিয়া উঠিতেছিল। মাধুরী বাহিরে আসিল—অসামান্যরূপবতী। বাবাজীর নয়ন ঝলসিতেছিল।

বাবাজী বলিল—"আজ্ঞে আপনাদের কোথা থেকে আসা হ'চ্চে ?"

মুরলীমোহন বলিল—"বাপু আস্‌ছি অনেক দূর থেকে—আমার এই বোনটি সঙ্গে আছে, একটু আশ্রয় পাব ?"

আবার সেই কথা! ভাইবোন—ভাইটি আর বোন্‌টি—সমস্ত ব্যাপারটি যেন তাহার নিকট স্বপ্ন বলিয়া প্রতিভাত হইতেছিল। সে অন্য মনে বলিল—"হ্যাঁ! ভাইবোন্‌, ভাইটি আর বোন্‌টি, দেখেই মনে হ'চ্চে।"

লজ্জায় মাধুরী অবনতমুখী হইল; তাহার গণ্ড-দ্বয় বিম্বফলের মত লাল হইল। একবার সুন্দরী অপাঙ্গে মুরলীমোহনের দিকে চাহিল। সেও লজ্জিত হইয়াছিল, তাহার লজ্জার সঙ্গে একটু আত্মপরীক্ষা ছিল—তবে কি সত্যই তাহার প্রাণে

অসহায়া মাধুরীর মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছিল? বাবাজী একটু সামলাইয়া বলিল,—"আজ্ঞে হ্যাঁ। বাড়ীর মালিক বড় ভাল লোক, তিনিও একটি বোন্ নিয়ে এখানে বাস করেন। আপনারা নামুন।"

মুরলী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"বাড়ীর কর্ত্তাকে সংবাদ দাও।"

সংবাদ দিতে হইল না, বিপিন স্বয়ং আসিয়া অতিথিকে নামাইল। তাহার ভগ্নী আসিয়া সুন্দরী মাধুরীকে হাত ধরিয়া গৃহমধ্যে লইয়া গেল।

তুলসী কুটীর হইতে বাহিরে আসিল। বাবাজী বলিল—"তুলসী, এবার তোর কোমরে রূপার গোট হাতে রূপার বাউটি নিশ্চয় পরাব।"

সে সাজসজ্জা করিয়া উদ্যমপুরের দিকে ছুটিল। এবার আর ভুল হইবে না। এবার ভাইটি আর বোন্‌টি ঠিক্ জালের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। 'গৌর' 'গৌর' বলিয়া বাবাজী ছুটিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মোল্লার লোক চড় দখল করিয়াছিল, আহত বিজন-বিহারীকে বহু কষ্টে তাহার লোকজন গৃহে আনিয়াছিল। সাধ্বী অনুপমা অনুক্ষণ তাহার অতুলনীয় শ্রী লইয়া রোগীর পরিচর্য্যা করিত। অতি যত্ন করিয়া সে স্বামীর ক্ষতধৌত করিত। দিনরাত স্বামীর শুশ্রূষা করিত, এক মনে ভগবান্‌কে ডাকিয়া বলিত,—"প্রভু স্বামীকে তো যথেষ্ট শাস্তি দিয়াছ, তাহার পাপের গুরু দণ্ডের বিধান করিয়াছ, তাহার অঙ্গহানি করিয়াছ, সতীর সতীত্বও রক্ষা করিয়াছ। আর কেন দয়াময়, আর কেন দয়াময়, এবার স্বামীকে সুস্থ কর, তাঁকে সুমতি দাও, নারায়ণ।" নারায়ণ সতীর কথা শুনিতেন, দিন দিন বিজন-বিহারীকে সুস্থ করিতেন। বিজনবিহারী নানা প্রকার বিভীষিকা দেখিত—যমদূত, যমদণ্ড, তপ্তকটাহ, তপ্ত তৈল—ভীতা মাধুরী, ক্রোধদীপ্ত মুরলী। তাহাকে ধরিয়া মুরলী যেন তপ্ত তৈলে নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিত, দীপশলাকা লইয়া কৃতান্ত দূত তাহাকে যেন দগ্ধ করিতে আসিত, অমনি এক দেবী মূর্ত্তি আসিয়া দাঁড়াইত, মুরলী তাহাকে ছাড়িয়া দিত, যমদূত পলাইত, ক্ষণেকের জন্য তাহার প্রাণে শান্তি আসিত।

বিজনবিহারী স্থির হইয়া দেবীমূর্তির দিকে তাকাইয়া দেখিত, দেবী অনুপমা, শান্ত কোমল দেহ, চক্ষে পুণ্যের লাবণ্য, মুখে সতীত্বের গৌরব, স্বর্গের সুষমা—রাগ নাই, দ্বেষ নাই, তাহাকে স্বামী বলিয়া ডাকিতে ঘৃণা নাই। তাহার ঘুম ভাঙ্গিত। জাগ্রত হইয়া সে চক্ষু চাহিয়া দেখিত, স্বপ্ন জগতের সেই দেবী বাস্তব জগতে দিব্য দেহ লইয়া বিরাজ করিতেছেন, তাহার ক্লিষ্ট দেহে শান্তি বারি ঢালিবার চেষ্টা করিতেছেন। বিজনবিহারী মুগ্ধ হইয়া তাহার দিকে চাহিত। কাতরা হইয়া যুবতী তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিত।

তখন বিজনবিহারী অনেকটা সুস্থ হইয়াছিল। অনুপমা তাহার ললাটে হাত দিয়া বসিয়াছিল। বিজনবিহারী বলিল—"অনু-পমা অনু—"

অনুপমা তাহার মুখের নিকট মুখ লইয়া গেল। বিজন-বিহারী তাহার রক্তহীন পাণ্ডু অধর লইয়া বারম্বার অনুপমার কপোল চুম্বন করিল। অনুপমা মুখ সরাইল না, বাধা দিল না। সেও স্বামীকে চুম্বন করিল। তাহার চক্ষের উষ্ণ অশ্রুবিন্দু স্খলিত হইল। বিজনবিহারী বলিল—"অনু তুমি কাঁদ্‌ছ ?"

অনুপমা বলিল—"হ্যাঁ আনন্দে কাঁদ্‌ছি। তুমি যে আবার ভাল হ'বে, তুমি যে আবার—"

বিজনবিহারী কাতরকণ্ঠে বলিল—"অনু--"

অনুপমা স্থির হইল। বিজনবিহারী বলিল—"অনু, আমি বড় পাপী। তোমার কাছে পাপ করেছি বলে এই শাস্তি—"

সে তাহার কাটা হাত তুলিয়া ধরিল। অনুপমা বলিল—"ছিঃ, ও সব কথা ভাবতে নেই।"

বিজনবিহারী বলিল—"শুনবে অনু, সব কথা—মাধুরীর—"

অনুপমা বলিল—"সব শুনেছি, তাকে দেশে পাঠিয়েছি, ও কথা ভেবো না।"

কাতর দৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া বিজনবিহারী বলিল—"অনুপমা, আমায় ক্ষমা করেছ!"

যুবতীর চক্ষে জল আসিল। সে বলিল—"ছিঃ! তুমি স্বামী, তুমি যা কর শোভা পায়। ও রকম কথা বলতে নেই। অকল্যাণ হ'বে।"

এবার বিজনবিহারী তাহার অধর চুম্বন করিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সংবাদ

মুরলী উদামপুরের ভগ্ন অট্টালিকার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। তাহার হস্ত-পদ শিথিল হইয়া আসিতেছিল। ভগ্ন অট্টালিকার

প্রতি ইষ্টকখণ্ডে, প্রতি ধূলিকণায় স্মৃতি বিজড়িত ছিল। শৈশবের মধুর স্মৃতি, পিতার স্বর্গীয় স্নেহ, মাতার অকাতর মমতা, ভ্রাতার বিষাদ-মলিন স্নেহ-কাতর দেবমূর্ত্তি, ভগ্ন অট্টালিকার আবর্জ্জনা স্তূপের ভিতর হইতে রূপধারণ করিয়া একে একে মুরলীর সম্মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল। মুরলীর হস্ত পদ শিথিল হইয়া আসিতেছিল। তাহার এত দিনের আশা যেন সেই ভগ্ন স্বপ্নের মাঝে পড়িয়া লুণ্ঠিত হইতেছিল। তাহার পর ধনপতির ভ্রূকুটি, তাহার নীচতা, ভ্রাতার কাতর মুখ, মাতার মলিন বদন তাহার দেহে বলসঞ্চার করিল। মাতার ও ভ্রাতৃবধূর কাতর আর্ত্তনাদ তাহার কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল। তাহার শিরায় উপশিরায় রক্ত-প্রবাহ ব্যগ্রভাবে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। প্রতিহিংসাবৃত্তি, ভৈরবী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া করাল করে অসি ধরিল। মুরলীকে ধিক্কার দিয়া বলিল—"ছিঃ ছিঃ! ভীম দেহ তো গো-মহিষেরও আছে।" মুরলীমোহন ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল। ধনপতি সিংহের মস্তকটা চূর্ণ করিবার বাসনা—সর্ব্বনাশ একটা কাতর ক্রন্দন, দুইটা কুরঙ্গ নয়ন, দুইটা নধর করপুট কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিল—"আমার মান-সম্ভ্রম বাঁচাইয়া আমাকে দেশে আনিলে কি আমার পিতৃরক্তে নিজের হাত দুইটা কলুষিত করিবে বলিয়া?" মুরলীমোহন বড় বিপদে পড়িল। একদিকে ভীমদর্শনা

প্রতিহিংসামূর্ত্তি বিকট অট্টহাস্য করিতেছে, ভীম করে অসি ধরিয়া তাহাকে নরহত্যা করিতে প্রণোদিত করিতেছে; অপর দিকে হাস্যময়ী করুণমূর্ত্তি করজোড়ে কৃপা ভিক্ষা করিতেছে। কাতরকণ্ঠে বলিতেছে—"বিচার করিয়া দেখ, তোমার জন্মভূমির এদশা কে করিয়াছে। আমার পিতার দ্বারা এ কার্য্য সাধিত হইয়াছে কিনা তাহা পূর্ব্বে বিচার কর।"

মুরলীমোহন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া জন্মভূমির ভগ্নস্তূপের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। মাতা ও ভ্রাতার সন্ধান লইয়া তাহাদিগের মুখে সকল কথা শুনিয়া কর্ত্তব্য-পথ নির্দ্ধারণ করিতে মনস্থ করিল। প্রথমে মাধুরীর পিত্রালয়ে যাইতে সে একটু কুণ্ঠাবোধ করিতেছিল, এখন সে স্বয়ং ধনপতি সিংহকে মাধুরীর আগমন সংবাদ দিতে ইচ্ছা করিল। তাহারই নিকট সে আপন পরিবারের সন্ধান লইবে। যদি ধনপতি তাহাকে অপমান করে সে প্রতিশোধ লইবে।

তখন ধনপতির গৃহে তাহার কর্ম্মচারী বসিয়া হিসাব লিখিতেছিল। অকস্মাৎ মুরলীমোহনকে দেখিয়া সে বিস্মিত হইল। বিজনবিহারীর জমিদারীতে রাজভোগে থাকিয়া মুরলীমোহনের দেহে লাবণ্য বর্দ্ধিত হইয়াছিল, চক্ষে একটা কর্ত্তৃত্বের চাহনি আসিয়াছিল, কণ্ঠে আজ্ঞা দিবার স্বর আসিয়াছিল। সে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"সিংহ মশায় কোথা?"

বাবাজীর নিকট সংবাদ পাইয়া সিংহ মহাশয় সেই দিন প্রাতেই নবদ্বীপ যাত্রা করিয়াছিলেন। মুরলীও তাঁহাকে সংবাদ দিবার জন্য প্রভাতে নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়াছিলেন। অকস্মাৎ স্বয়ং মুরলীমোহনকে সিংহ-বিবরে আসিতে দেখিয়া ধনপতির কর্ম্মচারী একটু বিস্মিত হইয়াছিল। এ ক্ষেত্রে কি করা কর্ত্তব্য, লোক জন ডাকিয়া মুরলীকে ধরিয়া ফেলা উচিত কিনা, তাহা বিচার করিতে করিতে বেচারা মুরলীর প্রশ্নটা শুনিতে পাইল না। মুরলী তাহার কথার উত্তর না পাইয়া একটু উচ্চৈঃস্বরে আবার জিজ্ঞাসা করিল—"সিংহ মশায় কোথা ?"

নিদ্রোত্থিতের মত কর্ম্মচারী তাহার চক্ষুর দিকে চাহিল। তাহার কথার উত্তর দিয়া তাহাকে বন্দী করিবার চেষ্টা করিবে সে শক্তি তাহার ছিল না। সে ধীরে ধীরে বলিল—"নবদ্বীপে।"

"আমার মা কোথা ? দাদা কোথা ?"

"বামুন ডাঙ্গা।"

মুরলী বলিল—"আমাদের বাটী ভাঙ্গিল কিরূপে ?"

কর্ম্মচারী তাহার চক্ষের অগ্নি সহ্য করিতে পারিল না। সে বলিল—"বজ্রাঘাতে।"

মুরলী যেন একটু আশ্বস্ত হইল, তখন তাহার প্রাণের বোঝা নামিয়া গেল। মাধুরীর কাতর মুখের জয় হইল। তাহার পিতার উপর মুরলীর ঘৃণাটা যেন প্রশমিত হইল। সে

বলিল—"দেখ, তোমার মনিবকে ব'লে তাঁর মেয়ে নবদ্বীপের বিপিনকৃষ্ণ রায়ের বাটীতে আছে। সহরের বাহিরে গঙ্গার ধারে বাটী, বুঝলে ?"

না বুঝিলে পরিত্রাণ নাই। কর্ম্মচারী তাহার মাংসপেশী-গুলার শক্তি হিসাব করিতে করিতে বলিল—"যে আজ্ঞে।"

মুরলী বলিল—"আর দেখ, বুঝলে, মাধুরী—বুঝলে—"

মুরলীর মুখ দিয়া কথাটা বাহির হইতেছিল না। বুদ্ধিমান সরকার বলিল—"নিষ্কলঙ্ক।"

"হ্যাঁ নিশ্চয়। তার মুখে সব শুনবে। আমি বামুন-ডাঙ্গায় চললাম, বুঝলে ? আর দেখ, তোমার বাবুকে হিসাব নিয়ে দেখা করতে ব'ল। সব টাকা বুঝিয়ে দ'ব।"

কর্ম্মচারী আবার বলিল—"যে আজ্ঞে।"

মুরলী ঘাটের দিকে চলিল। কর্ম্মচারী একবার ভাবিল মুরলীকে ধরিবে কিন্তু পরক্ষণেই তাহার চক্ষের অগ্নিস্ফুলিঙ্গের স্মৃতি তাহাকে নিরস্ত করিল। মুরলী ঘাটে গিয়া নৌকা আরোহণ করিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ঋণ-পরিশোধ

মুরলী ঘরে আসিয়াছে, ইহাতে মাতার প্রাণে কি আনন্দ হইল, ভ্রাতার মনে কি সুখ উপজিল, তাহা বর্ণনা করিবার নহে —বুঝিবার কথা। তাহার পর যখন তাহারা বুঝিল যে মুরলীর চরিত্র নিষ্কলঙ্ক, তখন তাহাদের সুখের অবধি রহিল না। তাহার দ্বারা তাহাদের চিরশত্রুর কন্যার সতীত্ব রক্ষা হইয়াছে, একথা শুনিয়া তাহারা আনন্দে বিভোর হইল। তাহাদের আসল হিন্দুভাবটুকু জাগিয়া উঠিল।

তাহারা খঞ্জ রমানাথকে ঘিরিয়া মাধুরীর হরণের কাহিনী শুনিতেছিল। রমানাথ বুঝিয়াছিল পাপের জন্য শাস্তি ভোগ করিতে হয়। তাহার ধর্ম্মকথা শুনিয়া সকলে হাসিতে-ছিল।

বাহিরে বড় গোলমাল হইল। দেখিবে বলিয়া মুরলী উঠিল। সর্ব্বনাশ! ধনপতি সিংহ তাহাদের বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

মুহূর্ত্তের জন্য সকলে স্থির হইয়া রহিল। ধনপতি মুরলীকে আলিঙ্গন করিল। পূর্ব্বদিন প্রভাতে ধনপতি তাহাকে কাজীর হস্তে সমর্পণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। মুরলী তাহার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে মনস্থ করিয়াছিল। আজ ধনপতি তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার মস্তকে কৃতজ্ঞতার অশ্রু ঢালিতে লাগিল। উভয়ের চক্ষের সম্মুখে সেই কুহকিনীর স্বর্ণ প্রতিমা বিরাজ করিতেছিল। আজ মাধুরীই জগতে এই শান্তিটুকু আনিয়াছিল। তাহার প্রেম সার্থক করিবার জন্যই মদন ঠাকুর দুই শত্রুপরিবারকে সৌহৃদ্য-বন্ধনে বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

ধনপতি মুরলীকে ছাড়িয়া ললিতকে আলিঙ্গন করিল। তাহার পর সে তাহাদের জননীর পদধারণ করিয়া বলিল—"আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়াছি, অনেক নির্য্যাতন করিয়াছি। আপনি দেবী, আপনি না ক্ষমা করিলে আমি চরণ ছাড়িব না।"

মুরলীর জননী উঠিয়া দাঁড়াইল, বিধবার প্রাণে ঘৃণা! তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে ধনপতিকে ক্ষমা করিলেন।

মুরলী প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল—"আমাদের হিসাব—"

ধনপতি বলিল—"হ্যাঁ, হিসাব করতে এসেছি। তোমার ঋণ-শোধ গিয়ে আমার ঋণে দাঁড়িয়েছে। টাকা দিয়ে শোধ

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা

য়ুরোপ প্রভৃতি মহাদেশে ছয়-"পেনি-সংস্করণ"—"সাত-পেনি-সংস্করণ" প্রভৃতি নানাবিধ সুলভ অথচ সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হয়—কিন্তু সে সকল পূর্ব্বপ্রকাশিত অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যের পুস্তকাবলীর অন্যতম সংস্করণ মাত্র। বাঙ্গালাদেশে—পাঠকসংখ্যা বাড়িয়াছে, আর বাঙ্গালাদেশের লোক—ভাল জিনিষের কদর বুঝিতে শিখিয়াছে; সেই বিশ্বাসের একান্ত বশবর্ত্তী হইয়াই, আমরা বাঙ্গালা দেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কীর্ত্তিকুশল গ্রন্থকারবর্গ রচিত সারবান্ সুখপাঠ্য, অথচ অপূর্ব্ব-প্রকাশিত পুস্তকগুলি এইরূপ সুলভ সংস্করণে প্রকাশিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমাদের চেষ্টা যে সফল হইয়াছে, 'অভাগী' ও পল্লী-সমাজের' এই সামান্য কয়েক মাসের মধ্যে চতুর্থ সংস্করণ এবং ধর্ম্মপাল, বড়বাড়ী, কাঞ্চনমালা, দুর্ব্বাদল ও অরক্ষণীয়ার দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপিবার প্রয়োজন হওয়াই তাহার প্রমাণ।

বাঙ্গালাদেশে—শুধু বাঙ্গালা কেন—সমগ্র ভারতবর্ষে এরূপ সুলভ সুন্দর সংস্করণের আমরাই সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তক। আমরা অনুরোধ করিতেছি, প্রবাসী বাঙ্গালী মাত্রেই আট-আনা-সংস্করণ গ্রন্থমালার প্রকাশিত গ্রন্থগুলি একত্রে গ্রহণ করিয়া অপ্রকাশিত গুলির জন্য নাম রেজেষ্ট্রী দ্বারা গ্রাহকশ্রেণী-ভুক্ত হইয়া এই 'সিরিজের' স্থায়িত্ব সম্পাদন ও আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করুন।

কাহাকেও অগ্রিম মূল্য দিতে হইবে না; প্রতি বাংলা মাসে নূতন পুস্তক বাহির হইলেই, সেইখানি ভি, পি ডাকে প্রেরণ করিব। পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিতে হইবে না।

অভাগী (৪র্থ সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন

ধর্ম্মপাল (২য় সংস্করণ)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ

পল্লী-সমাজ (৪র্থ সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কাঞ্চনমালা (২য় সংস্করণ)—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্‌, এ
বিবাহ-বিপ্লব (২য় সংস্করণ)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম্‌, এ
চন্দ্রনাথ (২য় সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
দূর্ব্বাদল (২য় সংস্করণ)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত
বড়বাড়ী (২য় সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন
অরক্ষণীয়া (২য় সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ময়ূখ—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌, এ
সত্য ও মিথ্যা—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
রূপের বালাই—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়
সোণার পদ্ম—শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌, এ
লাইকা—শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী
আলেয়া—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী
বেগম সমরু—(সচিত্র) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
নকল পাঞ্জাবী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত
বিল্বদল—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত
হালদার বাড়ী—শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
মধুপর্ক—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
লীলাবসন্ত—শ্রীমনোমোহন রায়, বি এ, বি এল্‌
স্বপ্নের ঘর—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত, এম্‌, এ
মধুমল্লী—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী
রসির ডায়ারী—শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী
ফুলের তোড়া—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী
ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ
সীমন্তিনী—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু

নব্য-বিজ্ঞান—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্, এ

নব-বর্ষের-স্বপ্ন—শ্রীসরলা দেবী

নীলমাণিক—রায় সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি, এ

হিসাব-নিকাশ—শ্রীকেশব চন্দ্র গুপ্ত, এম, এ, বি, এল

মায়ের প্রসাদ—(যন্ত্রস্থ) শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা